পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 190 Monday, 10 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৯০ সংখ্যা ❋ ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, সোমবার, ১০ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

## ধরে রাখলেন নিজের 'কোর টিম', নেহরুকে ছুঁয়ে ফের প্রধানমন্ত্রী মোদি

**নয়াদিল্লি, ৯ জুনঃ** দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে স্পর্শ করলেন নরেন্দ্র মোদি। রবিবার (৯ জুন), তৃতীয়বারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি। এই কৃতিত্ব এর আগে শুধুমাত্র জওহরলাল নেহরুরই রয়েছে। তবে, গত দুই মোদি মন্ত্রিসভার তুলনায় এবারের মন্ত্রিসভাল অনেকটাই আলাদা। বাদ পড়েছেন স্মৃতি ইরানি, অনুরাগ ঠাকুরের মতো মন্ত্রিসভার পরিচিত মুখরা। অন্যদিকে, এবার যেহেতু শরিকদের সহায়তা ছাড়া সরকার গঠন করতে পারত না বিজেপি, তাই মন্ত্রিসভায়, আগের তুলনায় শরিক দলের প্রতিনিধিত্ব অনেকটাই বেড়েছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদি ছাড়াও, পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন রাজনাথ সিং, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা, শিবরাজ সিং চৌহান, নির্মলা সীতারামন প্রমুখ। সব মিলিয়ে শপথ নিলেন ৭১ জন মন্ত্রী। এদিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের শুরুতেই নরেন্দ্র মোদিকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদির শপথ গ্রহণের পরই, নতুন এনডিএ সরকারের পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বিশিষ্ট বিজেপি নেতা তথা লখনউয়ের

সাংসদ রাজনাথ সিং। বিদায়ী সরকারে তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে ছিলেন। এরপর শপথ নেন, বিদায়ী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা গান্ধীনগরের সাংসদ অমিত শাহ। তাঁর পর শপথ নেন নাগপুরের সাংসদ তথা বিদায়ী সরকারের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি। বিদায়ী ত্রিসভার সদস্য, পীযূষ গোয়েল এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানও এদিন নয়া মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদির প্রথম মন্ত্রিসভায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদে ছিলেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। এদিন তিনি ফের মন্ত্রিসভায় ফিরে এলেন। এছাড়া, বিশিষ্ট বিজেপি নেতা তথা মধ্য প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরও পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। জনতা দল (ধর্মনিরপেক্ষ) দলের নেতা এইচ ডি কুমারস্বামীসহ শরিক দলেরও বেশ কয়েকজন নেতা এদিন নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের নতুন পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। শরিকদের মন্ত্রিসভায় গুরুত্ব দিলেও, মন্ত্রিসভায় নিজের কোর টিম ধরে রেখেছেন নরেন্দ্র মোদি। রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, বিদায়ী বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, বিদায়ী রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবও এদিন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন ৮,০০০-এরও বেশি অতিথি। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুসহ ভারতের প্রতিবেশী ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। শাহরুখ খান, অক্ষয় কুমারের মতো বলি অভিনেতাদেরও দেখা যায় দর্শকাসনে। ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেও।

## জয়ী হিসেবে উদার, আরও দায়িত্বশীল হন, সোহমকাণ্ডের পর 'উপদেশ' অভিষেকের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুনঃ** কোথাও হিংসার অভিযোগ উঠছে, কোথাও প্রতিশোধ নেওয়ার অভিযোগ উঠছে। রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস বাজিমাত করার পর থেকেই শাসক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে এরকম সব অভিযোগ উঠতে শুরু করছে। সেই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের 'শাসন' করলেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, ''জয়ের ক্ষেত্রে মানবিকতা এবং শিষ্টাচার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সকল নেতা এবং সদস্যদের আর্জি জানাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আমাদের উপর যে আস্থা দেখিয়েছেন, সেটার যাতে আমরা মর্যাদা দিতে পারি এবং সম্মান করতে পারি। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনাদেশের কাছে ঋণী। তাঁদের আরও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করা উচিত।'' রাজনৈতিক মহলের মতে, শুধু তৃণমূলের সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের নন, চণ্ডীপুরের তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীকেও 'উপদেশ' দিয়েছেন অভিষেক। যিনি সম্প্রতি নিউ টাউনের একটি রেস্তোরাঁর মালিককে থাপ্পড় মারেন। সোহম দাবি করেছিলেন যে

অভিষেকের নামে কটূ শব্দ ব্যবহার করেন ওই রেস্তোরাঁর মালিক। গালিগালাজ করেছেন। পালটা রেস্তোরাঁর মালিক দাবি করেন, তাঁকে হুমকি দিচ্ছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। পুলিশও হেনস্থা করছে বলে অভিযোগ তোলেন ওই রেস্তোরাঁর মালিক। তবে নিজের বার্তায় সোহম বা কারও নাম করেননি অভিষেক। কিন্তু সোহমের থাপ্পড় মারার ঘটনা, তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ায় আবাসনের সামনে ময়লা ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠার পরপরই অভিষেক সেই বার্তা দেওয়ায় রাজনৈতিক মহল মনে করছে যে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের শৃঙ্খলায় বাঁধার চেষ্টা করছেন অভিষেক, যাতে লোকসভা নির্বাচনের পরে তৃণমূল যে অ্যাডভান্টেজ পেয়েছে, সেটা নষ্ট না হয়ে যায়। আর ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যাতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তৃণমূলের থেকে মানুষ মুখ ফিরিয়ে না নেন। উল্লেখ্য, উল্টোডাঙার আবাসনের মধ্যে অটো এবং বাইক মিছিল নিয়ে তুমুল উষ্মাপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা। অভিযোগ উঠেছিল যে উল্টোডাঙার একাধিক আবাসনের মধ্যে ঢুকে অটো এবং বাইক নিয়ে মিছিল করেছে তৃণমূল। ওই আবাসনের বাসিন্দারা তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ায় সেই 'উচ্ছ্বাস' প্রকাশ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। একটি মহলের দাবি, সেই ঘটনায় তুমুল বিরক্তি প্রকাশ করেন মমতা। কারা সেভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, তা জানতে চান স্থানীয় সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে।

## নাড্ডা ও সুকান্ত মন্ত্রী হলেন, দু-তিন মাসের মধ্যেই সভাপতি পদে নতুন মুখ

**নয়াদিল্লি, ৯ জুনঃ** সর্বভারতীয় বিজেপির সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা ফের কেন্দ্রে মন্ত্রী হলেন। অতীতে নরেন্দ্র মোদির প্রথম মন্ত্রিসভায় কেন্দ্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রী ছিলেন নাড্ডা। পরে ২০১৯ সালে তাঁকে সংগঠনে এনে কার্যনির্বাহী সভাপতি করা হয়। পরের বছর বিজেপির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন জগৎপ্রকাশ। এহেন জেপি নাড্ডা রবিবাসরীয় সন্ধেয় পুনরায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করলেন। তাঁকে পূর্ণ মন্ত্রী করা হবে। বিজেপির সভাপতি পদে জেপি নাড্ডার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩০ জুন। সুতরাং নাড্ডাকে মন্ত্রী করার অর্থ হল, লোকসভা ভোটে ধাক্কা খাওয়ার পর সর্বভারতীয় বিজেপির সভাপতি পদে নতুন মুখে অভিষেক ঘটতে চলেছে। সর্বভারতীয় বিজেপির সভাপতির মতই পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও রবিবার মন্ত্রী পদে শপথ নিলেন। সুকান্তর কোনও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা নেই। বালুরঘাটের সাংসদকে তাই প্রতি মন্ত্রী করা হচ্ছে। যার অর্থ পরিস্কার যে লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় ভরাডুবির পর রাজ্য বিজেপি সভাপতি পদেও বদল ঘটতে চলেছে। সুকান্তর পরিবর্তে নতুন মুখ আনার দেওয়াল লিখন এখন স্পষ্ট। বহুদিন ধরেই রাজ্য বিজেপির একাংশের মধ্যে দাবি ছিল যে শুভেন্দু অধিকারীকেই বিরোধী দলনেতার পাশাপাশি রাজ্য বিজেপি সভাপতি পদের দায়িত্ব দেওয়া হোক। এমনকি একুশের বিধানসভা ভোটের পর এ ব্যাপারে মোদির কাছে তদ্বির করেছিলেন বাবুল সুপ্রিয়। বাবুল তখনও বিজেপিতে ছিলেন এবং কেন্দ্রে প্রতি মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু বিজেপিতে এক ব্যক্তিকে দুটি পদে

একই সঙ্গে রাখার নজির বিরল। তাই রাজ্য বিজেপি সভাপতি পদে নতুন মুখ কে হবেন তা নিয়ে জল্পনা আপাতত চলবে। সেই কৌতূহল জিইয়ে থাকবে বিজেপির মধ্যেও। সর্বভারতীয় বিজেপিতেও পরবর্তী সভাপতি নিয়ে এদিন থেকেই জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এখন দেখার মোদি-শাহর পছন্দসই মুখকেই সভাপতি করা হয়, নাকি সে ক্ষেত্রে জোরালো প্রভাব খাটাবে আরএসএস তথা সঙ্ঘ পরিবার। বিজেপি সূত্রের মতে, দু-তিন মাসের মধ্যেই নতুন সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শেষ করে ফেলার লক্ষ্য রয়েছে দলের।

অন্যদিকে মন্ত্রী হওয়ার খবর দেরীতে জানতে পারায় দিল্লি যাওয়া হয়নি সুকান্তর স্ত্রী কোয়েল মজুমদার বা মেয়ে সৃজার। তবে পরিবার যে পাশে আছে, সে কথাই বলেন কোয়েল। সুকান্তর স্ত্রী জানান, দলের কাজে ব্যস্ত থাকায় বাড়িতে আর খুব বেশি সময় দিতে পারেন না তিনি। কোয়েল বলেন, ''মনটা তো খারাপ হয়। মেয়েরা খুব ছোট। বাবা বাড়িতে এলে ওরা ছাড়তে চায় না। তবে মেয়েদের বুঝিয়েছি, নিজের মনকেও বুঝিয়েছি। ভোটে ওর হয়ে প্রচারও করেছি। সব দিক থেকে সমর্থন করি।''

দিল্লি থেকে বিস্ফোরক শুভেন্দু

## সাম্প্রদায়িক প্রচার আর মুসলিম মেরুকরণ করে জিতেছে তৃণমূল

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুনঃ** লোকসভা ভোটে হেরে গিয়ে দিলীপ ঘোষ যখন তোলপাড় ফেলে দিচ্ছেন, তখন দিল্লি থেকে তাঁর উদ্দেশে একটা প্রচ্ছন্ন বার্তা এলো। তাতে বলা হল, শুভেন্দু অধিকারী অক্লান্ত পরিশ্রম না করলে এটুকুও হত না। এ ব্যাপারে টুইট করে বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত বলেছেন, ''ভোটের পর বাংলায় এখন খুবই চাপানউতোর দেখা যাচ্ছে। বাংলায় এই ভোটে বিজেপির মধ্যে প্রচুর উন্মাদনা তৈরি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর শুভেন্দু অধিকারী অক্লান্ত পরিশ্রম করে কর্মীদের উৎসাহ দিয়েছে। তাঁদের পারস্পরিক এই তালমিল না থাকলে ফলাফল আরও খারাপ হতে পারত।'' সামগ্রিক ভাবে একটা খামতি যে ছিল তা অস্বীকার করেননি স্বপন। একদা স্বপন দাশগুপ্তর শক্তির উৎস ছিলেন অরুণ জেটলি। তাঁর সূত্র ধরেই মোদি-শাহর সঙ্গে সখ্য স্বপনের। নরেন্দ্র মোদি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় থেকেই এই আস্থার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে ও মজবুত হয়েছে। তাই স্বপনের এই টুইটের অর্থ পরিস্কার বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলা কেন সর্বভারতীয় বিজেপিতে অনেকেই জানেন, মোদি-শাহর থেকে সবুজ সংকেত না পেলে আগ বাড়িয়ে কারও কিছু বলার জো নেই। স্বপন যে সবটা হাওয়ায় হাওয়ায় বলছেন, তা বহু নেতাই মনে করছেন না। বরং তাঁদের মতে,

এটাকে দিল্লির বার্তা বলেই ধরে নেওয়া ভাল। বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা আসনে হেরেছেন দিলীপ। তার পর থেকেই তাঁর অভিযোগ, তাঁকে ষড়যন্ত্র করে মেদিনীপুর থেকে সরানো হয়ে থাকতে পারে। তাঁর সঙ্গে কাঠিবাজি হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন দিলীপ। কারও বুঝতে বাকি নেই যে সুকান্ত-শুভেন্দুদের উদ্দেশ করে দিলীপ এসব বলছেন। মূলত তাঁর নিশানায় রয়েছেন শুভেন্দু। তবে দিল্লির নেতারাও মনে করেন, বাংলায় শুভেন্দুর বিকল্প নেতা বিজেপিতে এখন নেই। সব প্রার্থী যে শুভেন্দুর কথায় হয়েছে তা নয়। দিল্লির তিন পর্যবেক্ষক তথা সুনীল বনশল, মঙ্গল পাণ্ডে ও অমিত মালব্য কলকাতায় বসেছিলেন। পেশাদার সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা করানো হয়েছিল। তাতেও ধরা পড়েছিল যে মেদিনীপুরে দিলীপ ফের প্রার্থী হলে হেরে যেতে পারেন। বিজেপির এক কেন্দ্রীয় নেতার কথায়, যে চাপানউতোর বাংলায় শুরু হয়েছে, তা অযাচিত। এটা কারও একার হার নয়। সামগ্রিক ভাবে বিজেপির কৌশলেই ভুল হয়েছে। মোদির শপথগ্রহণকে ঐতিহাসিক বলে এদিন উল্লেখ করেন তিনি। রবিবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দুবাবু বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল জাতীয় স্তরে অপ্রাসঙ্গিক। ওটা একটা আঞ্চলিক দল। এখানে ওদের কোনও কথা বলার জায়গা নেই।'' দিল্লিতে একাধিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠককে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, ''অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক করে কোনও সুবিধা করতে পারবেন না। বাংলায় আমরা ১২টা আসন পেয়েছি বটে, কিন্তু প্রচুর ভোট পেয়েছে বিজেপি। ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ভোট পেয়েছি আমরা। তৃণমূল তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচার করেছে। মুসলিম ভোটের মেরুকরণ করে এই ভোট জিতেছে।'' কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে যাবতীয় উদ্বেগ অস্বীকার করে শুভেন্দু বলেন, ''নিশ্চই কেন্দ্রে একটি স্থায়ী সরকার গঠিত হবে। ৩০০র বেশি সাংসদ মোদিজির সঙ্গে রয়েছেন। শক্তি, সক্ষম, স্থায়ী, তৎপর ও প্রগতিশীল সরকার গঠিত হবে। আজ একটা ঐতিহাসিক দিন।'' মোদি সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলায় এদিন দমদম বিমানবন্দরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তীব্র আক্রমণ করেন শুভেন্দুবাবু। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'মাথার তার কাটা'। শনিবার কালীঘাটের বাড়িতে লোকসভা নির্বাচনে দলের জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা বসে থাকার জন্য যাচ্ছি না। এটা কেউ ভাববেন না যে ইন্ডিয়া আজকে সরকার গঠনের দাবি করেনি বলে কালকে করবে না। আমরা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। দেশে বদল প্রয়োজন। মোদিকে কেউ চায় না। এত বড় হারের পর মোদিবাবুর উচিত ছিল এটা অন্য কাউকে ছেড়ে দেওয়া। ইন্ডিয়া আসলে সরকার গড়বে। কিন্তু যে কটা দিন থাকে। একটু সামলাতে দিন। একটু দেখতে দিন নিজেদের। কাকে কতটা সন্তুষ্ট রাখতে পারছে।''

## চাকরি পেয়েছেন ১৮ মাস আগেই, তারপরও দুর্ভোগ কাটছে না, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে হাজির প্রার্থীরা

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুনঃ** নির্বাচন হয়েছে। ফলাফল ঘোষণাও হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পথে তারা। চাকরির নিয়োগ পেলেও যোগ দিতে পারেননি। তাই এবার সোজা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে এলেন তাঁরা। ২০১৬ সালের শারীরিক শিক্ষা এবং কর্মশিক্ষা চাকরিপ্রার্থীরা

জমা দিলেন স্মারকলিপি। জানা যাচ্ছে, প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশ চাকরিপ্রার্থী মুখ্যমন্ত্রীর হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিটে ভিড় করেন। পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁদের মধ্যে থেকে দু'জনকে অনুমতি দেওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে যাওয়ার। সেখানে গিয়ে নিজেদের দাবি স্মারকলিপি দেন ওই চাকরিপ্রার্থীরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা জানান, ২০১৯ সালে তাঁরা প্রায় ১২৮০ জন চাকরি পেয়ে গেলেও বিরোধী পক্ষের একজন আইনজীবী মামলা যেভাবে করেছেন তাতে প্রত্যেককে চাকরি আটকে গিয়েছে। মূলত বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম না করে ওই চাকরিপ্রার্থীরা সরব হন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁরা আবেদন করেছেন, এবার অন্তত আইনি জটিলতা কাটিয়ে তাঁদের চাকরি পাওয়ার পথ সুগম করে দিতে। চাকরিপ্রার্থী শেখ সিরাউদ্দিন বলেন, ''আমরা কুড়ি থেকে পঁচিশ জন এসেছি। আজ থেকে ১৮ মাস আগে চাকরি পেয়েছি। কিন্তু নিয়োগের ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের আইনজীবী একটা মিথ্যা কেসে আমাদের নিয়োগ স্থগিত করে দেয়। ভোট মিটেছে। এই আইনি জটিলতা এসেছে এর দায় সরকারের। সরকারই পারবে জটিলতা কাটাতে।''

## ভোগান্তির শেষ নেই! শিয়ালদহে স্টেশনে ক্ষোভের আগুন, চলল ভাঙচুর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুনঃ** ভোগান্তি চলছেই। এই নিয়ে টানা ৩ দিন চরম হয়রানি শিয়ালদহ স্টেশনে। এরমধ্যে রবিবার সকালে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন যাত্রীরা। দফায় দফায় হল বিক্ষোভ। স্টেশন চত্বরে চলল ভাঙচুর। সূত্রের খবর, এদিন সকালে মূলত দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রীরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও ট্রেনের দেখা না পাওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন অনেকে। যাত্রীদের বিক্ষোভের জেরে ভেঙে যায় শিয়ালদহ স্টেশনের অনুসন্ধান কেন্দ্রের বাইরের কাঁচ। অনুসন্ধান কেন্দ্রে কর্মরত কয়েকজন কর্মীও আহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে রবিবার ছুটির দিনেও রবিবার সকাল থেকে চূড়ান্ত অব্যবস্থার ছবি দেখা যায় শিয়লদহ স্টেশন চত্বরে। প্রসঙ্গত, কাজ চলছে শিয়ালদহ স্টেশনে। সে কারণে গত ৩ দিন ধরে শিয়ালদহে ১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম বন্ধ রাখা হয়েছে। সে কারণেই বেশি কিছু ট্রেন বাতিলের পাশাপাশি বহু ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষেপিত করা হয়েছে। অনেক ট্রেনই দমদম পর্যন্ত এসে থমকে যাচ্ছে। লোকালের পাশাপাশি একই ছবি একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেনে ক্ষেত্রেও। যদিও রবিবার দুপুর ২টোর পর থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাওয়ার হয়ে যাবে বলে আগেই সে কথা জানিয়েছে রেল। যদিও তারপরেও রবিবার সকালের ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে স্টেশন চত্বরে। যদিও শনিবারের মতো রবিবারও স্টেশনের নানা প্রান্তে সার বেঁধে বসে থাকতে দেখা গেল শয়ে শয়ে যাত্রীকে। সকলের মুখেই চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। দুপুরের পর ফের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার কথা থাকলেও কোন ট্রেন কখন ছাড়বে তা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা নেই অনেকের কাছেই। এক বৃদ্ধা তো প্ল্যাটফর্মে বসেই বলছেন, ''আমি বালুরঘাট থেকে এসেছি। ট্রেন ধরার জন্য এখানে বসে আছি গতকাল রাত থেকে। সঙ্গে আমার অসুস্থ স্বামী রয়েছে। তাঁকে এখন ঠিক করে বাড়ি নিয়ে যেতে পারব কিনা সেটাই ভাবছি। সকালে শুনলাম ট্রেন নাকি তাড়াতাড়িই আসবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তো আমরা কিছুই দেখতে পারছি না। ''

## সন্দেশখালিতেও অন্তর্ঘাত? ছুরিটা কে মারল? বড় ইঙ্গিত দিলেন রেখা পাত্র

**দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ৯ জুনঃ** হেরেছেন ৩ লাখের বেশি ভোটের বিশাল ব্যবধানে। সন্দেশখালি ইস্যুকে হাতিয়ার করে লাভের গুড় খুব একটা ঘরে তুলতে পারেনি বঙ্গ বিজেপি। ঘাসফুল ঝড়ে মুখ থুবড়ে পড়েছেন সন্দেশকালির প্রতিবাদী মুখ রেখা পাত্র। যদিও ভোটে ইতিমধ্যেই কারচুপির অভিযোগে সরব হয়েছেন রেখা পাত্র। কিন্তু, নানা মহল থেকে আবার বলা হচ্ছে ভোটের পর আর খুব একটা সন্দেশখালির ময়দানে দেখা যাচ্ছে না রেখাকে। তবে কি তিনি বেপাত্তা? যদিও রেখা স্পষ্টতই বলছেন, ''সময় হলেই সন্দেশখালিতে যাব। আমি চোর নয় যে লুকিয়ে থাকব। আমি কবে যাব সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই লড়াই শক্তিশালী করার জন্য মানুষের পাশে দাঁড়াব।'' এদিকে ভোটের ফল সামনে আসতে না আসতেই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে লাগাতার আসছে হিংসার খবর। অভিযোগ, বহু জায়গাতেই তৃণমূলের রোষানলে পড়ছেন পদ্ম কর্মীরা। যদিও রেখার দাবি, এলাকা থেকে এ ধরনের খবর এলেই তিনি ছুটে গিয়েছেন। বলছেন, ''অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। ঘরছাড়া হয়েও বিজেপিকে সমর্থন করার জন্য আমি মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। যেখানে মানুষের উপরে অত্যাচার হবে সেখানে যাব। রেখা পাত্রকে প্ল্যানিং করে হারানো হয়েছে। রেখা পাত্র হার স্বীকার করেনি। রাজনীতিতে এসেছি যখন রাজনীতিতেই থাকব।'' এদিকে আবার পরাজিত হতেই দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে অমৃতা রায়, দিলীপ ঘোষের মতো নেতাদের। এবার যেন একই লাইনে হাঁটলেন রেখাও। সাফ বললেন, ''যারা এই হারের পিছনে আছে, আমাদের যে কার্যকর্তারা দল করে পিছন থেকে ছুরি মেরেছেন তাঁরা একদিন জবাব পেয়ে যাবেন। যে দল সম্মান দিল সেই দলকে অসম্মানিত করার জন্য তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওঁরা যা করেছেন জবাব পেয়ে যাবেন।'' তাহলে ছুরিটা কে মারল? উত্তরে রেখা বললেন, ''প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতাকে ছোট করার জন্য প্ল্যানিং করে হারানো হয়েছে। এই হার পরাজয় হিসাবে মানছি না। যতই মিথ্যা আশায় বুক বাঁধুন। বেশিদিন বুক বেঁধে থাকতে পারবেন না।'' অন্তর্ঘাতকারীদের চিহ্নিত করা কী সম্ভব হয়েছে? যদিও এ ক্ষেত্রে রেখা বলছেন, ''সেটা আমার কাজ নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছেন। বিরোধী দলনেতা আছেন।''

## 'ওঁকে বিশেষ সম্মান দেওয়া উচিত', রাহুলকে প্রশংসায় ভরালেন সোনিয়া

**নয়াদিল্লি, ৯ জুনঃ** লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসকে যে আবার জাতীয় রাজনীতির হারানো জমি কিছুটা হলেও ফিরিয়ে দিতে পেরেছে তা বলা যায়। একই সঙ্গে আবার পুরোদমে রাজনীতির স্রোতে ফিরেছেন সোনিয়া গান্ধিও। তাঁকে সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন নির্বাচিত করেছে কংগ্রেস। এরপর রবিবার সংসদে নিজের ভাষণে ছেলে রাহুল গান্ধিকে প্রশংসায় ভরালেন সোনিয়া। বললেন, ''ওঁকে বিশেষ সম্মান দেওয়া উচিত''। পাশাপাশি দলের কর্মী-সমর্থক এবং দেশের মানুষের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, এই ভোটের ফল আবারও একবার বড় দায়িত্ব দিয়েছে তাঁদের। লোকসভায় এদিনের ভাষণে সোনিয়া গান্ধি মল্লিকার্জুন খাড়্গের প্রশংসা করে বলেন, ''তাঁর নেতৃত্বেই কংগ্রেস আবারও প্রমাণ করতে পেরেছে দলের ক্ষমতা এবং সহ্যশক্তি। অনেকেই ধরে নিয়েছিল কংগ্রেস শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু খাড়্গেরজির নেতৃত্বে আবারও লোকসভায় আমাদের উপস্থিতি সকলের নজরে পড়বে।'' এই প্রসঙ্গেই সোনিয়ে মনে করান ভারত জোড়ো যাত্রা এবং ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার কথা। এই দুই কর্মসূচিকে ঐতিহাসিক বলে ব্যাখ্যা করেন তিনি। সোনিয়ার কথায়, কংগ্রেস যে আবার এতটা শক্তিশালী

হতে পেরেছে তার জন্য অনেকটাই ভূমিকা রয়েছে ভারত জোড়ো যাত্রা এবং ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার। এমন এক শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হয়েছে যারা শুধু মিথ্যে এবং প্রতিহিংসার রাজনীতি করছিল। কিন্তু রাহুলের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি দলকে যেন আবার বাঁচিয়ে তুলেছে। এর জন্য ওঁর বিশেষ ধন্যবাদ পাওয়া দরকার।'' সোনিয়া মনে করান, গোটা লোকসভা ভোটের প্রচার চলাকালীন কীভাবে রাহুল গান্ধিকে রাজনৈতিক আক্রমণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হয়েছিল। সেই সব বাধা অতিক্রান্ত করে তিনি দলকে যে জায়গায় এনেছেন, তার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। শুধু কংগ্রেসের 'কামব্যাক' হয়নি। সোনিয়া গান্ধির মতে, এই লোকসভা নির্বাচনে অনেক আঞ্চলিক দলও ফিরে এসেছে! বিজেপির বিরুদ্ধে জোট বেঁধে লড়াই করা এবং জেতার জন্য তাই ইন্ডিয়া জোটের শরিকদেরও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সোনিয়া গান্ধি। সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটের প্রচারে বারবার অভিযোগ উঠেছিল, দেশের সংবিধানকে শিকেয় তুলে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর সরকার। গণতান্ত্রিক দেশে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেছেন তিনি। তবে গত শুক্রবার সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে পৌঁছে প্রথমেই সংবিধানকে তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছিলেন মোদি। সেই ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে এদিন সোনিয়া গান্ধি তাঁকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। সোনিয়ার সাফ কথা, বিরোধীরা যেভাবে লড়াই করেছে এবং বিজেপিকে টেক্কা দিয়েছে তার জন্য বাধ্য হয়েই সংবিধানকে মাথায় ঠেকাতে বাধ্য হয়েছেন নরেন্দ্র মোদি।

# এবারে এই ভোট পরবর্তী হিংসার বলি হল এক কংগ্রেস কর্মী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৯ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরই গোটা রাজ্যজুড়ে হিংসা অব্যাহত। এবারে এই ভোট পরবর্তী হিংসার বলি হল এক কংগ্রেস কর্মী। তাকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। গতকাল রাত্রে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচক থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জেশারতটোলা এলাকায়। জানা গেছে মৃত কংগ্রেস কর্মীর নাম আকমাল শেখ। অভিযোগ উঠেছে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতর প্রধান সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। মৃত কংগ্রেস কর্মীর আত্মীয়র অভিযোগ, ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের প্রধান সহ তার দলবল কংগ্রেস কর্মীদের নানারকম ভাবে হুমকি দিতে থাকে। এরপর কংগ্রেস কর্মীকে কাল একা পেয়ে মারধর করা হয়। আশঙ্কা জনক অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে গভীর রাতে তার মৃত্যু হয়।

# মোদীর শপথগ্রহণ, রুপোর পদ্ম গড়লেন জম্মুর স্বর্ণকার

শ্রীনগর, ৯ জুন ঃ রবিবার তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদী। এনডিএ-র সংসদীয় দলের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন তিনি। রবি সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ নেবেন মোদী। মোদীর শপথ গ্রহণের হ্যাটট্রিককে কেন্দ্র করে শুধু দিল্লিতেই নয়, গোটা দেশজুড়ে সাজো সাজো রব। এবার মোদীর জন্য বড় একটি ফ্রেম বন্দি রুপোর পদ্ম তৈরি করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের এক স্বর্ণকার। নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী সাফল্যে খুশি হয়ে এই পদ্মটি বানিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে এই রূপোর পদ্ম।

# দুলিয়াজানের বুড়িদিহিং নদীতে নিখোঁজ বালক

ডিব্রুগড় (অসম), ৯ জুন ঃ ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত দুলিয়াজানের বুকচিরে প্রবাহিত বুড়িদিহিং নদীতে তলিয়ে গেছে এক বালক। সমবয়সিদে সঙ্গে নদীতে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ বালককে টেঙাখাতের সরু অভয়াপুরিয়া গ্রামের জনৈক কণ্ঠী চুতিযার ছেলে প্রতীম চুতিয়া বলে জানা গেছে। জানা গেছে, পাঁচ সমবয়সি বন্ধু বুড়িদিহিং নদীতে স্নান করতে নেমেছিল। নদীতে পাঁচ বন্ধু জলকেলিতে মেতেছিল। তখন আচমকা প্রতীম চুতিয়া নদীতে তলিয়ে যায়। ঘটনা দেখে নদী তীরে অবস্থানকারি স্থানীযরা তাকে উদ্ধার করতে নামেন। ইত্যবসরে খবর পেয়ে এসডিআরএফ নিয়ে ছুটে যায় পুলিশ। নদীতে প্রতীমের খোঁজে তালাশি অভিযান চালিয়েছে এসডিআরএফ। এ খবর লেখা পর্যন্ত প্রতীমের সন্ধান পাওয়া যায়নি বলে খবর পাওয়া গেছে।

# প্ল্যাটফর্মে পরিষেবা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুন ঃ প্ল্যাটফর্মের কাজ এবং ইন্টারলোকিং সিগন্যালিং সিস্টেমের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় রবিবার বেলা ১২ টা থেকেই ১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পরিষেবা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল পূর্ব রেল। যে কারণে রবিবার বিকেল থেকে আর দুর্ভোগ থাকবে না বলেই পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই নতুন সিদ্ধান্তের কথা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে পূর্ব রেল। শিয়ালদা থেকে এবার সব ১২ কামরার ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। সে কারণেই গত তিনদিন ধরে বন্ধ রয়েছে ১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম। ভবিষ্যতে যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলের কাজের সুবিধার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল, আগেই বিবৃতি জারি করে সে কথা জানানো হয়েছিল। শুক্রবার থেকে বন্ধ রয়েছে এই পাঁচ প্ল্যাটফর্ম। শুক্রবার থেকেই যাত্রীদের ক্ষোভের আগুনে পুড়তে থাকে শিয়ালদা। দমদম পর্যন্ত এসে থমকে যায় বহু লোকালের চাকা। কত যাত্রী তো হেঁটেই পাড়ি দেন বাকি পথ। অন্যদিকে একই ছবি একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেনের ক্ষেত্রেও। তার মধ্যেই জানা গেল রেলের নতুন সিদ্ধান্তের কথা। তাতেই যেন খানিকটা স্বস্তিতে যাত্রীরা। সোমবার থেকে নিয়মিত চলবে ট্রেন বলে জানতে পারা গেল। যাত্রীদের অস্থিরতাই কমবে বলে মনে হচ্ছে।

# গাছের সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মৃত্যু তিন যুবকের

রাযগড়, ৯ জুন ঃ রায়গড় জেলায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মোটরসাইকেল আরোহী তিন যুবকের। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতদের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং ঘটনাটি তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, লাইলুঙ্গার বাসিন্দা তিন বাইক আরোহী যুবক রবিবার সকালে পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঘরঘোড়া যাচ্ছিলেন। বাইক গোসাইদিহ আঙ্গেকেলা মোড়ের কাছে পৌঁছলে, চালক বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তারপরে বাইকটি রাস্তার পাশে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় বাইক আরোহী দুই যুবকের শরীরে গুরুতর আঘাত লেগে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় অপর একজনকে লাইলুঙ্গা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় যেখানে তিনিও চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। তিন যুবকই গ্রামের মধুবন থানার কোটবা এলাকার বাসিন্দা এবং এখনও তাদের পরিচয় জানা যায়নি। নিহতদের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করেছে লাইলুঙ্গা থানা পুলিশ।

# করিমগঞ্জের চরগোলায় সড়ক দুর্ঘটনা, হত ত্রিপুরার ট্রাক চালক

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ জুন ঃ করিমগঞ্জ জেলা সদরের উপকণ্ঠ চরগোলা এলাকায় দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত ট্রাক চালককে জনৈক শংকর দাস বলে শনাক্ত করা হয়েছে। নিহত শংকরের বাড়ি ত্রিপুরায় বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে পুলিশ। জানা গেছে, আজ রবিবার ভোররাত প্রায় ২,৩০টা নাগাদ চরগোলা এলাকায় ত্রিপুরার রেজিস্ট্রেশনযুক্ত টিআর ০১ এভি ১৭৫৮ এবং অসমের রেজিস্ট্রেশনযুক্ত এএস ০১ পিসি ৮৫৮৫ নম্বরের দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ত্রিপুরার রেজিস্ট্রেশনযুক্ত ট্রাকের অগ্রভাগ সম্পূর্ণরূপে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে গেছে। প্রচণ্ড সংঘর্ষে চালক শংকর দাসের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে ঘটনার পর অসমের রেজিস্ট্রেশনযুক্ত ট্রাক চালক পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যায় করিমগঞ্জ সদর থানার পুলিশ। পুলিশ শংকরের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাক দুটি নিজেদের জিম্মায় নিয়েছে পুলিশ। এদিকে পুলিশ নিহত শংকর দাসের বাড়ির ঠিকানা উদ্ধার করে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে।

# করিমগঞ্জ আসনে পুর্নভোটের দাবি কংগ্রেস প্রার্থীর

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ জুন ঃ সদ্যসমাপ্ত করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে পুনর্ভোটের দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী। নির্বাচনের পর ভোটের ফলাফলে গ।মিল হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন করিমগঞ্জ সংসদীয় আসনে কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ। আজ রবিবার কংগ্রেসের পরাজিত প্রার্থী তথা গৌহাটি হাইকোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর পরাজয় সংক্রান্ত নানা অভিযোগ তুলে ধরেছেন। জেলা কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে হাফিজ রশিদ আহমেদ বলেন, ভোটের ফলাফলের অঙ্কে ব্যাপক গ।মিল ধরা পড়েছে। ইতিমধ্যে দলের পক্ষ থেকে জেলা রিটার্নিং অফিসার এবং ই-মেইলে ভারতের নিৰ্বাচন কমিশনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংবলিত চিঠি পাঠানো হয়েছে। দাবি জানানো হয়েছে পুনর্ভোটের। হাফিজ রশিদ বলেন, করিমগঞ্জে নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়নি, তা প্রমাণিত। এবার করিমগঞ্জে সরাসরি ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫৩৮। পোস্টাল ভোট যোগ করে ভোটের সংখ্যা হয় ১১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭৯৬। কিন্তু ভোট গণনার পর এই সংখ্যা ১১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬০৭ হয়েছে। তা কীভাবে সম্ভব?

# বৈদ্যুতিক কাটার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য মাঝামাঝি অংশে থাকা মেট্রোগুলিকে আটকে রাখা হবে

কলকাতা, ৯ই জুন ঃ কলকাতা মেট্রো, ভারতের প্রথম মেট্রো খুব শীঘ্রই আরেকটি কীর্তি অর্জন করতে চলেছে। যাত্রীদের দ্রুত এবং আরামদায়ক যাত্রা প্রদানের জন্য ভারতীয় রেলওয়েতে প্রথমবারের মতো নতুন প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী ধারণা এবং নদীর তলদেশে ট্রেন চালানোর ক্ষেত্রে এটি মশাল বহনকারী। এখন কলকাতা মেট্রো আরও একটি নতুন প্রযুক্তি চালু করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে যা যাত্রীদের নিরাপত্তা আরও নিশ্চিত করতে এবং শক্তি খরচ উন্নত করার জন্য দেশের অন্য একটি প্রথম ধরনের উদ্যোগ। পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, এখন মেট্রো রেলওয়ে খুব শীঘ্রই ব্লু লাইনের সেন্ট্রাল সাব-স্টেশনে ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম ইনস্টল করতে চলেছে। ইনভার্টার এবং অ্যাডভান্সড কেমিস্ট্রি সেল ব্যাটারির সমন্বয়ে.গঠিত এই নতুন সিস্টেমটি হঠাৎ পাওয়ার কাট বা গ্রিড ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর কাজ করতে সক্ষম। ২০২১ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা দ্বারা অনুমোদিত অ্যাডভান্সড কেমিস্ট্রি সেল ব্যাটারি স্টোরেজ সম্পর্কিত জাতীয়.প্রোগ্রাম অনুসারে বাজেটের ব্যয় বেশি। বৈদ্যুতিক গতিশীলতা এবং ব্যাটারি সঞ্চয়ের জন্য ইকো-সিস্টেমকে শক্তিশালী করতে ১৮,০০০ কোটি টাকা, এই প্রকল্পটি মেট্রো রেলওয়েতে পরিকল্পিত হয়েছে, ভারতীয় রেলওয়ের সমস্ত অঞ্চলের পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য সমস্ত মেট্রো সিস্টেমের মধ্যে প্রথমবার। সিমেন্স, তোশিবা, ডেল্টা এবং ইটনের মতো বিদেশী বহু-জাতিক কোম্পানিগুলি ইতিমধ্যেই এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কলকাতা মেট্রোর সাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এই কোম্পানিগুলির সাথে একটি প্রাক-বিড মিটিং করার পর, মেসার্স ডেল্টা ইলেকট্রনিক্স প্রাইভেট লিমিটেডকে ওপেন বিডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্ডার দেওয়া হয়েছে। লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি শক্তি সঞ্চয়.উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে ৬.৪ মেগাওয়াট ক্ষমতা সহ চার মেগাওয়াট BESS ইনস্টল করার জন্য ০৪.০৫.২০২৪ তারিখে উন্মুক্ত বিডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লি.সরকারের মেক ইন ইন্ডিয়া.নীতির নিয়ম মেনে চলা। ভারতের, এই কোম্পানি. যেটি মেসার্স ডেল্টা ইনকর্পোরেটেড তাইওয়ানের ভারতীয় সাবসিডিয়ারি, ভারতে ব্যাটারির পাওয়ার কনভার্টার সিস্টেম এবং তাইওয়ানে এলএফপি ব্যাটারি তৈরি করতে হবে। সাইটটি দেখার পর, এই কোম্পানিটি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য ০৭.০৬.২০২৪ তারিখে লেআউট প্ল্যান জমা দিয়েছে। এই নতুন সিস্টেমটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যে এটির সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুত কোনও বিদ্যুৎ ব্যর্থতা বা এমনকি জাতীয় গ্রিড ব্যর্থতার ক্ষেত্রে মধ্য-টানেল থেকে পরবর্তী স্টেশনে ৩০ কিমিঘন্টা গতিতে যাত্রী বস্তাবন্দী রেকগুলিকে নিয়ে.যেতে ব্যবহার করা যেতে পারে। . এটি সত্যিই একটি বিশাল অগ্রগতি কারণ যাত্রীবাহী ট্রেনগুলিকে বিদ্যুতের বিঘ্ন ঘটলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনরুদ্ধারের জন্য ভূগর্ভস্থ টানেলে বা ভায়াডাক্টে অপেক্ষা করতে হবে না। এই ব্যবস্থার সাহায্যে হাজার হাজার যাত্রীকে নিরাপদে আনা যাবে। রেলওয়ে বোর্ড এই পরিবেশ-বান্ধব প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট তহবিল সরবরাহ করেছে। সবুজ ব্যাটারি দিয়ে সজ্জিত এবং প্রায় ১৪ বছরের জীবনকালের এই নতুন সিস্টেমটি শুধুমাত্র ইনস্টল করার জন্য প্রায় ১০৬ বর্গ মিটার জায়গার প্রয়োজন হবে। এটি ভাল শক্তি দক্ষতা, দীর্ঘ জীবন এবং স্বাস্থ্যের ঝুঁকি, অগ্নি ঝুঁকি ছাড়া কম স্থান দখলের সাথে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে যাচ্ছে যা অ্যাসিডিক ক্ষারীয় ব্যাটারির সাথে অনেক বেশি যুক্ত। মেট্রো রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়াররা ৩৩ কেভি রিং মেইন সিস্টেম ব্যবহার করে উত্তর-দক্ষিণ করিডোরের দমদম থেকে টালিগঞ্জের মধ্যে যে কোনও স্টেশনে এই ব্যাটারি দ্বারা উৎপাদিত ২ মেগাওয়াট শক্তি একটি নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে সরবরাহ করার জন্য স্পেসিফিকেশন এবং উদ্ভাবনী নীল-প্রিন্ট প্রস্তুত করেছেন। এটির পিক আওয়ারের চাহিদা বাঁচানোর সম্ভাবনা রযেছে যা মেট্রো রেলকে তার জীবদ্দশায.৭ কোটি টাকা বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে। তা ছাড়া এটি পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতিও নিশ্চিত করবে যার ফলস্বরূপ আরও ৬ কোটি টাকা। এই ব্যাটারিটি রাতে স্টোরেজ সিস্টেম হিসাবেও ব্যবহার করা হবে এবং তারপরে সঞ্চিত শক্তি দিনের সময় পিক আওয়ারে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই প্রস্তাবিত সিস্টেমটি পাওয়ার ফ্যাক্টরকে যেকোনো সময় ০.৯ এর নিচে নামতে দেবে না যা আরও সঞ্চয়ের দিকে পরিচালিত করবে। যেকোন অগ্নিকান্ডের ক্ষেত্রে, এই নতুন সিস্টেমটি টানেল ভেন্টিলেশন, ট্র্যাক এক্সহাস্ট ও প্ল্যাটফর্ম ভেন্টি লেশনের জন্য জরুরী শক্তির উৎসের ভূমিকা পালন করতে সহায়ক হবে এবং সেইসাথে যেকোন জায়গায় যেকোন কিছুর জন্য একটি জরুরী শক্তির উৎস হবে। মেট্রো রেলওয়ে.কর্তৃপক্ষ নতুন সাব-স্টেশনগুলিতে ট্রাকশন এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম এর অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য সহ প্রতিটি ২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৭টি BESS ইনস্টল করার পরিকল্পনা করছে যা মেট্রো পরিষেবার উন্নতির জন্য খুব শীঘ্রই ব্লু লাইনে যুক্ত করা হবে। এটি সমস্ত ৩-ফেজ রেকের রি-জেনারেটিভ ব্রেকিংয়ের সময় উৎপন্ন সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করার সুবিধাও দেবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু ঠিক থাকলে, কলকাতা মেট্রো ভারতের প্রথম মেট্রো হতে চলেছে যা ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ BESS-এর দখলে থাকবে।

# জামাই ষষ্টিতে মাথায় হাত, আমের জেলায় এবার আমের দর ১০০ টাকা

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ৯ জুন ঃ খোশমেজাজেই আমবাগানে ঘুরছেন আমচাষিরা। ইংলিশবাজার শহর থেকে মহানন্দা সেতু পেরিয়ে সাহাপুর। তার পর কাদিরপুর। একের পর এক আমবাগান। কিন্তু আম কোথায়।

ডিসকো মোড়ের পাশের একটি আমবাগানে দাঁড়িয়ে জানা গেল, আম নয়, গাছে এবার সোনা ফলেছে। ছিটেফোঁটা যেটুকু আম দেখছেন, সেটা বিক্রি করেই একসঙ্গে তিন বছরের কামাই (উপার্জন) হয়ে যাবে। তিনগুণ দর পাচ্ছি। বেশি ফলন হলে চাহিদা থাকত না। মালদহের আম বিশ্বজোড়া নাম। কিন্তু বাগানেই এবার আমের পাইকারি দর কেজি প্রতি ৭০ থেকে ৮০ টাকা। আর বাজারে একটু হাত দিলেই তা পুড়ে যাচ্ছে। শহরের বিচিত্রা মার্কেট থেকে মকদমপুর বাজার। গ্রামীণ এলাকায় সুজাপুর, মিলকি, চাঁচোল, সামসি বাজার। সর্বত্রই চড়া দাম। যেন আম আর আপেল একদর। এবার ফলন খুব কম হযেছে বলে আমের জেলার আমবাজারেই আম বিকোচ্ছে ১০০ টাকা কেজি দরে! লক্ষণভোগ ১০০, ল্যাংড়া-হিমসাগর ১২০ টাকা কেজি। এতেই মুখে হাসি ফুটেছে আমচাষিদের। চলতি সপ্তাহেই শুরু হয়েছে গাছ থেকে আম ভাঙার পর্ব। আর শুরুতেই এত চড়া দাম। চাষিদের দাবি, এই দর কমবে না। আরও বাড়বে। গাছের আম যত কমবে, ততই দর বাড়বে। মালদহ ম্যাঙ্গো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জানান, জামাইষষ্ঠীতে আরও কদর বাড়বে মালদহের আমের। কলকাতার বাজারে অন্তত ২০০-২৫০ টাকা কেজি দরে বিকোবে মালদহের আম। আপেলের চেয়েও বেশি দাম দিয়ে আম কিনতে হবে। এই মরশুমে কার্যত ইতিহাস গড়তে চলেছে আমের জেলার আম। স্বাদে, গন্ধে, বর্ণেও বৈচিত্র। যেন আপেল, আঙুর, বেদানা, নাসপাতির ককটেল। রসনাতৃপ্ত বাঙালিরও প্রিয় ফল এই আম। ফলের রাজাও বটে। বাজারদর ১০০ ছুঁয়ে ২০২৪-এ এবার রেকর্ড গড়তে চলেছে মালদহের লক্ষণভোগ, ল্যাংড়া, হিমসাগর।

প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড়ে পুরানো ইমারতগুলির চারপাশে শুধুই আমবাগান। সেখানে দাঁড়িয়ে জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা জানান, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা। ফেব্রুয়ারি মাসে প্রচন্ড ঠান্ডায় গাছে মুকুল আসেনি। যখন মুকুল এল, তখন বৃষ্টি। মুকুল ঝরে গেল। মুকুলের পরিবর্তে পাতা গজিয়ে গেল। তার উপর রাজ্যজুড়ে দাবদাহের দাপট চলেছে। গুটি গুটি আম শুকিয়ে ঝরে পড়ে যায়। ফলন তলানিতে ঠেকে যায়। মালদহের আম্র উন্নয়ন আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, জেলার প্রায় ৩১ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ হচ্ছে। প্রত্যেক বছর জেলায় সাড়ে তিন লক্ষ মেট্রিক টন আম উপাদন হয়ে থাকে। এবার উপাদন হবে মাত্র দেড় লক্ষ মেট্রিক টন। অর্ধেকের চেয়েও কম। তাই চাহিদা অনুপাতে তরতরিয়ে দর বাড়ছে। এতে চাষিরা লাভবান হচ্ছেন।

# রাশিয়ার ৪ ভারতীয় মেডিক্যাল পড়ুয়া, মৃতদের মধ্যে রয়েছেন দুই ভাই-বোন

৯ জুন ঃ জলে ডুবে যাচ্ছিল এক বন্ধু। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে নদীতে ডুবে মৃত্যু হল চার ডাক্তারি পড়ুয়ার। ভারত থেকে রাশিয়ায় পড়তে গিয়েছিলেন তাঁরা। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে রয়েছে দুই ভাই বোনও। আপাতত তিনজন পড়ুয়ার দেহ মেলেনি বলে জানা গিয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ডুবে যাওয়া এক পড়ুয়াকে।

সূত্রে খবর, মৃতদের নাম হর্ষল অনন্তরাও দেসালে, জিশান আশপাক পিঞ্জারি, জিয়া ফিরোজ পিঞ্জারি এবং মালিক গুলামগোস মহম্মদ ইয়াকুব। এর মধ্যে জিয়া এবং জিশান ভাই-বোন। তাঁরা সকলেই নভগোরোড স্টেট ইউনিভার্সিটির পড়ুয়া ছিলেন। জানা গিয়েছে, ঘটনার সময়ে ভিডিও কলে কথা বলছিলেন জিশান। বিকেল বেলা নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলছিলেন। আচমকাই পড়ে যান নদীতে।

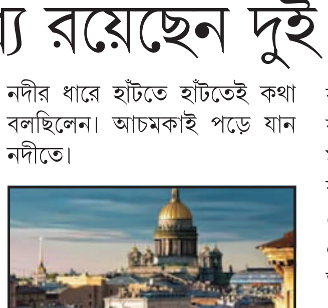

ওই সময়ে জিশানের আশেপাশেই ছিলেন অন্যান্যরা। তাঁকে নদীতে ডুবে যেতে দেখে সকলেই ঝাঁপ দেন নদীতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নদীতে ডুবে মৃত্যু হয় চার ভারতীয় পড়ুয়ার। নিশা ভূপেশ সোনওয়ানে নামে আরও এক পড়ুয়া ঝাঁপ দিয়েছিলেন নদীতে। তবে তাঁকে উদ্ধার করা গিয়েছে। আপাতত চিকিৎসা চলছে তাঁর। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর চিকিৎসার দিকে নজর রাখছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, মৃতদের সকলের বয়স ১৮ থেকে ২০ বছরের মধ্যে।

সেন্ট পিটার্সবার্গের ভারতীয় কন্সুলেট এবং রাশিয়ার ভারতীয় দূতাবাসের তরফেও এই ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়েছে। মৃতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাশিয়া থেকে পড়ুয়াদের দেহ দ্রুত ভারতে ফেরানোর ব্যবস্থাও হচ্ছে। চিকিৎসাধীন নিশার দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ভারত থেকে রাশিয়ায় গিয়ে ডাক্তারি পড়ার ঝোঁক অনেক বেড়েছে ভারতীয়দের মধ্যে। কারণ সেদেশে পড়ার খরচ ভারতের বেসরকারি কলেজগুলোর তুলনায় অনেক কম। ভর্তি হতেও খুব কঠিন পরীক্ষা দিতে লাগে না।

# ইজরায়েলের ঘাড়ে ঝুলছে রাষ্ট্রসংঘের খাঁড়া, চাপে নেতানিয়াহু

৯ জুন ঃ ইজরায়েল ও ইজরায়েলি সেনাকে কালো তালিকাভুক্ত করতে চলেছে রাষ্ট্রসংঘ বলে খবর মিলেছে। যুদ্ধে শিশুদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থতার অভিযোগের কারণেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতারেস ১৮ জুনের আগে 'শিশু ও সেনা সংঘর্ষ' সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করবেন না। কিন্তু তার আগেই এই বিষয়টি জানতে পেরে রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েলের প্রতিনিধি গিলাদ এর্দেন ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এর্দেন বলেন, এই লজ্জাজনক সিদ্ধান্তে আমি সম্পূর্ণ হতবাক ও বিরক্ত। এমনকী, তিনি ব্যক্তিগত আক্রমণও করেছেন গুতারেসকে। বলছেন, একমাত্র একটাই লোক আজ কালো তালিকায়। সেটা হলেন গুতারেস নিজে। অন্যদিকে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী

বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছিলেন, 'আইডিএফ বিশ্বের সবচেয়ে নৈতিক সেনাবাহিনী। এবং রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের কোনও 'চ্যাপ্টা পৃথিবী' ধাঁচের সিদ্ধান্তে সেটা পরিবর্তিত হবে না।' পাশাপাশি তাঁর তোপ, হামাসের 'অবাস্তব দাবির উপর ভিত্তি করে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এদিকে এই সিদ্ধান্তকে 'গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি করেছেন রাষ্ট্রসংঘের প্যালেস্তিনীয় প্রতিনিধি রিয়াদ মনসুর। তবে এক্স হ্যান্ডলে এই বিষয়ে লেখার সময় আবেগপ্রবণও হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর মতে, ইজরায়েলকে 'কালো তালিকা'য় ফেললেও নিহত শিশুদের প্রাণ তো ফেরানো যাবে না। কিংবা যারা শারীরিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরও আগের জীবনে ফেরানো যাবে না। তবুও এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর ফলে ইজরায়েলের দ্বিচারিতার সমাপ্তি হবে, যা তারা দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে।

# নিউবারাকপুরে শিল্পিবৃন্দের কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান

নিউবারাকপুর, ৯ জুন ঃ শিল্পিবৃন্দ। নামের মধ্যে রয়েছে আন্তরিকতা ও মাধুর্য। নিউবারাকপুর ও মধ্যমগ্রামের সৃজনশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা। বহু গুণী শিল্পীরা স্ব স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের মননে চিন্তনে চির অধিষ্ঠিত। শনিবার সন্ধ্যায় নিউবারাকপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগার বিবেকানন্দ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম কে সামনে রেখে কবিপ্রণাম শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। সংস্থার শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বিভিন্ন পর্যায়ের দুটি করে সংগীত পরিবেশন করেন এদিন। শিল্পীদের সাথে যন্ত্রানুষঙ্গতে বাদন শৈলী ছিল বেশ সাবলীল পরিবেশন। সংস্থার সম্পাদক শিল্পী তাপস দাস জানান সংস্থার পথচলা শুরু ২০০৪ সালে। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাস দুই মহান মনীষির জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে প্রথম ত্রৈমাসিক কবিপ্রণাম অনুষ্ঠান। প্রতি বছর রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা আয়োজন করা হয়। এবছর ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। আমরা গৌরবান্বিত নিজস্ব সাউন্ড সিস্টেমে অনুষ্ঠান বেশ ভালো সাড়া ফেলেছে। কুড়ি জন শিল্পী উন্নতমানের বেশ ভালো গান পরিবেশন করেছেন পাশাপাশি তবলা বাদক রাও যথেষ্ট ভালো বাজিয়েছেন। নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের কন্ঠে শ্রতিমধুর সংগীত শ্রোতাদের মন জয় করে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বাচিক শিল্পী মল্লিকা রায় ও দেবাশিস বিশ্বাস।

# দেশের বাইরে বিদেশেও ব্যাপক চাহিদা ঢ্যাঁড়শের

৯ জুন ঃ উন্নত গুণমান সম্পন্ন উচ্চ ফলনশীল-শংকর বীজ, মাটি পরীক্ষা ভিত্তিতে রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বনের মধ্যে দিয়ে ঢ্যাঁড়শ চাষকে লাভজনক করে তুলতে পারে। তাতে কৃষক বন্ধুরা উপকৃত হবেন। জৈব পদ্ধতি অবলম্বন করে চাষ করলে বিদেশের বাজারে জৈব ঢ্যাঁড়শ রপ্তানি করার সুযোগ রয়েছে। সুনিশ্চিত কৃষিকে সুদৃ। করার লক্ষ্যে ফসলের অবশিষ্টাংশ কৃষি বিষের পরিমাণ কমানো সম্ভব। অন্য দিকে জল ও মাটি দূষণ কিছুটা হলেও রোধ করা সম্ভব হতে পারে। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় আমাদের পাতে বিভিন্ন ধরনের পদ থাকে। তার মধ্যে ঢ্যাঁড়শ অন্যতম। কারণ এই সবজির প্রচুর ঔষধি গুণের সাথে সাথে পুষ্টিগুণ বিরাজমান। যা শরীর সুস্থ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সহায়তা করে। প্রোটিন, ভিটামিন, আঁশ ও বিভিন্ন ধরনের খনিজ থাকার কারণে গর্ভবতী মহিলাদের পথ্য হিসাবে ও পেটের বিভিন্ন রকম রোগ নিরাময়ে কাজে লাগে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য অনুসারে এই সবজিতে প্রচুর পরিমাণে আঁশ থাকার কারণে কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়।

সবজি উপাদনে ঢ্যাঁড়শ পঞ্চম স্থানে রয়েছে। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবাংলা, বিহার, ওড়িশা ও উত্তর প্রদেশ রাজ্যে সব থেকে বেশি পরিমাণ ঢ্যাঁড়শ উপাদন হয়। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে শীতকাল বাদ দিয়ে গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে ব্যবসায়িক ভিত্তিক চাষ করা যায়। পশ্চিম বাংলায় প্রায় ৭২৬০০ হেক্টর জমিতে ভেন্ডি চাষ হয়ে থাক। যার হেক্টর প্রতি গড় উপাদন ১১.৫ মেট্রিক টন। সব রকম মাটিতেই এই ফসলের চাষ করা গেলেও উত্তম জৈব পদার্থ ও জল নিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত বেলে দোঁয়াশ মাটি খুবই উপযোগী। ক্ষারীয় লবণাক্ত মাটি ও দীর্ঘদিন জল জমে থাকে এমন জমিতে ভেন্ডি না চাষ করাই ভাল। কারণ এই ফসল জল দাঁড়ানো সহ্য করতে পারে না।

বীজের অঙ্কুরোদ্গম, গাছের ও ফুল ফলের বৃদ্ধির জন্য ২০ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা, তার সাথে প্রায় ১১০০ মিলিলিটার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। ফসল তোলার আদর্শ তাপমাত্রা হল ২৫- ৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। বাতাসের তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে থাকলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হলেও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ৪২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের অধিক তাপমাত্রা হলে গাছের ফুল ঝরে যায়। বিঘা প্রতি ২.৫ মেট্রিক টন গোবর সার, নিম খোল ৩০ কেজি, ইউরিয়া ২৫ কেজি, সিঙ্গেল সুপার ফসফেট ৭৫ কেজি, মিউরিয়েট অফ পটাশ ১০ কেজি অথবা ১০ঃ২৬ঃ২৬ সার ২৫ কেজি, ইউরিয়া ২২ কেজি ও সিঙ্গেল সুপার ফসফটে ৩৫ কেজি শেষ চাষের আগে জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে কর্ষণ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। তার পরবর্তীতে চাপান সার হিসাবে বীজ রোপণ করার তিন সপ্তাহ ও ৬ সপ্তাহের মাথায় ইউরিয়া ১৫ কেজি ও পটাশ সার ৫ কেজি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মনে রাখা জরুরি স্থান ভেদে, মাটির উর্বরতার তারতম্যের কারণে রাসায়নিক সারের সুপারিশমাত্রার পার্থক্য হতে পারে। মাটি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে সারের সুষম ব্যবহার একান্তই জরুরি। প্রাথমিক অবস্থায় রোগের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করার জন্য জৈব ছত্রাকনাশক ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি বিঘা প্রতি ৬০০ গ্রাম হারে মাটিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

আজ ২৬ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজী, ৯ জুন ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৫, সৌর ২৭ জৈষ্ঠ্য, চান্দ্র ৩ বামন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ২৬ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১, ভারতীয় সিভিল ১৯ জৈষ্ঠ্য ১৯৪৬, মৈতৈ ৩ ইঙা, আসাম ২৬ জেঠ, মুসলিম ২-জিলহজ্জ-১৪৪৫ হিজরী

রম্ভা তৃতীয়া সূর্য উদয় সকাল ০৪৫৩৫১ এবং অস্ত বিকাল ০৬১৮০৪। চন্দ্র উদয় সকাল ০৭০৮১৪(৯) এবং অস্ত রাত্রি ০৯১২১০(৯)। শুক্ল পক্ষ। তিথি তৃতীয়া ( জয়া) বিকাল ঘ ০৪ঃ৪৩৮ দং ২৮২১৪৫ পর্যন্ত। নক্ষত্র পুনর্বসু রাত্রি ০৯২০৩৭ দং ৪১৬৪২.৫ পর্যন্ত পরে পুষ্যা। করণ গর বিকাল ঘ ০৪১৪৩৮ দং ২৮২১৪৫ পর্যন্ত পরে বণিজ যোগ বৃদ্ধি সন্ধ্যা ঘ ০৬৪৫৫০ দং ৩৪৩৯৪৫ পর্যন্ত পরে ধ্রুব অমৃতযোগ দিন ০৬৪১১০ থেকে - ০৯২২০১ পর্যন্ত, তারপর ১২০২৫২ থেকে - ০২৪৩৪২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬১৮১০ থেকে - ০৭৪২৫৬ পর্যন্ত, তারপর ১০৩২২৮ থেকে - ১২৩৯৩৮ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০৪০৪৫৬ থেকে - ০৫২৪৩৩ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৪৩০৫৬ থেকে - ০৫২৪৩৩ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০২৪৬৪৭ থেকে - ০৩২৯১০ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ০৯৫৫৩১ থেকে - ১১৩৬০৩ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ১১৩৬০৩ থেকে - ০১১৬৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রি ১২৫৫৫১ থেকে - ০২১৫০০ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ১২৫০১৮ (৫) ১ পদ, চন্দ্র ৩৫৫৫৫ (৮) ১ পদ, মঙ্গল ০৩৩৩২১ (১) ২ পদ, বুধ ১২২১৯২১ (৪) ৪ পদ, বৃহস্পতি ১৯৪২৩৩ (৩) ৪ পদ, শুক্র ১২৬৫৩৬ (৫) ২ পদ, শনি ১০২২১৫১৬ (২৫) ১ পদ, রাহু ১১২০২৬৫৪ (২৭) ২ পদ, কেতু ৫ ০২৬৫৪ (১৩) ৪ পদ, লগ্ন বৃষ রাশি সকাল ০৫১৪২৭ পর্যন্ত।

## আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০৬ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৫ শতকরা এবং ৫২ শতকরা। জোয়ার- সকাল ৯টা ৩৭ মিনিট এবং রাত৯টা ২৯ মিনিট হবে। ভাটা- সকাল-৯টা ৩৩ মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ৫৪ মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২১ মিনিটে।

## রাশিফল

**মেষরাশি ঃ** বিদ্যার্থীদের প।।শোনায় নতুন যোগাযোগ আসতে পারে। পেশাগত কিছু সমস্যা থাকলেও সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন।
**বৃষ রাশি ঃ** কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। নতুন যানবাহন কেনার সুযোগ আসবে।
**মিথুন রাশি ঃ** পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায়ই এই দিনটি আর্থিক দিক দিয়ে শুভ। মহিলাদের নতুন চাকরির সুযোগ আসতে পারে।
**কর্কট রাশি ঃ** সপ্তাহের প্রারম্ভে অহেতুক বিবাদের জন্য কর্মস্থানে বিড়ম্বনা। বিদেশে কর্মরত সন্তানের উন্নতিতে মানসিক শান্তি।।
**সিংহ রাশি ঃ** গৃহে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। খাওয়া-দাওয়র ব্যাপারে সাবধানে থাকুন। কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা নানাভাবে বিব্রত করতে পারে।
**কন্যা রাশি ঃ** নতুন কর্মস্থলে সকলকে নিয়ে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন। জাতকের বন্ধুভাব তেমন ভালো নয়।
**তুলারাশি ঃ** চাকরিজীবীদের জন্য সপ্তাহটি শুভ। সমাজসেবা বা রাজনীতির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।
**বৃশ্চিক রাশি ঃ** বড় কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে ভালো করে চিন্তাভাবনা করে নেবেন।
**ধনু রাশি ঃ** আর্থিক ব্যাপারে সতর্ক থাকার চেষ্টা করুন। এই সময় ব্যবসায়ীদের পুরনো পাওনা আদায় হতে পারে। জাতকের কর্মসূত্রে বিদেশ ভ্রমণের যোগ লক্ষ্য করা যায়।
**মকর রাশি ঃ** প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যের সম্ভাবনা। এই সময় তাঁরা নামী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোনীত হতে পারেন।
**কুম্ভ রাশি ঃ** বয়স্ক জাতক-জাতিকারা সমাজসেবার মাধ্যমে সমাজে নিজের পরিচিতি বাড়ান। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য সপ্তাহটি শুভ।
**মীন রাশি ঃ** আপনাকে শুভাশুভ ফল প্রদান করবে। শ্বশুর-শাশুড়ির মধ্যে কেউ একজনের শারীরিক অসুস্থতার জন্য অর্থব্যয় হতে পারে।

# গঙ্গায় তলিয়ে গেল ছাত্র

**দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি , ৯ জুনঃ** ফের বন্ধুদের সাথে গঙ্গায় স্নান করতে উত্তরপাড়ায় পঞ্চাননতলা মন্দির গঙ্গার ঘাট থেকে তলিয়ে নিখোঁজ ক্লাস সেভেনের ছাত্র। পুলিশ সূত্রের খবর রবিবার সকালে বাবা মা কে খেলতে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বের হয় ক্লাস সেভেনের উত্তরপাড়া চিলড্রেনস ওন হোমের ছাত্র প্রিয়াংশু বিশ্বাস, ফুটবল খেলে সাড়ে চারটে নাগাদ গঙ্গায় বন্ধুদের সাথে স্নান করতে নামে,এরপর ছবি তোলা এবং স্নান করার পর হঠাৎই এক বন্ধু লক্ষ করেন প্রিয়ংশু ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে,এরপর এক বন্ধু তাকে বাঁচাতে গেলে সেও ডুবে যাচ্ছিলো,পড়ে প্রিয়াংশু তাদের সামনেই তলিয়ে যায়,এরপর অনেকে গঙ্গায় খোঁজাখুঁজি করলেও কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি,এরপর ঘটনাস্থলে আসে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ,এরপর গঙ্গার ঘাটে এসে প্রিয়াংশুর বাবা কান্নায় ভেঙে পড়েন।বলেন বন্ধুরা একবার ও কেন বারণ করলো না গঙ্গায় নামতে? যদিও এই নিয়ে পর পর উত্তরপাড়ার গঙ্গার ঘাট গুলি থেকে একাধিক জনের ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে যা নিয়ে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ,এরপর গঙ্গার ঘাটে এসে উপস্থিত হন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সারথী গোলদার।

# গোঘাটের সংঘর্ষের ঘটনায় মোট ১৫ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ

**দুরন্ত বার্তা, গোঘাট হুগলি, ৯ জুনঃ** তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছিল গোঘাটের কুমারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুরকুন্ডা এলাকা। পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে দুই পক্ষের মাঝে পড়ে ইটের আঘাতে জখম হয়েছিলেন পুলিশকর্মীরা । গোলমাল থামাতে গিয়ে রক্ত ঝরেছিল উর্দিধারীদের। সেই ঘটনায় স্বতোঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছিল গোঘাট থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতেই দশজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল গোলমালের ঘটনায়। তারপর শনিবার রাতে তৃণমূলের কুমারগঞ্জ অঞ্চল সভাপতি সদরুজ্জা মোল্লা ওরফে রাহুল-সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার রাতে পুলিশি অভিযানে শাসক শিবিরের অঞ্চল সভাপতি ছাড়াও গ্রেফতার করা হয়েছে শেখ খলিল, শেখ সোহেল, শেখ সাবির ও সইদুল ইসলাম। এরা প্রত্যেকেই এলাকায় তৃণমূলের নেতা হিসেবেই পরিচিত।

শনিবার রাতে এক বিশেষ অভিযানে অঞ্চল সভাপতি-সহ পাঁচজনকে পাকড়াও করে পুলিশ। রবিবার অভিযুক্তদের আরামবাগ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে পুলিশের তরফে। পুলিশ সূত্রে খবর, অঞ্চল সভাপতি-সহ দু'জন তৃণমূল কর্মী নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হতে পারে। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাতে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছিল কুমারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুরকুন্ডা এলাকায়। দুই পক্ষেরই বেশ কয়েকজন জখম হয়েছিলেন। এমনকী পুলিশকর্মীরা যখন সেই পরিস্থিতি সামলাতে যান, তখন পুলিশকর্মীরাও আহত হয়েছিলেন দু'পক্ষের ঝামেলার মধ্যে পড়ে। সেদিনের গোলমালের পর তৃণমূল ও বিজেপি একে অপরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছিল। ঝামেলার মধ্যে আট জন পুলিশকর্মী কম-বেশি আহত হয়েছিলেন সেদিনের ঘটনায়। এবার সেই ঘটনায় শুক্রবার ও শনিবার মিলিয়ে মোট ১৫ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

# বাংলাদেশের সাংসদ খুনের তদন্তে ভাঙড়ের বাগজোলা খালে সি আই ডি

**দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ৯ জুনঃ** বাংলাদেশের সাংসদ খুনের তদন্তে রবিবার সারাদিন বাগজোলা খালে তল্লাশি চালালো তদন্তকারী আধিকারিকরা। সিআইডির হাতে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে বাংলাদেশের সাংসদ খুনের ঘটনায় জড়িত থাকা অন্যতম অভিযুক্ত সিয়াম হোসেন। সাংসদ খুনের পর দেহ লোপাট-সহ তথ্য প্রমাণ গায়েবের ঘটনায় যুক্ত ছিল সিয়াম হোসেন। আর এই সিয়াম হোসেনকে গ্রেফতারির পরেই বড় সাফল্য পেল সিআইডি। বাংলাদেশের সাংসদ খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সিয়ামকে গ্রেফতার করার পরই রবিবার বাগজোলা খাল এলাকায় এনে তল্লাশি করেন সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী আধিকারিকরা। ডিএমজির সদস্য এবং ভারতীয় নৌ সেনাদের সঙ্গে নিয়ে এদিন সিআইডির তদন্তকারী সদস্যরা ভাঙড়ের বাগজোলা খালের কৃষ্ণমাটি এলাকায় আসেন। এলাকা সনাক্ত করনের পরেই ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালানো শুরু হয়।রবিবার বাগজোলা খালে তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া গিয়েছে মানব দেহের হাড়। তদন্তকারী দলের অনুমান, হাড়টি বাংলাদেশের মৃত সাংসদের।

শুক্রবার গ্রেফতারির পর থেকেই সিয়ামকে দফায় দফায় জেরা করা হয়েছে। তারপর রবিবার অভিযুক্ত সিয়ামকে নিয়ে বাগজোলা খালে তল্লাশিতে যায় সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী দল। ডাকা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও নৌসেনাকে ও।সংসদ খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যে মূল অভিযুক্ত-সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দফায় দফায় একাধিকবার ভাঙরের এই বাগজোলা খাল এলাকায় তাদেরকে নিয়ে এসে তল্লাশি চালালেও এতদিন পর্যন্ত বাগজোলা খাল থেকে সংসদের কোন দেহাংশ পাওয়া যায়নি। তবে

রবিবার বাগজোলা খালে তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া গেল মানব দেহের হাড়। সিয়ামকে জেরা করে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু তথ্য এসেছে তদন্তকারী অফিসারদের হাতে। সেই সূত্র ধরেই ভাঙড়ের কৃষ্ণমাটি এলাকায় বাগজোলা খালের একটি অংশকে চিহ্নিত করেন সিআইডির অফিসাররা। সেই মতো রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় তল্লাশি। বাংলাদেশের সাংসদ খুনের মাস্টারমাইন্ডের খোঁজ মিলল, হানিট্র্যাপে ফাঁসিয়েছিল এই বন্ধুই বাংলাদেশের সাংসদ মহম্মদ আনোয়ারুউল আজিমকে শ্বাসরোধ করে হত্যা, টুকরো করা হয় দেহ। কলকাতায় বাংলাদেশের সাংসদ খুনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্যসিআইডির তরফে ও জানানো হয়েছে, সিয়াম হোসেনের বয়ানের ভিত্তিতে উত্তর কাশীপুর এলাকায় খালের থেকে হাড় পাওয়া গিয়েছে। যেটা বাংলাদেশের মৃত সাংসদের বলে অনুমান করা হচ্ছে। তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে। উল্লেখ্য, এর আগে নিউটাউনের ওই আবাসনের সেফটি ট্যাঙ্ক থেকে প্রায় ৪ কেজি ওজনের নর মাংসের খোঁজ পেয়েছিলেন তদন্তকারী অফিসাররা।

এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের ঝিনাইদহের সাংসদকে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে খুনের পর হাড় মাংস আলাদা করা হয়। তারপরপ্যাকেট বন্দি করে সেগুলি নিয়ে যাওয়া হয়ে ছিল ভাঙড়ের উত্তর কাশীপুর থানা এলাকায়। পরে,প্যাকেট থেকে বের করে হাড়-মাংস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বাগজোলা খালে। এই ঘটনায় শুক্রবার রাতে বনগাঁ থেকে গ্রেফতার করা হয় সাংসদ খুনে অন্যতম অভিযুক্ত সিয়াম কে। আর এই ভাবে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তদন্তকারী আধিকারিকরা।

# হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে উদ্ধার চারটি তাজা বোমা, এলাকায় উত্তেজনা

**দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ জুনঃ** হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের মুন্সিরহাট বিডিও অফিস সংলগ্ন পুরাতন গোডাউন ধার থেকে রবিবার দুপুরে উদ্ধার হয় চারটি তাজা বোমা। এদিন দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ বিডিও অফিসের সামনে থেকে তৃণমূলের বিজয় মিছিল হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই উদ্ধার হয় ওই বোমাগুলি। যা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে জগৎবল্লভপুর এলাকায়। সেগুলি উদ্ধার করে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। কে বা কারা এই ঘটনায় যুক্ত পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে। জগৎবল্লভপুর আইএনটিটিইউসির সভাপতি তপন চট্টোপাধ্যায় বলেন, অঙ্কুরহাটির বিভিন্ন জায়গায় এদিন বিজয় মিছিল ছিল। বিডিও অফিসের সামনে পার্টি অফিস থেকে বিজয় মিছিল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আড়াইটের সময় দলের ছেলেরা এসে দেখতে পায় সকেটে বোমা পড়ে আছে। তা উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে জগৎবল্লভপুত থানার পুলিশ। এটা মুন্সিরহাট বিডিও সংলগ্ন পুরাতন গোডাউন। আমাদের অনুমান বিজেপি এবং আইএসএফ মিলে মিছিল বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং এলাকা গরম করার জন্য এই বোমা এখানে মজুত করেছিল। আমাদের মনে হয় মিছিল শুরু হলে বোমা ফেলে আমাদের নামে দোষ দেওয়ার চক্রান্ত করার জন্য এমন করা হয়েছে। দলের বদনাম করার চক্রান্ত করা হয়েছে। নির্বাচন চলাকালীন এই এলাকায় কোনও অশান্তি হয়নি। শান্তিতে আমরা নির্বাচন করিয়েছি এবং জিতিয়েছি। আজ এসে দেখি ৪টে বোমা পড়ে রয়েছে। এই ঘটনার পর প্রশাসনকে জানানো হয়। প্রশাসন তার কাজ করছে। যে সব দল নির্বাচনের ১০ দিন আগে ঝান্ডা লাগায় এবং বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে তারাই আতঙ্কে থাকবে।

> **অঙ্কুরহাটির বিভিন্ন জায়গায় এদিন বিজয় মিছিল ছিল। বিডিও অফিসের সামনে পার্টি অফিস থেকে বিজয় মিছিল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আড়াইটের সময় দলের ছেলেরা এসে দেখতে পায় সকেটে বোমা পড়ে আছে।**
>
> **- আইএনটিটিইউসির সভাপতি তপন চট্টোপাধ্যায়**

### বাঁশবেড়িয়ায় তৃণমূলের খারাপ ফল

# পুরসভা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা নেতৃত্বকে দায়ী করলেন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অমিত ঘোষ

**দুরন্ত বার্তা, বাঁশবেড়িয়া হুগলি, ৯ জুনঃ** লোকসভা ভোটে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতেছেন ঠিকই। কিন্তু তারপরও স্বস্তি নেই শাসকশিবিরে। ভোটের কাজ থেকে সরিয়ে রাখার অভিযোগ তুলে বাঁশবেড়িয়ার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধিদের ঘেরাও করে রাখা হয় প্রায় ১০ ঘণ্টা। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি অমিত ঘোষ। দলবল নিয়ে তিনিই এদিন পুরপ্রধান আদিত্য নিয়োগীর বিরুদ্ধে সরব হন। লোকসভা নির্বাচনে হুগলি কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ী হলেও চুঁচুড়া সপ্তগ্রাম এবং বলাগড় বিধানসভায় জিততে পারেননি। সপ্তগ্রাম বিধানসভার বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ২২টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৯টিতে ১১ হাজারের বেশি ভোটে হেরেছে তৃণমূল। ওয়ার্ডগুলিতে তৃণমূলের খারাপ ফলের জন্য পুরসভা পরিচালনার দায়িত্বে থাকা নেতৃত্বকে দায়ী করেন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর অমিত ঘোষ। অমিতের অভিযোগ, পুরসভা ভোটের পর থেকেই অমিত ঘোষকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে দল। তাঁর থেকে ওয়ার্ড অফিসের চাবি নিয়ে নেন চেয়ারম্যান। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পরিষেবা দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয় ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে। এ নিয়ে অশান্তি চলছিলই। এদিন সেই অশান্তিই চরমে ওঠে। পরে বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত ও জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁইনের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ ওঠে। অমিত ঘোষ বলেন, জেলা সভাপতি ও বিধায়ক এক সপ্তাহ সময় নিয়েছেন। আলোচনার মধ্যে সমস্যা মিটবে। আগামিদিনে সকলে মিলে কাজ করবেন বলেই জানান তিনি। অমিত ঘোষের বক্তব্য, নাগরিক পরিষেবা দিতে পারছিলেন না বলেই সরব হয়েছিলেন। বলেন, ''আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক। তাঁদের নেতৃত্বে আমি সবরকমভাবেই দলের কাজ করব।

# আলিপুরদুয়ারে শুরু হলো মাহুত ও পাতাওয়ালার পাঁচ দিনের শিবির

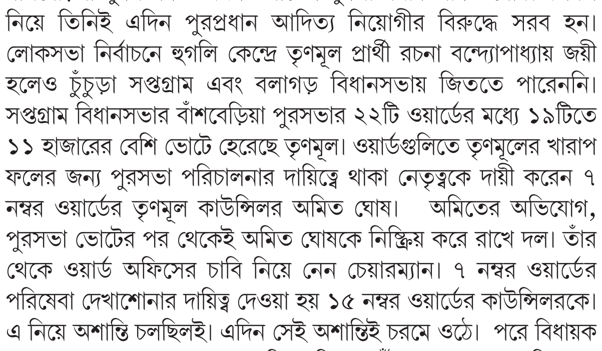

**আলিপুরদুয়ার, ৯ জুনঃ** মাহুত (হাতি পরিচালনাকারী) এবং পাটাওয়ালা (যে ব্যক্তি পশুখাদ্য সংগ্রহ করে এবং হাতিদের খাওয়ায়) জন্য একটি পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির আজ জেলার হলং পিলখানায় শুরু হয়েছে। পদ্মশ্রী পার্বতী বড়ুয়া আগামী পাঁচ দিন মাহুত ও পাতাওয়ালাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেবেন।প্রতি বছরের মতো এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বন্দী হাতি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে তাদের চিকিৎসা ও কল্যাণ। প্রদত্ত যে হাতি আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ২৪ জন হাতি হ্যান্ডলার সরাসরি এই প্রশিক্ষণ থেকে উপকৃত হবে। আয়োজক সংস্থার তরফে জানানো হয়, সারা বছর ধরে সময়ে সময়ে এই ধরনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে যাতে সমস্ত মাহুত ও পাতাওয়ালারা হাতি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তথ্য পেতে পারেন।

# মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা, আহত দুই শিশু সহ বেশ কয়েকজন

**দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৯ জুনঃ** শনিবার রাতে মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা, আহত দুই শিশু সহ একাধিক ভর্তি হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে মন্দিরবাজার থানার কারবালা পেট্রোল পাম্পের কাছে। দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর ভাবে আহত হয় দুটি শিশু সহ একাধিক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,মন্দিরবাজার থেকে সাউথ বিষ্ণুপুর গামী একটি মোটরবাইক ও সাউথ বিষ্ণুপুর থেকে মন্দিরবাজার গামী অপর একটি মোটরবাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।আর রাস্তার পাশে থাকা দুটি শিশু এতে গুরুতর আহত হয়।তাছাড়া আরও দুজন পথচারী ও আহত হন।স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করায়। সেখানে রবিবার ও তাদের চিকিৎসা চলছে।এব্যাপারে এক বাইক চালক রাহুল রায় বলেন, তিনি সঠিক ভাবে তার সাইট ধরে আসছিলেন কিন্তু হঠাৎ ই ওপর দিক থেকে একটি বাইক সামনে এসে তাকে ধাক্কা মারে।আর তাতেই দুই বাইক চালক সহ তিনজন বাইক আরোহী আহত হয়। দুই বাইক আরোহী হলো রাহুল রায়,বাড়ি মন্দিরবাজার থানার লক্ষ্মীকান্তপুরে এবং আনিসুর রহমান মোল্লা,বাড়ি মন্দিরবাজার থানার বংশিধরপুরে।আনিসুর মন্দিরবাজর থানার সিভিক ভলেনটিয়ারে কর্মরত।তবে দুজন বাইক চালকই হেলমেটহীন ছিলো।ঘটনার খবর পেয়ে মন্দিরবাজার থানার পুলিশ এসে গাড়ি সহ দুই মোটরবাইক চালককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

# ভোট পর্ব মিটে গেলেও স্কুল গুলো নোংরা হয়ে পড়ে আছে বলে অভিযোগ রাজ্যের প্রধান শিক্ষক সংগঠনের

**দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৯ জুনঃ** ভোটপর্ব মিটে গেলেও এখনো বহু স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে ভোট পরবর্তী হিংসার কারনে। আর এই বাহিনীর থাকা স্কুলগুলো যেন নরক গুলজার। আর স্কুল খুললে পঠনপাঠন নিয়ে চিন্তায় শিক্ষকেরা। স্কুল চত্বর গুলিতে গেলেই দেখা মিলছে চার দিকে খাবার ও খাবারের প্যাকেট পড়ে আছে। ক্লাসরুমে বেঞ্চ ভাঙা, আবর্জনায় ভর্তি। খারাপ হয়ে গিয়েছে পানীয় জলের কল,পাখা সহ অন্যান্য ইলেকট্রিক সামগ্রী। ভোটপর্বে ব্যবহার করা হয়েছিল একাধিক স্কুল। কিন্তু সেই ভোটপর্ব মিটেগেলেও এখনও নির্বাচনী প্রয়োজনে গড়ে তোলা পরিকাঠামো সরানো হয়নি বহু স্কুল থেকে। ফলে

স্কুল খুললে পঠনপাঠন কীভাবে চলবে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। নির্বাচন মেটার পর এমনই পরিস্থিতি ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া অনেক স্কুলের। কোনও কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ অবশ্য নিজেরাই পরিস্কার করে নিয়েছেন। যে সব স্কুলে শুধু ভোটগ্রহণ কেন্দ্র হয়েছিল সেখানকার পরিস্থিতি তুলনায় ভাল। তবে ভোটের জন্য যে সব স্কুলে দীর্ঘ দিন কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল, কিংবা যেখানে গণনা কেন্দ্র করা হয়েছিল তাদের পরিস্থিতি রীতিমতো বেহাল। এই নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাজ্যের প্রধান শিক্ষক সংগঠণের সম্পাদক চন্দন কুমার মাইতি। তিনি বলেন, রাজ্যের একাধিক জায়গা থেকে স্কুলের বেহাল অবস্থার খবর আসছে। নিজের কৃষ্ণচন্দ্রপুর স্কুল চত্বরের পরিস্থিতিও খুব একটা ভাল নয়।কারণ এই স্কুলে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের গণনা কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছিলো। তাই প্রশাসনকে বলব দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য। নির্বাচন পর্ব মিটে গেছে এবার স্কুল গুলোকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক।

# মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ছেলেমেয়েদের আত্মরক্ষার্থে রিষড়ার দাঁ বাড়ীতে সারা বাংলা ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা

**দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি, ৯ জুনঃ** মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় ছেলেমেয়েদের নিজেদের আত্মরক্ষার্থে ৩৬ তম সারা বাংলা আমন্ত্রণমূলক রে শতকান ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪ এর উদ্যোগে বিশিষ্ট ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা রিষড়ার দা বাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে সহযোগিতায় ছিল শতকান ক্যারাটে কাপ মার্শাল আর্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল, মার্শাল আর্টস-ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া। সমগ্র প্রতিযোগিতাটি পরিচালনায় ছিলেন প্রশিক্ষক কোশি, রঞ্জন কুমার মন্ডল। সকাল থেকে সারা বাংলা ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা হয়। মোট ২০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

রাজ্যের প্রায় সব জেলা থেকে প্রতিযোগিতায় আসেন ছোট থেকে বড় সব প্রতিযোগীরা। এখানে বিশিষ্ট শিহান শর্মিলা পাল এবং বিশিষ্ট ক্যারাটে প্রশিক্ষক কোশী রঞ্জন কুমার মন্ডল উপস্থিত ছিলেন। জুনিয়র সিনিয়র বিভাগে মার্শাল আর্টের কাতা ও কুমেত এই দুই নামে কৌশলের প্রদর্শন করেন প্রতিযোগীরা। প্রতিযোগিতায় ছয় রকম কৌশল দেখানো হয়। সিঙ্গেল ইভেন্ট প্রতিযোগিতায়ও অংশগ্রহণ করেন। শেষে চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নের লড়াই জমে উঠেছিল । ভারত বিখ্যাত শিক্ষক রঞ্জন কুমার মন্ডল জানালেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ছেলেমেয়েরা অনেক উন্নতি করেছে। আমি চাই ছাত্রছাত্রীরা ক্যারাটে শিখে নিজেদের আত্মরক্ষা করুক ও তারা দেশের নাম উজ্জ্বল করুক বিশ্বের দরবারে। প্রতিটি ঘরে ঘরে ক্যারাটে পৌঁছে দিতে চাই।

রাজ্য সরকার অনেক সহযোগিতা করেছেন। ক্যারাটেতে উন্নতি হচ্ছে। ক্রমশ আমাদের রাজ্যে স্কুলে স্কুলে ক্যারাটে ছড়িয়ে পড়ুক রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করি। অভিভাবক রাও এগিয়ে আসছেন তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ক্যারাটে শেখাতে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিষড়া পৌরসভার পৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা, রিষড়া থানার অফিসার ইনচার্জ, ক্যারাটে প্রশিক্ষক গণের মধ্যে রঞ্জন কুমার মন্ডল এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিহান শর্মিলা পাল, সুব্রত মন্ডল, রিষড়া পৌরসভার কাউন্সিলার কৌশিক মুখার্জি , কাউন্সিলর হর্স প্রসাদ ব্যানার্জি, বিশিষ্ট সমাজসেবক ডাক্তার নীহার দাঁ, সমাজ সেবক ডাক্তার স্নেহাংশু ব্যানার্জি,হুগলি এবং হাওড়া জেলার ক্যারাটে এসোসিয়েশনের লোকজন সহ বিশিষ্টজনেরা। প্রতিযোগিতা দেখতে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়।

# ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে

**দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ জুনঃ** মাত্র সাত দিন আগেই এক বৃদ্ধার গলার সোনার হার ছিনতাইয়ের পর রবিবার ফের ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে। রবিবার এক বৃদ্ধের গলা থেকে হার ছিনতাই করে পালায় দুষ্কৃতীরা। জগৎবল্লভপুর থানার পাতিহাল এলাকায় ওই ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, লক্ষ্মীকান্ত দাস নামের এক বৃদ্ধ সকালে তাঁর দোকান খুলেছিলেন। বাইকে করে দুই যুবক এসে তাঁর থেকে তেল চায়। এরপর তেল কেনার অছিলায় বৃদ্ধের গলা থেকে হার ছিনতাই করে পালায় দুষ্কৃতীরা।

সেই ছবি ধরা পড়ে দোকানের সিসিটিভিতে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। দুষ্কৃতীরা এখনো অধরা। এই ছিনতাই প্রসঙ্গে লক্ষ্মীকান্ত দাস বলেন, আমি কাজ করছিলাম। তখন ২ জন বাইকে করে এলো। এদের মধ্যে ১ জন বাইক থেকে নেমে এসে হাফ লিটার তেল চায়। যখন তেল দিতে যাচ্ছিলাম তখন বাইকে যে ছিল সে গাড়ি স্টার্ট দিল। অন্যজন তেল নেওয়ার অছিলায় আমার গলা থেকে লকেট সহ আধ ভরি সোনার হার ছিনিয়ে নিয়ে বাইকে করে চম্পট দেয়। ওরা কেউ পরিচিত নয়।

# বিজেপি কর্মীর বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ

**দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৯ জুনঃ** নন্দীগ্রামের টাকাপুরায় বিজেপি কর্মীর বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ।বিস্ফোরণে জখম তিনজন। তারা হলেন গোকুল বেরা,শুভাশিস গায়েন ও তপন ঢালি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নন্দীগ্রাম ২ ব্লকের টাকাপুরা এলাকায় গোকুল বেরার ছোট একটি মাটির বাড়িতে ১৫-২০ জন বোমা বাঁধছিল। আচমকাই কয়েকটি বোমা ফেটে যায়। এরপর চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে আহত তিন জনকে তড়িঘড়ি করে এলাকা থেকে বের করে কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তৃণমূলের অভিযোগ, এলাকায়, অশান্তি পাকানোর জন্য বিজেপির লোকেরা বোমা বানাচ্ছিল। অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির দাবি, তৃনমূলের লোকেরা জোর করে বিজেপির বাড়িতে বোমা মজুত করে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিজেপির নামে বদনাম করার চেষ্টা করছে।

# আস্ত ছবি গ্রাম কালিকাপুরে

**দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৯ জুনঃ** এক আস্ত ছবি গ্রাম। যেখানে ছবিই কথা বলে। আদিবাসী গ্রামের দেওয়ালে রং তুলিতে আঁকা লতা পাতা গাছ গাছালি চোখ জুড়িয়ে যায়। মাটির ঘরের দেওয়ালই ক্যানভাস। রবিবার সকাল সাতটি থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলে দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি আঁকা। চল্লিশ জন আদিবাসী বাচ্চারা এই ছবি আঁকায় অংশ গ্রহণ করে। সব মিলিয়ে এই অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা একশোর বেশি। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে দশজন গাইড শিল্পী ছিলেন এই কচিকাচাদের সঙ্গে। তবে শুধু কচিকাচা নয়, বিভিন্ন বয়সের মানুষও এই ছবি আঁকায় অংশ গ্রহণ করেন। এই একদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা রাজীব বার্মা, তাঁর স্ত্রী তথা জয়া ভাদুরীর বোন রীতা ভাদুরী এবং প্রদীপ ভট্টাচার্যের মতো বড়ো মাপের নাট্য ব্যক্তিত্ব। বোলপুর মহকুমার চৌহট্টা মহোদরী এক নম্বর পঞ্চায়েতের অধীন কালিকাপুর আদিবাসী গ্রাম। বক্রেশ্বর নদীর ধারে তেরো বিঘা জমিতে গড়ে উঠেছে গুরুকুল নাট্য আশ্রম। বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর উদ্যোগে সেখানে কোভিড সময় থেকে চলছে বাচ্চাদের স্কুল। সেখানে সত্তর জন আদিবাসী বাচ্চারা পড়াশোনা ছাড়াও, নাচ, গান ও অঙ্কন শেখে। গুরুকুল নাট্য আশ্রমের জায়গা। অনুষ্ঠান করছে বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী। তেরো বিঘা জায়গা জুড়ে এই নাট্য আশ্রম। সেখানে চাষ বাস করে ছাত্ররাই। শুধু তাই নয়, এখানে নাটকের ওয়ার্কশপ হয়। ইতালি থেকে জুলিয়ার দলও ওয়ার্কশপ করেছেন এই নাট্য আশ্রমে। আদিবাসী নাট্যগ্রামে আদিবাসী ঘরাণায় ঘর, প্রকৃতি যেন নাটকের জীবন্ত এক চলমান ব্যাকড্রপ সিন। বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর কর্ণধার উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় এই একদিনের তুলি রং দিয়ে প্রকৃতিতে আঁকড়ে ধরার নির্দেশক। উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় বলেন, নাটক একটি মিশ্র কলা। সংস্কৃতির সমাহার। তাই শুধু নাটক নয়। আছে সঙ্গীত, নৃত্য, অঙ্কন - সবটা মিলে একটা ছবি। তাই এই ছবি আঁকা। এখন দেওয়ালে ছবি আঁকা আমরা শিখেছি আদিবাসীদের কাছ থেকেই। তাদেরই রীতিতে সেটাকেই আবার নতুন করে চেষ্টা করলাম। সবাই খুব খুশি। সৌমিক রায়, এই গুরুকুল নাট্য আশ্রমের ছাত্র। সে জানায়, রবিবারে এমনিতেই সংস্কৃতির ক্লাস থাকে আমাদের। আজ গোটা দিন খুব সুন্দর আমরা সবাই একসাথে দিন কাটালাম। আমরা বানালাম ছবি গ্রাম।

# হাওড়ার জয়পুর থানার অমরাগোড়ীতে উদ্বোধন হলো ১০০শয্যার বেসরকারি হাসপাতাল

**দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৯ জুনঃ** রবিবার হাওড়া জেলার শেষ প্রান্তে অমরাগোড়ীতে হাওড়া জেলার জয়পুর, উদয়নারায়নপুর, জগদবল্লভপুর ও হুগলী জেলার খানাকুল এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের পরিষেবার জন্য নূন্যতম খরচে পরিষেবা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নার্সিংহোমের মালিক শ্রীকান্ত মন্ডল। উল্লেখ্য এলাকায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের পরিষেবা পেতে মানূষকে যেতে হয় কলকাতার বিভিন্ন স্থানে,যেটা অনেক সময় সাপেক্ষ,তাই নুন্যতম খরচে সমস্ত পরিষেবা অমরাগোড়িতে ১০০ শয্যার হাসপাতালের পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে বলে জানান কর্ণধার শ্রীকান্ত মন্ডল ও হবু ডাঃ শুভজিৎ মন্ডল। তিনি আরো বলেন প্রত্যন্ত গ্রামীন এলাকায় সময়মতো নার্সিং পরিষেবা মোটেও ঠিকমতো পাওয়া যায় না,

তাই তিনি এলাকায় আগামী দিনে একটি নার্সিং কলেজ করতে চান বলে জানান নার্সিংহোম উদ্বোধন করে আমার বিধায়ক সুকান্ত পাল বলেন দামোদর নদের পশ্চিম প্রান্তে হাওড়া জেলার এবং হুগলী জেলার বেশ কিছু এলাকার মানুষের পরিষেবার জন্য নূন্যতম খরচে আগামী দিনে তারা ক্লিনিক এন্ড হসপিটালের পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে বলে তিনি আশাবাদী, অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উদয়নারায়নপুরের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা, জয়পুর পঞ্চানন কলেজের অধ্যক্ষ ড. সৌমিত্র কুমার সরকার প্রমুখ।

# কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী সেবা মঠে বিনাব্যায়ে চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং চশমা বিতরণ

**দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি, ৯ জুনঃ** স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর রাজ রাজেশ্বরী সেবা মঠে শ্রী রাজ রাজেশ্বরী সেবা ট্রাস্ট এবং নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা এবং চশমা বিতরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সাথে বিনা পয়সায় সকলকে ওষুধ এবং চশমা প্রদান করা হয়। রাজ রাজেশ্বরী মন্দিরের উপপ্রধান পুরোহিত শ্রীধর দ্বীবেদী বলেন, চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘ সংস্থার ডাক্তার বাবুরা।

শ্রী রাজ রাজেশ্বরী সেবা ট্রাস্ট এবং নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘের পক্ষে বিজয় দামানি বলেন, মোট ৫০০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। তারমধ্যে ৪০০ জনকে চশমা প্রদান করা হয়।রাজরাজেশ্বরী সেবা ট্রাস্ট এবং নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘের

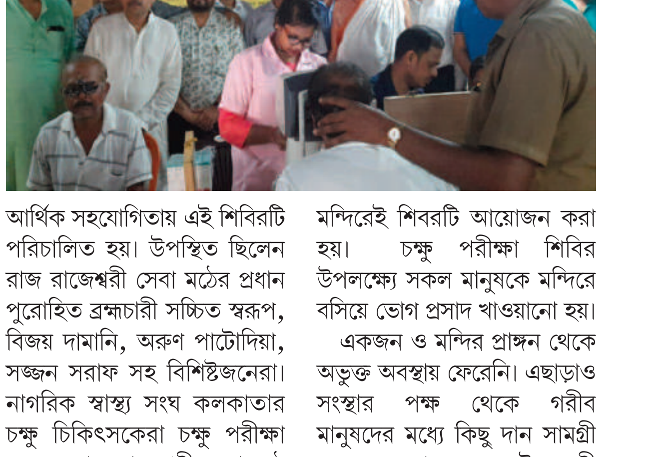

আর্থিক সহযোগিতায় এই শিবিরটি পরিচালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ রাজেশ্বরী সেবা মঠের প্রধান পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচ্চিত স্বরূপ, বিজয় দামানি, অরুণ পাটোদিয়া, সজ্জন সরাফ সহ বিশিষ্টজনেরা। নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘ কলকাতার চক্ষু চিকিৎসকেরা চক্ষু পরীক্ষা করেন। রাজ রাজেশ্বরী সেবা মঠে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। এই মন্দিরেই শিবরটি আয়োজন করা হয়। চক্ষু পরীক্ষা শিবির উপলক্ষ্যে সকল মানুষকে মন্দিরে বসিয়ে ভোগ প্রসাদ খাওয়ানো হয়।

একজন ও মন্দির প্রাঙ্গন থেকে অভুক্ত অবস্থায় ফেরেনি। এছাড়াও সংস্থার পক্ষ থেকে গরীব মানুষদের মধ্যে কিছু দান সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই মহতী অনুষ্ঠান সকলের নজর কাড়ে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৯০ সংখ্যা, সোমবার, ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

## ইতিহাসবিদ রমিলা থাপার

ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার মনে করেন, ইতিহাসের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক আর আফিমের সঙ্গে হেরোইনের আসক্তির সম্পর্কটা একই রকম। এর হাত থেকে ইতিহাসকে রক্ষা করতে হবে। নাহলে কিন্তু ইতিহাস স্বাধীন রচনা তার পথ ধরে এগোতে পারবে না। ইতিহাস রচনায় স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারোর মতকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে ইতিহাস সেখানে বিকৃত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা। বহু রাজনীতিবিদের জাতীয়তাবাদের ধুয়ো তুলে নতুন করে ইতিহাস লেখার কথা বলছে। সেটা করতে গেলে ইতিহাস আর ইতিহাস থাকবে না। সেটা তখন ব্যক্তিগত মতে পরিণত হবে। মনে রাখতে হবে যে ঔরঙ্গজেব ধর্মীয় নীতিকে সামনে রেখে তিনি বিশাল মোঘল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু তারপরে তিনি আবার মোঘল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ হয়ে দেখা দিলেন। ইতিহাসের পাতায় সেকথা লিখিত আকারে রয়েছে। মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হিসাবে ঔরঙ্গদেবকে দায়ী করা হয়ে থাকে। তিনি ইসলাম ধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত হলেও তাঁর সমালোচনা করতে ইতিহাস কুণ্ঠাবোধ করেনি। ইতিহাসের পাতায় মোঘল গুরুত্ব পেয়েছে আর মৌর্য-চোল-গুপ্ত সাম্রাজ্য উপক্ষেতি হয়েছে বলে আবার নতুন করে ইতিহাস লেখার প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু ইতিহাস যা সত্য তাকে প্রকাশ করে থাকে। তা নিয়েই আলোচনা করা হয়ে থাকে বইয়ের পাতায়। ইতিহাস নিজের ইচ্ছা মতো লেখা হয় না। বিভিন্ন ইতিহাসবিদেরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোন দিয়ে ইতিহাস রচনা করে থাকেন। ইতিহাসের ঘটনাকে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করা হয় এবং বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার বলেছেন, স্কুলে যেসব ইতিহাস পড়ানো হবে তা কিন্তু তথ্যপ্রমাণভিত্তিক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কল্পনার ওপরে ভর করে কোনও সময়ে ইতিহাস রচনা করা যায় না। তা করতে গেলে ইতিহাস গল্পকাহিনীতে পরিণত হতে থাকবে। সেটা দেশের ইতিহাস চর্চার পক্ষে খুবই মারাত্মক আকার ধারন করবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক রোমিলা থাপার মনে করেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে যে জাতীয়তাবাদ সারা দেশে সাড়া ফেলে দিয়েছিল তখন সবাইকে এক ভারতীয় হিসাবে পরিচিত করে। তার মধ্যে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভাজনকারী জাতীয়তাবাদের বিস্তর ফারাক রয়েছে। সেই সময়ে ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ ছিল। হিন্দু মুসলমান দুই জাতীয়তাবাদ দেশকে ভাগ করেছে। ভারত ভাগ হওয়ার কোনও কথাই ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার ব্যাপারে দেশ যত বেশি করে এগিয়ে আসতে শুরু করলো ততই হিন্দু মুসলমান জাতীয়তাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করলো। তার ফলে পাকিস্তান এবং ভারত সৃষ্টি হল। এখন

## ভারতসেরা অর্থনীতি শিক্ষক

সামান্য কয়েকজন অর্থনীতির শিক্ষকের এবং তাঁদের বর্তমান অবস্থিতির কথা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরে অগণিত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যবস্থা। এই সামান্য পরিসরে কেবলমাত্র দশজন অর্থনীতিবিদ-শিক্ষককে পাঠক এবং জসাধারনের কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। তার মধ্য থেকেই তাঁদের এখানে নিয়ে আসছি। এঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই বয়োজ্যষ্ঠ এবং ছাত্র জীবনের 'মাষ্টার মশাই'। তিনি হলেন অধ্যক্ষ ডঃ সুব্রত গুপ্ত। ওঁর সম্পর্কে ইতিপূর্বে অল্প লেখা এখানে তুলে ধরেছি। সব থেকে শেষের কথা হ'ল এই সব শিক্ষাবিদদের সম্পর্কে কোন আলোচনা করব না। এঁদের বহু কৃতি ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা এবং গবেষণামূলক গ্রন্থ অর্থনীতির বহু দূরুহ তত্বের বিশ্লেষণ শিক্ষা মহলে যথেষ্ট পরিচিত। অর্থনীতির শিক্ষক অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্য্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ সালে। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম অর্থনীতিতে এম.এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন অন্যান্য আরও যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। ছাত্রাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সৌরীনবাবুর সঙ্গে দেখতাম কাঁধে একটা শান্তিনিকেতনি ব্যাগ। সেই সময় যতদূর মনে পড়ে প্যান্ট ও ফুল সার্ট পড়তেন। লাইব্রেরি থেকে ফেরার সময় একটা ছোট নালা ছিল। সৌরীনবাবু ছিলেন ওই বশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রতিষ্ঠা তহেডদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের অতি প্রিয় ছাত্র। কিছুদিন আগে কটি পত্রিকায় অধ্যাপক সেনের একটা লেখায় প্রকাশ হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে বহু বিদ্দাদ্ধ শিক্ষকের দ্বারা বিভিন্ন বিভাগের কাজ শুরু হয়। প্রবাদপ্রতিম ইতিহাসের অধ্যাপক সুশোভন সরকার বাংলায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব বসু ছাড়াও অন্যান্য বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষকদের নিয়ে ডঃ ত্রিগুণা সেন গোড়াপত্তন করেছিলেন বিশ্ব বিদ্যালয়ের ত আর্টস ও সায়েন্স বিভাগ। অর্থনীতির কয়েকজন অর্থনীতির শিক্ষক বিভাগে অমর্ত্য সেন ছাড়াও ছিলেন ডঃ হৃষিকেষ ব্যানার্জী, ডঃ অম্বিকা ঘোষ, অধ্যাপক প্রভাত সর্বাধিকারী, অধ্যাপক অজিত দাশগুপ্ত ও ওঁর স্ত্রী শিপ্রা দাশগুপ্ত,অধ্যাপিকা অনিতা ব্যানার্জী, অধ্যাপক কানন মজুমদার প্রমুখ। পরবর্তী সময়ে সৌরীন বাবুও এই বিভাগে অধ্যাপনা করেন। তখন ছিলেন প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্তী হেডদ। সৌরীনবাবুর প্রত্যক্ষ আলাপ ছিল না কিন্তু সহপাঠি ডঃ কৃষ্ণদাস সরকারের সঙ্গে ছিল ভালই আলাপ। দীর্ঘ প্রায় দুই দশক পরে বঙ্গীয় অর্থনীতি পরিষদের বিভিন্ন আলোচনা ও সম্মেলনে সৌরীন বাবুর কথা আলোচনা করা হ'ত।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন। তিনি কোনও সময়ে পরাজিত হন না। মাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। ভক্তি করতে হবে। মায়ের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথকে প্রস্তুত করতে হবে। যিনি যত বেশি মাতৃভক্ত তিনি তত বেশি মহান। তিনি তত বেশি বিশ্ব সেরা। তিনি কারোকে ভয় পান না। তার দেহের মধ্যে এমন একটি শক্তি থাকে যা দিয়ে অনায়সে সে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে।

## ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মা'ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যান সবাইকে। তিনি জ্ঞানের আলো দিয়ে থাকেন। অন্ধকার দূর করেন। মা সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তাঁর শক্তি যারা গরহণ করেছেন সেই সব ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হতে দেন না। সবার আগে ভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। ভক্তিই শক্তিকে নিয়ে আসবে কাছে। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

# 'ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বিজ্ঞান চর্চার প্রথম সাক্ষাৎ 'প্রোফেশর শঙ্কু'র 'ব্যোমযাত্রী ডায়রি'তে

**রবীন্দ্র কুমার শীল**

কবি সুকুমার রায়ের ছেলে সত্যজিৎ রায় যে বিজ্ঞান ভক্ত হবেন সেটা আর না বলাই ভালো। পিতার ঠাকুরদার রক্ত তাঁর ধমনীতে বইছে। সত্যটিৎ রায় শিল্প নিয়ে শান্তিনিকেতন পড়াশুনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্শীবাদ লাভ করেছেন। সত্যজিৎ রায় যখন শান্তিনিকেতনে ছাত্র ছিলেন তখন সেখানে শিক্ষক হিসাবে উপস্থিত নন্দলাল বোস, অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্ধ শিল্পী বিনোদ বিহারী। বিনোদ বিহারীকে কলাভবনে ছাত্র করার আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরোধে বিনোদ বিহারীকে ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করে নেন নন্দলাল বোস। কবি সুকুমার রায় বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তিনি ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যায়ন করেছেন। ফলে তাঁর কবিতা, বহু গল্পে বা প্রবন্ধে বিজ্ঞানের চিত্র ধরা পড়েছে। কিন্তু সত্যজিৎ রায় বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়েননি। তাহলে তিনি কি করে এত সুন্দর বিজ্ঞান নিয়ে গল্প রচনা করতে পারলেন? তিনি যেরকমভাবে কল্প বিজ্ঞান রচনা করেছেন বাংলায় তা আর কোনও লেখকের পক্ষে সহজ হয়নি। তিনি কল্প বিজ্ঞান রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বিজ্ঞান চর্চা করেছেন। তিনি বহু ইউরোপীয় বিজ্ঞান তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। তিনি মনে করতেন বাংলায় সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি বিজ্ঞান চর্চা করার প্রয়োজন রয়েছে। নাহলে সাহিত্য উন্নতি লাভ করতে পারবে না। বাংলার অধিকাংশ সাহিত্যিকরা বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় বিজ্ঞান চর্চার প্রতি মন দিয়েছিলেন। তিনি ও অক্ষয় কুমার দত্তের সঙ্গে একযোগে কাজ করে 'তত্ত্ববোধিনী' ওই পত্রিকা প্রকাশ করতেন। বিদ্যাসাগর চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করেছেন। তিনি ভালো হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা করতেন। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর কোম্পানি 'ইউ এন রায় অ্যাণ্ড কো'তে আধুনিক ছাপাখানায় প্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন। তাঁর ছেলে সুকুমার রায় জার্মান গিয়েছিলেন সেখানকার আধুনিক ছাপাখানা বিষয়ে পড়া শুনা করতে। সেখানে থেকে ফিরে এসেই 'ইউ এন রায় অ্যাণ্ড কোং'কে একেবারে ঢেলে সাজালেন। আধুনিক ছবি নির্মাণ পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। তখন কলকাতায় এই প্রেস আধুনিক প্রেস হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। বহু বিখ্যাত বই এখন থেকে ছাপা হতো এক কালে। এখন আর ছাপা খানা নেই। কবি সুকুমার পরলোকগমন করার পরই সেই ছাড়া খানা বাদুড় বাগান থেকে উঠে গিয়েছে। তারপরে তাদের আর কোনও পরিবারের সদস্যরা ছাপাখানা নির্মাণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেনি। যাই হোক আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বিজ্ঞান চর্চা। সত্যজিৎ রায়ের বিজ্ঞান চর্চার সাফল্য এসেছে প্রোফেসর শঙ্কু চরিত্র সৃষ্টি করে। সত্যজিৎ রায় যখন বাংলা চলচ্চিত্র করতে শুরু করে দিয়েছেন তখন পাশ্চাত্য দেশে কল্প বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। যদি

বাংলায় কল্প বিজ্ঞান সাহিত্য রচনা করে নাম করেছেন কথা সাহিত্যিক বিভূতি ভূষণ বন্দ্যো পাধ্যায়। তাঁর রচিত 'চাঁদের পাহাড়' কল্প বিজ্ঞানের একটি উজ্জ্বলতম সাহিত্য সৃষ্টি। পরিচালক সত্যজিৎ রায় তখন গল্প রচনা করতেন। তবে সিরিয়াসভাবে গল্প নিয়ে কোনও ভাবনা চিন্তা করতেন না। 'পথের পাঁচালি', 'অপুর সংসার, 'অপরাজিতা' ছবি করার পরে তিনি কল্প বিজ্ঞান চর্চার মনোনিবেশ করতে শুরু করেন। তখনও প্রোফেশর শঙ্কু চরিত্র সৃষ্টি হয়নি। বাংলা সাহিত্যে কল্প বিজ্ঞান চরিত্র স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর আবির্ভাব ১৯৬১ সালে। 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি'। সূচনা থেকে সব পাঠকের মনকে জয় করে নেয়। সত্যজিৎ রায় শিল্প নিয়ে পড়াশুনা করলেও পিতার রক্ত তাঁর ধমনীতে। তার প্রকাশ পেতে বেশি সময় নেয়নি। কবি সুকুমার রায়ও তাঁর কবিতা গল্পে বিজ্ঞানকে নিয়ে এসেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'আবোল তাবোল' কাব্য গ্রন্থটি এবারে একশো বছরে পদার্পণ করলো। কবি সুকুমার রায়ের রচিত 'হযবরল'তে বিজ্ঞানের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। রস বিজ্ঞানকে তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছেন। বিজ্ঞানকে নিয়ে যে রসসৃষ্টি করা যেতে পারে তা দক্ষতার সঙ্গে সবাইকে দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন কবি সুকুমার রায়। পিতা সুকুমার রায়ের এই বিজ্ঞানের অসাধারণ দক্ষতা শিশু সত্যজিৎ রায়কে প্রভাবিত করেছিল বলেই তিনি ছবি পরিচালনা করার পাশাপাশি কল্প বিজ্ঞান রচনায় মগ্ন হন। আজকে ভাবতে অবাক লাগে যে একটি ব্যক্তিকে ঈশ্বর কত অসাধারণ শক্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন এই বাংলায়। সঙ্গীত থেকে শুরু করে গল্প, গোয়েন্দা গল্প, উপন্যাস, কল্প বিজ্ঞান, ছবি অঙ্কন, চলচ্চিত্র সব ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসাধারণ। তার বিকল্প তৈরি হতে পারেনি আজও। ভবিষ্যতে আর তৈরি হতে পারবে বিনা তা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সত্যজিৎ রায় তখন 'ব্যোমযাত্রী ডায়রি' লিখছেন তখন আমেরিকাসব সব পাশ্চাত্য দেশে মঙ্গল গ্রহ অভিযান নিয়েনিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে। মঙ্গল গ্রহে মানুষের দেখা মিলতে পারে বলে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মনে করতে শুরু করেছেন। সেই সময়ে কলকাতায় বসে মঙ্গল গ্রহে একটি মঙ্গল যান পাঠিয়ে দিলেন। সেই যানে আরোহী ছিলেন প্রোফেসর শঙ্কু, বিধুশেখর, প্রহ্লাদ এবং নিউটন। প্রহ্লাদ সাতাশ বছর ধরে প্রোফেসর শঙ্কুর সঙ্গে কাজ করছেন। প্রোফেসর শঙ্কুর সঙ্গে কেউই আবার বেয়াদপি তাঁর কাছে Snuff-gun থাকে। তা দিয়ে তিনি অবাধ্য পার্শ্বচরদের একটু শিক্ষা দিয়ে থাকেন। প্রোফেসর শঙ্কুর মঙ্গলগ্রহ অভিযান করবেন বলে একটি মহাকাশ যান প্রস্তুত করে ফেলেছেন। এই রকম যান তখন আমেরিকার নাসা তৈরি করার কথা কল্পনা করতেও পারেনি। কিন্তু ঘরে বসে সত্যজিৎ রায় কল্প বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে মঙ্গল যান তৈরি করে ফেললেন প্রোফেসর শঙ্কুকে দিয়ে। প্রোফেসর শঙ্কুর পোষ্য নিউটন। মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য ঘোরাঘুরি করতে শুরু করে দিয়েছিল। মঙ্গল গ্রহণ অভিযানে কারোর যাতে ক্ষুধা না পায় তার জন্য প্রোফেসর পিল তৈরি করে রেখে দিয়েছেন। একটি পিল খেলে আর কারোর ক্ষিধা পাবে না। সেই কারণে তাঁক পোষ্য কুকুরকে fish pill খাইয়ে দিয়েছেন। তাকে একেবারে খুশি নিউটন। সেও এবারে প্রস্তুত মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য। বিধুশেখর প্রোফেশরের যন্ত্র মানব। প্রোফেসর তাঁর ল্যাববেটরিতে বসে যন্ত্র মানব তৈরি করেছেন। রোবট মানুষ। একটি সাধারণ মানুষ যা করতে পারে তার চেয়ে বেশি কাজ করতে পারে বিধুশেখর। প্রোফেসর শঙ্কুর মঙ্গলগ্রহ অভিযান করার আগে বাগানে একটি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তখন দেখতে পেলেন একটি উল্কা তার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপরে দেখা গেল উল্কাটি তার বাগানের গোলঞ্চ গাছের পাশে থেকে একটা প্রকাণ্ড জোনাকির মতো জ্বলতে শুরু করে দিল। তারপর থেকেই গাছে গোলঞ্চ ফলের বদলে অন্যরকম ফুল হচ্ছে। আঙ্গুলের মতো ঝোলা ঝোলা পাপড়ি। দিনের বেলায় তার রং একেবারে কুচকুচে কালো আর রাতের বেলায় ফসফরাসের মতো জ্বলতে থাকে। যখন হাওয়া দিতে থাকে তখন মনে হয় কেউ যেন হাত নেড়ে ডাকছে। ১২ জানুয়ারি ভোর পাঁচটায় মঙ্গলযাত্রার শুরু দিন। প্রহ্লাদকে ডেকে হেলমেট পরিয়ে দেওয়া হল। নিউটনকে ডেকে হেলমেট পরালেন প্রোফেসর শঙ্কু। হেলমেট পরানোর সময়ে নিউটন আপত্তি করেছিল। কিন্তু তারপরে মেনে নিয়েছে। এখন সে জিত বের করে হেলমেটের কাচে জিভ বের করে চেটে চেটে দেখছে। যাত্রীসহ মঙ্গল যানের ওজন হল ১৫ মন বত্রিশ সের তিন ছটাক। পাঁচ বছরের মতো রসদ রয়েছে মঙ্গল যানে। পোষ্য নিউটনকে একটি fish pill খাইয়ে দিলে সাত দিন নিশ্চিন্ত। প্রহ্লাদের জন্য বটফল রস দিয়ে বটিকা তৈরি করা হয়েছিল। তার নাম দেওয়া হয় 'ইণ্ডিয়া বটিকা'। এই বটিকা খেলে ২৪ ঘন্টা আর খিদে থাকে না। যন্ত্র মানব বিধু শেখরকে বাংলা শেখানো হচ্ছে। বিধুশেখর বাংলা উচ্চারণ করাটা বেশ ভালো করে রপ্ত করা আগেই একটি গান গাইতে শুরু করে দিল-'ঘণ্ডো ঘাঙং কুঁক্ক ঘণ্ডা আগাঁকাকেই ককুঁং খণ্ডা''। বিধুশেখর কি বলতে চায় তা নিয়ে প্রোফেসর শঙ্কু একটি নোট নিলেন। তাতে মনে হ যন্ত্র মানব প্রোফেসর শঙ্কু কিছুদিন আগে একটি গান গুনগুন করে গাই ছিলেন -'ধন্যধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।' বিধুশেখরের স্মরণ শক্তি দেশে মুগ্ধ হলেন প্রোফেসর শঙ্কু। তিনি বুঝতে পারলেন বিধুশেখর দ্রুত বাংলা শিখে নিতে পারবে। মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি শঙ্কুর মঙ্গলযান এসে উপস্থিত হল। মঙ্গল গ্রহে প্রাণী রয়েছে সেটা বিশ্বাস করেন বৈজ্ঞানিক শঙ্কু। মাঝে বিধুশেখর একটা পাগলামি করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন শঙ্কু তাকে বিকল করতে তারা কাঁধে রাখা বোতাম টিপে দিতেই সে বিকল হয়ে গেল। মঙ্গলগ্রহে নেমে দেখা গেল সেখানকার গাছপালা পাথর মাটি সবই নরম রবারের মতো। বেশ দূরে একটি লাল নদী বয়ে চলেছে। সেটা নদী বলে মনেই হয়নি। জলাট দেখলে মনে হবে লাল পেয়ার জেলির মতো। এগুলোকে আকাশ থেকে লাল সুতোর মতো দেখায়। ঘাস আর গাছপালা সব নীল। মঙ্গল গ্রহের আকাশের রং সবুজ। নিউটন লাল জল খেতে শুরু করে দিল। তার দেখাদেশি শঙ্কুরাও লাল জল খেতে শুরু করে। জল তো নয় যেম অমৃত। মঙ্গল গ্রহের প্রাণীকে দেখলাম মানুষ নয়, জন্তু নয় আবার মাছ নয়। কিন্তু তিনের মধ্যে মিল রয়েছে। লম্বারয় তিন হাত, পা আছে। হাতের বদলে মাছের ডানার মতো। বিরাট মাথা। মুখজোড়া দন্তহীন হাঁ। ঠিক মাঝখানে একটি বড় সবুজ চোখ। সারা গায়ে মাছের মতো আঁস। তিন্তিড়ি তিন্তিড়ি তিন্তিড়ি শব্দ করতে করতে মঙ্গলীয় সেনারা আক্রমণ করলো সবাইকে। কোনও রকমভাবে বিকল বিধুশেখরকে মঙ্গলযানে তোলা হল। প্রহ্লাদ এবং নিউটন আগেই মঙ্গলযানে গিয়ে উঠেছিল। তারপরে কী করে হঠাৎ আবার মঙ্গলযান চলতে শুরু করে দিল। মঙ্গলীয় সেনাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যখন রকেট চলতে শুরু করে দিয়েছিল তখন বিধুশেখর বেশ ভালো বাংলায় বলে উঠল -'গবাক্ষ উদঘাটন করহ'। জানা খুলে দিতে মনে হল সৌর জগত জুড়ে আতসবাজির খেলা হতে শুরু করেছে। এদিকে বিধুশেখর বলতে শুরু করেছে 'টাফা'। বিধুশেখর জানালো টাফায় সৌরগজতের প্রথম সভ্য লোকেরা বসবাস করে। টাফায় পৌঁছতে বহু লোক শঙ্কুর দলকে অর্ভ্যথনা করলো। অতিকার পিঁপেড়র মতো এদের দেখতে। এরা মানুষ হিসাবে রূপ নিতে বহু বছর লেগে যেতে পারে। এখানে গাছপালা নেই। মাটিতে গর্ত করে বাস করে। প্রোফেসর শঙ্কুর দলকে ভারতের মতো ঘর বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। শুধু ল্যাবরেটরি নেই। প্রহ্লাদ নিউটন ভালো আছে। বিদুশেখরকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। টাফায় ভালোভাবে বসবাস করছি। একজন পিঁপড়েকে ডেকে বললাম তোমাদের বৈজ্ঞানিক - টৈজ্ঞানিকরা কোথায়? তার ওপরে তারা বলল, বিজ্ঞান দিয়ে কী হবে? যেমন আছেন তেমন থাকুন না। আমরা আসবো আপনাদের কাছে। কথাবার্তা শুনবো। রেগে গিয়ে নস্যির বন্দুকরাট বের করে শঙ্কু তাদের নাকের দিকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলেন।

পরিচালক সত্যজিৎ রায় একটি খাতা পেয়েছিলেন তারকবাবুর কাছ থেকে। কুড়ি টাকা দিয়ে খাতা কিনে নেন সত্যজিৎ রায়। আলমারিতে ছিল। তখন কেনা হয়েছিল তখন কালির রং ছিল সবুজ। তারপরে দেখা গেল লাল কালি হয়ে গিয়েছে। পকেটে নিতেই সেটা নীল কালিতে পরিণত হল। হাতের কাঁপনিতে খাতাটা পড়ে গিল মাটিতে। সত্যজিতের পোষ্য ভুলু সেই খাতাটাকে কামড়ে খেতে গিয়ে কিছুই ছিঁড়তে পারলো না। দেশলাই দিয়ে জ্বালাতে চেষ্টা করলাম কিছুতেই খাতার পাতা পুড়লো না। ওই খাতাতেই লেখা ছিল 'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি। প্রোফেসর শঙ্কুর মঙ্গল অভিযান নিয়ে ডায়রিটাকে ইচ্ছা ছিল জাদুঘরে রাখার। লেখার কপিটাকে প্রেসে দেওয়ার পর দেখতে পাওয়া গেল ডায়রির পাতার কিছু অংশ এবং লাল মলাটের অংশটা গুঁড়ো হয়ে পড়ে রয়েছে। ক্ষিপ্রগতিতে ঘোরাফেলা করছে কিছু লাল বুভুক্ষু ডেঁয়োপিঁপড়ে। এরা পুরো খাতাটা খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। যা সামান্য ছিল তা লেখক সত্যজিৎ রায়ের সমানেই খেয়ে উদরসাৎ করে দিয়েছে। এই অক্ষয় অবিনশ্বর জিনিসটা কী করে পিঁপড়ের খাদ্যে পরিণত হল সেটা লেখক সত্যজিৎ রায় ঠাহর করতে পারেনি। লেখক বলেছেন যে এর মানে পাঠকেরা বুঝতে পারছে কিনা। তিন পাঠকদের হাতে মঙ্গল গ্রহ অভিযানের কল্প বিজ্ঞানটাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

# লেখাপড়ার গোড়ার কথা মনে পড়া মানেই রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী

**চয়ন সমাদ্দার**

ক্লাস সিক্সে উঠে গেলাম। সি সেকশন। তখনকার দিনে হিন্দু স্কুলে প্রথম চল্লিশ জন ছাত্র সি সেকশনে পড়ত। এর ফল হতো এই, যারা এ অথবা বি -তে গেছে, তারা প্রাণপণ চেষ্টা করত, পরের বছর সি সেকশনে আসতে। তার ফলে মাধ্যমিকে অন্তত চল্লিশ জন বাছাই করা ছাত্র পরীক্ষা দিত। আমাদের স্কুলের অসম্ভব ভালো রেজাল্টের এটা অন্যতম একটা কারণ ছিল বোধহয়। আজ বুঝি, ক্লাস সিক্সেই আমার জীবনের গতি ঠিক হয়ে গিয়েছিল। প্রথাগত লেখাপড়া ছাড়াও আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল গত শতাব্দীর আটের দশকে স্কুলের পরিবেশ। কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। জয়শ্রীদির, লাইব্রেরি ক্লাসে, একটা ছেঁড়া বই পেলাম। তারপর এক সপ্তাহ ঘোরের মধ্যে ছিলাম। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' আজকের কোনও বারো বছরের ছেলের মনে এতটা প্রভাব বিস্তার করে কি? জানা নেই। অপূর্ববাবুর পরিচালনায় 'অচলায়তন' নাটকের মহলা। এক বিশেষ দিনে, আমার কচি গলায়, 'সব কাজে হাত লাগাই মোরা, সব কাজেই' শোনার পর, সুপ্রতিমদা, শুভ্রদা, পূর্ণেন্দুদা, ত্রিদিবেশদার (ক্লাস টেনের জুয়েলের দল) আমাকে নজর করা। গলা যতই কচি হোক, আজকের সুপ্রতিমদার সাক্ষ্য বলছে, আমি নাকি পাকা বুড়োর মতো কথা বলতাম! হতেই পারে। বললাম না, আজকের আমির ছায়া তখনই পড়েছিল আমার ওপর! আমার দ্বারা যে অঙ্ক হবে না, সেটা তখনই বুঝে গিয়েছিলেন অজিত বসাক ও জীবন চৌধুরী। কিন্তু, কিমাশ্চর্যম্! এই দুই পুরুষ সিংহের কাছ থেকে অকৃত্রিম এবং সম্পূর্ণ অহৈতুকী স্নেহ পেয়েছি। আজও মনে পড়ে, আমি গাইছি, 'কেন তোমরা আমায় ডাক, আমার মন না মানে', অন্যমনস্ক চোখে, কোন সুদূরের পানে চেয়ে আছেন জীবনবাবু। অন্য এক ছাত্রের গালে নামা চড়ের শব্দে আমার কেঁপে ওঠা দেখে, আমায় কাছে ডাকছেন অজিতবাবু। - কী করে ভাবলি চয়ন, শাস্তির নামে যন্ত্রণা দেব আমি? ডিসিপ্লিন মেইন্টেইনের জন্য আমি তোদের মারছি ঠিকই, কিন্তু আমার হাতটা দেখ। কাপ করা আছে। যে

আওয়াজটা তুই শুনছিস, সেটা বাতাসের। অদ্ভুত! 'অতি অদ্ভুত! কোনও দায় ছিল না তাঁর, এক বার-তের বছরের ছেলেকে এত কথা বলার। বলেছিলেন, কারণ, তাঁর প্রকৃত শিক্ষক সত্তা তাঁকে প্রণোদিত করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন, নৃশংসতা আর শাস্তি দেওয়ার পার্থক্য ওই বালকের বোঝা দরকার, নাহলে তার মন জখম হতে পারে। ডিসিপ্লিন মেইনটেইনের জন্য গায়ে হাত দেওয়ার আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা, সে বিষয়ে, আজ যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, বিনীতভাবে তর্ক করতে পারি; কিন্তু, যতদিন বাঁচব, তাঁর দরদী মনকে আমি ভুলব না। আমার লেখা পড়া শেখার এক অতি জরুরী দিক তিনি নির্দেশ করেছিলেন - অনৃশংসতা। ধ্বনি আর শব্দের বিশ্বে প্রবেশের ছাড়পত্র দিল অজয়বাবু, জনবাবু, মদনমোহন বাবুর বিশুদ্ধ ইংরিজি আর সংস্কৃত উচ্চারণ। বসন্তবাবু আর ভোলানাথবাবুর ইংরিজি পাঠদান। ভাষা দুটোর প্রেমে পড়েছিলাম ওঁদের জন্যই। সেই প্রেম আজও অটুট।

তবে, আমার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সাইকোলজির শিক্ষক দেবব্রত রায়। আজও এই আশিরনখ ভদ্র লোকটিকে আমি অনুকরণ করে থাকি। কিন্তু, স্কুল জীবনে তাঁর মুখ রাখতে পারিনি। এখানে, একটা কথা আমায় বলতেই হবে। আমাদের স্কুলে একটা না-বলা-বাণী আমাদের চেতনায় চারিয়ে যেত। আমরা ভালো স্কুলের ভালো ছাত্র। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড আর ট্র্যাডিশন আলাদা। নিশ্চয়ই, আমাদের শিক্ষকরা চাইতেন আমরা উঁচু দরের মানুষও হই, কিন্তু, - আমি ভুলও বলতে পারি - আমার কেমন যেন মনে হয়, ওই ডিসকোর্স তাঁদেরও প্রভাবিত করেছিল। সব মিলিয়ে, আমরা, অনেকে, একটা বিশ্রী এনটাইটলমেন্টের শিকার হতাম। এ জিনিস কতদূর কুশ্রী তার প্রমাণ হিসেবে, একটা ঘটনা বললেই যথেষ্ট হবে। দার্জিলিং গর্ভামেন্ট স্কুল থেকে হিন্দুতে বদলি হয়ে এলেন, বাংলার শিক্ষক, সুনীল ভট্টাচার্য। দিন কয়েক যেতে না যেতেই, আমি (সঙ্গে কারা ছিল মনে পড়ছে না) সটান হেড স্যারের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলাম, নতুন শিক্ষক হিন্দু স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী পড়াচ্ছেন না! আমাকে ঘাড় ধরে অফিস রুম থেকে বার করে দেওয়া উচিত ছিল বা ধৃষ্টতার জন্য শিক্ষকের পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়ানো উচিত ছিল। কিন্তু, এসবের একটাও না করে প্রধান শিক্ষক পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী যা করলেন, তাতে বোঝা যায়, তিনি কতটা ভিন্ন গোত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি সুনীলবাবুকে (এক বচনে কথা বলছি বাধ্য হয়ে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও সঙ্গীদের নাম মনে আসছে না। ভালোই হয়েছে একদিকে, অনপনেয় লজ্জার দায় আমার একারই থাকুক।) বিষয়টা আমার সঙ্গে আলোচনা করতে বললেন! তাঁর এই স্বভাব পরেও দেখেছি। স্যারের সহাস্য প্রশ্ন মনে পড়লে আজও আমার কান লাল হয়ে যায়। - হ্যাঁ রে চয়ন? হিন্দু স্কুলের স্ট্যান্ডার্ডটা কী বস্তু? আমি (লজ্জা! লজ্জা!) এঁটের মতো তাঁকে বোঝাতে গেলাম। তিনি আবার হাসলেন। - চয়ন, কতগুলো দুরূহ শব্দ আর জটিল বাক্যবিন্যাস থাকলেই, সেটা ভালো বাংলা এ ধারণা তোর হলো কী করে? ধর, তুই এরকম বাংলা লিখে মাধ্যমিক দিলি, তোর খাতা গেল মেদিনী পুরে। তুই কত পাবি জানিস? কিছুতেই পঞ্চাশের বেশি নয়। আর এগোনোর আগে একটা কথা। নিঃসন্দেহে সুনীলবাবু মেদিনীপুর বা অন্য কোনও জেলাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেননি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, পশ্চিম বাংলার সর্বত্র, পরীক্ষকরা মাধ্যমিক গাইডলাইন মেনে খাতা দেখবেন।

## পাঠকের দরবারে

### সত্যচর বোস- স্যাটা বোস

সত্যচরণ বোস আর 'স্যাটা বোস' এক? 'চৌরঙ্গী'র ৬০ বছরে ফাঁস করলেন শংকর' 'স্যাটা বোস'-এর আকর্ষণ আজও অম্লান। যতটা শংকরের লেখনির জোরে, ততটাই উত্তমকুমারের অভিনয় গুণে। আসলে কে এই ব্যক্তি? কে 'স্যাটা বোস'? 'চৌরঙ্গী'র সাহিত্যিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টি? নাকি ছবিতে উত্তমকুমারের অভিনয়ে অমর চরিত্র? ১৯৬৮ সালে ছবি মুক্তির পরে এই নিয়ে দেদার চর্চা হয়েছে। ২০১৯-এ সৃজিত মুখোপাধ্যায় 'হোটেল শাহজাহান রিজেন্সি' ছবিতে নতুন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাঁকে। ২০২২-এ সাহিত্যিকের সেই উপন্যাসের ৬০ বছর পূর্তি। যে উপন্যাস অনূদিত হিন্দি, ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, রাশিয়ান, জাপানিজ, চাইনিজ ভাষাতেও। 'স্যাটা বোস'-এর আকর্ষণ কিন্তু কমেনি। কে তিনি, সেই প্রশ্নও হারায়নি। কিন্তু বাস্তবে এই নামে আদৌ কি কেউ ছিলেন? শংকরের কথায়, ''১৯৫০ থেকে ১৯৫২ সাল। ওই সময়ে আমি দুই 'স্যাটা বোস'কে চিনতাম। প্রথম জন ইস্টার্ন রেলওয়ের পদস্থ কর্মী। অবসরের পরে দাস কোম্পানিতে চাকরি করতেন। কথায় কথায় আলাপ। তখনকার দিনের গড়পড়তা বাঙালির মতো ছিলেন না। সাহেবি কেতার মানুষ। সব সময় টিপটপ থাকতেন। স্কাউটও করতেন। তিনি নিজের নাম নিজেই ছেঁটে 'স্যাটা বোস' হয়েছিলেন!'' শংকরের দ্বিতীয় 'স্যাটা বোস' স্পেনসেস হোটেলের এক কর্মী। সাহিত্যিক প্রথম জীবনে যাঁর অধীনে চাকরি করতেন, সেই ব্যারিস্টার নোয়েল ফ্রেডরিক বারওয়েল স্পেনসেস হোটেলে থাকতেন। মর্মসূত্রে সেখানেও সাহিত্যিকের অবাধ যাতায়াত। 'স্যাটা বোস' নামে পরিচিত সেই ভদ্রলোকও রীতিমতো সাহেবসুবো। বাড়তি জৌলুস, অভিভাবকসুলভ আচরণ। এই দুই ব্যক্তিকে এক ছাঁচে ঢেলেছিলেন সাহিত্যিক। যদিও শংকরের দাবি, তাঁর প্রকৃত 'স্যাটা বোস' ওই প্রথম ব্যক্তি, সত্যচরণ বোস। সত্যচরণ বোসের পরিবারের সঙ্গেও। কী বলছেন তাঁরা? প্রপৌত্রী সুদীপ্তা বোস জানিয়েছেন, তাঁর প্রমাতামহের সঙ্গে ভালই পরিচয় ছিল শংকরের। আসল নাম সত্যচরণ বোস। সাহিত্যিক সামান্য বদল ঘটিয়ে করে নিয়েছেন সত্যসুন্দর বোস। তাঁর আদলেই গড়া উপন্যাসের বিখ্যাত চরিত্র। পরে সেই উপন্যাস 'চৌরঙ্গী' অবলম্বনে ছায়াছবিও হয়। যদিও সত্যচরণ বোস সেই ছবি দেখে যেতে পারেননি। জানতেও পারেননি, শংকর এবং উত্তমকুমার মিলে কী ভাবে তাঁকে কালজয়ী করে গিয়েছেন! সুদীপ্তার কথায়, ''শুনেছি, ছবি মুক্তির পরে বাড়িতে নাকি হইহই পড়ে গিয়েছিল। পড়শি, পরিজনদের কথা বাদই দিন। ছবির দৌলতে বহু অপরিচিতও নাকি সত্যচরণ বোসকে দেখতে ছুটে এসেছিলেন। সবাই জানতে চাইতেন, উনিই কি আসল স্যাটা বোস?''

ব্যক্তিজীবনে কেমন ছিলেন 'স্যাটা বোস'? সুদীপ্তা জানিয়েছেন, আচরণে সাহেবিয়ানা থাকলেও পুজো বা অনুষ্ঠান বাড়িতে তিনি ধুতি-পাঞ্জাবিতে পাক্কা বাঙালি। উচ্চতায় মাঝারি আকারের মানুষটির চলনে-বলনে নাকি চূড়ান্ত স্মার্টনেস চুঁইয়ে পড়ত। সে কথা স্বীকার করেছেন শংকর নিজেও। বলেছেন, ''এক বার আড্ডাচ্ছলে সত্যচরণবাবুকে কেউ প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি কি দাসের সংস্থায় কাজ করেন? সঙ্গে সঙ্গে জবাব এসেছিল, আমি আর দাস একসঙ্গে কাজ করি!''-**সত্য সেন**

# আলিপুরদুয়ারে নদী থেকে উদ্ধার শিশুকন্যার দেহ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৯ জুন ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প জঙ্গল সংলগ্ন কালকূট বনবস্তি এলাকায় প্রায় পাঁচ বছরের শিশুকন্যার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। রবিবার সকালে গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। শনিবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় স্থানীয় বাসিন্দা অঞ্জলি সামারার পাঁচ বছরের শিশুকন্যা অঞ্জলি সামারা। দুপুর থেকে পরিবারের সদস্যরা অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করার পরও খোঁজ মেলেনি শিশুকন্যার। এরপর রবিবার সাত সকালে এলাকার নদীতে বাচ্চাটির দেহ ভেসে আসতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে শিশুকন্যার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিক অনুমান জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে শিশু কন্যার। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালচিনি পুলিশ।

# নদীয়ায় দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ১ পথচারী সহ সাইকেল আরোহীর

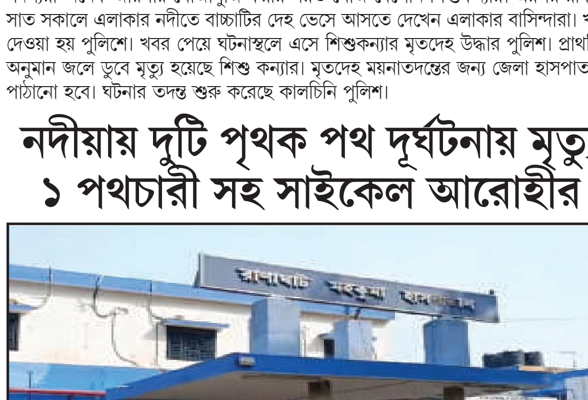

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৯ জুন ঃ নদীয়ায় আবারো ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর সহ এক পথচারীর। একটি ঘটে নদীয়ার রানাঘাট থানা এলাকার হবিবপুর জাতীয় সড়কে, পাশাপাশি অপর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার ফুলিয়ার পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। সূত্রের খবর শনিবার রাত্রি ১০ টা নাগাদ ওই রাস্তা দিয়ে দ্রুত গতিতে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিল দুই যুবক, তখনই সামনে চলে আসে এক সাইকেল আরোহী, মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার পরে সাইকেল চালক রাস্তায় ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত হয় সাইকেল চালক, তড়িঘড়ি রানাঘাট হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। যদিও মৃত সাইকেল চালকের নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। অন্যদিকে আহত হয় বাইকে থাকা দুই যুবক তাদেরকে হবিবপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পাশাপাশি শনিবার রাতেই রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক পথচারীর। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার ফুলিয়ার পেট্রোলপাম্প সংলগ্ন ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। জানা যায়, মৃত ব্যক্তির নাম বরুন সরকার বয়স ৬৩, বাড়ি নদীয়া ফুলিয়া এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি ওই ব্যক্তি রাতে প্রহরীর কাজ করতো। সেইমত শনিবার রাত্রি ১০ টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে জাতীয় সড়কে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি। তখনই একটি গাড়ি এসে ধাক্কা মারে, ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে যে। খবর দেওয়া হয় শান্তিপুর থানায় ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ এরপর ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে। অন্যদিকে ঘাতক গাড়িটির খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন।

# অম্বিকানগর আন্ডারপাস সংস্কারের উদ্যোগ রেলের, খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ জুন ঃ দীর্ঘদিন থেকে অম্বিকানগর আন্ডারপাস বেহাল অবস্থায় ছিল। পথ চলতি মানুষের ভোগান্তির শেষ ছিল না। এবিষয়ে দু'দিন আগেই শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়। এরপরই টনক নড়ে রেল প্রশাসনের। রবিবার সকালে আন্ডার পাস সংস্কারের কাজে হাত দিল রেল। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই দফায় এই আন্ডারপাস সংস্কারের কাজ হবে। রেল হাসপাতাল মোড় থেকে অম্বিকানগরের দিকে যেতে বাম হাতের রাস্তাটি বর্তমানে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আন্ডারপাসের টানেলে ঢোকার মুখে বর্তমানে সংস্কারের কাজ চলছে। এই কাজে দশ দিনের মত সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই কাজ শেষ হলে এদিকে রাস্তাটি যাতায়াতের জন্য খুলে দেওয়া হবে। পরবর্তীতে উল্টো দিকে রাস্তাটি সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হবে। এর আগে দীর্ঘদিন আন্ডারপাসের জল নিকাশির ব্যবস্থা খারাপ হয়ে ছিল। অল্প বৃষ্টিতেই প্রায় হাঁটু জল জমে যায় এই আন্ডারপাসে। ফলে প্রচুর মানুষকে সমস্যায় ভুগতে হচ্ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর গত এক মাসে প্রায় ৫০টির ওপর দুর্ঘটনা ঘটেছিল এই আন্ডারপাস এলাকায়। অবশেষে সংস্কারের কাজে হাত দেওয়াতে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

# বৃষ্টির মাঝে আচমকাই বজ্রপাত, মৃত্যু বিএসএফ জওয়ানের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৯ জুন ঃ আচমকা বৃষ্টি। বাজ পড়ে বিএসএফ জওয়ানের মৃত্যু। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের দিনহাটায়। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। খবর পাঠানো হয়েছে জওয়ানের বাড়িতে। জানা গিয়েছে, মৃত জওয়ানের নাম এস ইনাও সিং। মণিপুরের বাসিন্দা তিনি। দিনহাটার গিতালদহের খারিজা হরিদাস এলাকায় ডিউটিতে ছিলেন তিনি। রবিবার সকাল থেকে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় শুরু হয়েছে বৃষ্টি। সেই সময়ই বাজ পড়ে মৃত্যু হল এস ইনাও সিং নামে ওই জওয়ানের। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান দিনহাটা থানার পুলিশ ও বিএসএফ জওয়ানদের কর্মকর্তারা। তাঁর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এদিকে, উত্তরবঙ্গে হালকা বৃষ্টি হলেও হাওয়া অফিস বলছে, এখনই গরম থেকে রেহাই মিলছে না দক্ষিণবঙ্গে। বরং আগামী দুদিন তাপপ্রবাহের মেয়াদ বাড়ল পশ্চিমী জেলাগুলিতে। বুধবার পর্যন্ত পশ্চিমের চার জেলায় তাপপ্রবাহ চলবে। বৃষ্টিপাতের থেকে আবহাওয়া পরিবর্তন হতে পারে। শনিবার আবহাওয়া দপ্তরের আঞ্চলিক অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত জানান, দক্ষিণবঙ্গে এখন তাপপ্রবাহ চলছে। বুধবার পর্যন্ত বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুর এই চার জেলায় তাপপ্রবাহ চলবে। বাকি জেলায় গরম ও অস্বস্তি আরও বাড়বে। বৃষ্টিপাতের আগে বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনা নেই।

# অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে পারিবারিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ঘিরে হুলস্থুল

তেলিয়ামুড়া, ৯ জুন ঃ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার নির্বাচনী এলাকা খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ার ব্রহ্মছড়া এলাকার অনিল দাসপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার দখল করে পারিবারিক অনুষ্ঠানের জন্য প্যান্ডাল তৈরি করেছেন জনৈক দিলীপ মজুমদার নামের বিজেপি নেতার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দেব। বিষয়টি নিয়ে সিডিপিও এবং প্রাক্তন নেতা চন্দন দাসের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, এ বিষয়ে তদন্ত করবেন তিনি। পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট ভাষায় দাবি করেছেন, এভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যায় না এবং তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন সিডিপিও। গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি কীভাবে সংশ্লিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা এই অনৈতিক কাজ করলেন তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

# গন্ডাছড়ায় বিদ্যুৎ চপলতা, বিঘ্নিত পানীয়জল সরবরাহ, ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী

গন্ডাছড়া, ৯জুন ঃ গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে গরমের কোন খামতি নেই বললেই চলে। এর উপর চলছে বিদ্যুতের লুকোচুরি খেলা। ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। বিদ্যুতের অভাবে পানীয় জল সরবরাহও বিঘ্নিত হচ্ছে। বলা যায় ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমায়। কয়েক মাস যাবত গন্ডাছড়ায় বৃষ্টির দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে বৃষ্টির অভাবে কৃষক সহ জুমিয়াদের মাঠে মারা যেতে বসেছে। সঙ্গে চলছিল প্রচণ্ড রৌদ্রের প্রখরতায় জনজীবন দুর্বিষহ। পরিবেশে গত কয়েক দিন আগে থেকে কমবেশি বৃষ্টির দেখা পাচ্ছে গন্ডাছড়া মহকুমার মানুষজন। কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছে কৃষক এবং জুমিয়ারা। কিন্তু গত কয়েকদিন মহকুমায় বৃষ্টি হলেও প্রচণ্ড দাবদাহ চলছেই। অপরদিকে সমানতালে পাল্লা দিয়ে বিদ্যুতের লুকোচুরি খেলা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। সব জেনেশুনেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানি কিউবেল। অনিয়মিত বিদ্যুতের ফলে গোটা গন্ডাছড়া মহকুমায় পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বিদ্যুতের অভাবে গোটা মহকুমায় পানীয় জলের যে উস গুলি রয়েছে সেই উৎসগুলির মোটরগুলি চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে গোটা মহকুমায় পানীয় জলের তীব্র সংকট পরিলক্ষিত হচ্ছে।

# মোদীকে শপথগ্রহণের শুভেচ্ছা জানিয়ে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার আর্জি দেবের

ঘাটাল, ৯ জুন ঃ রবিবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদী। যদিও সেই অনুষ্ঠান প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তৃণমূলের তরফে, তবে রবিবার ঘাটাল থেকেই মোদীকে শপথগ্রহণের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর কাছে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার আর্জি রাখলেন তারকা সাংসদ দেব। ভোটে জিতেই দেব প্রতিশ্রুতিমাফিক রবিবার থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেব বললেন, শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য নরে ঃদ্র মোদীকে শুভেচ্ছা। উনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। পদটাকে আমি সম্মান করি। আমি চাই, দেশ যেন সুস্থভাবে চলে। যেভাবে গত দশ বছর ধরে এজেন্সিকে ব্যবহার করা হয়েছে বিরোধী দলগুলিকে ভাঙার জন্য, সেটা যেন আগামী পাঁচ বছর না হয়। মানুষ যেন স্বাধীনভাবে থাকতে পারে। প্রতিটা দল যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। এর পরই ঘাটালের তারকা সাংসদের সংযোজন, আর বাংলার যে বকেয়া টাকা রয়েছে, সেটা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার হোক কিংবা একশো দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা হোক বা আমাদের জিএসটির যে টাকাগুলো আটকে রাখা হয়েছে, সেগুলো যেন মিটিয়ে দেওয়া হয় এবার। মোদীজির কাছে আমার অনুরোধ, রাগ-অভিমান দূরে সরিয়ে একজন প্রকৃত প্রধানমন্ত্রীর মতো যেন উনি সেই কাজটা করেন।

# মুর্শিদাবাদে ব্যবসায়ীদের টাকা লুট করে গুলি চালিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৯ জুন ঃ মুর্শিদাবাদের রুকুনপুরের কেবলামপুরে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে লুটে বাধা পেতেই গুলি চালিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা । রবিবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, কেবলরামপুর এলাকার ষষ্ঠী সরকার নামে এক ব্যক্তি গান শুনে গভীর রাতে মটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। কেবল রামপুর মাঠ এলাকায় জন কয়েক দুষ্কৃতীরা তাঁর বাইক আটকে ২০০০ টাকা নিয়ে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। এই ঘটনার পর রবিবার ভোর আনুমানিক চারটে নাগাদ বিশু মণ্ডল নামে এক পেঁয়াজ ব্যবসায়ী পেঁয়াজ ও টাকা নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় তাঁকেও ওই দুষ্কৃতীরা রাস্তা আটকায়। তার কাছ থেকে ২২ হাজার টাকা নিয়ে তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। সেখান থেকে কোনও রকমে পালিয়ে বাঁচেন তিনি। এরপর এক মাছ বিক্রেতা হারাধন মণ্ডলের সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটে। তাঁর কাছ থেকে ১২ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। গ্রামের লোক জানতে পেরে অভিযুক্তদের ঘেরাও করে। এরপর দুষ্কৃতীরা বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি করে পাটের জমি দিয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় হরিহরপাড়া থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। ওই দুষ্কৃতীদের তিনটি বাইক আটক করে নিয়ে যায় থানায়।

# বঞ্চিত পেনশনাসদের সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ জুন ঃ গভর্নমেন্ট পেনশনার্স এসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি শাখার ৩৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে ৯ই জুন (রবিবার),। অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্থানীয় নেতাজি ফাউন্ডেশনের সংগ্রহালয়ে। সম্মেলন শুরুর আগে বিগত বছরে আয় ব্যয় হিসাব নিয়ে আলোচনা হয়। তারপর শোকপ্রস্তাব। উভোধনী ভাষনের পর আজকের সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত পেনসনাস সমিতির সদস্যরা।

# নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তা ক্যানালে উল্টে গেল ডাম্পার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ জুন ঃ শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি-গজলডোবা ক্যানাল রোডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তা ক্যানালে উল্টে গেল ১২ চাকার ডাম্পার। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ভোরবেলায় ফুলবাড়ির দিক থেকে গজলডোবার দিকে দ্রুতগতিতে যাচ্ছিল ডাম্পারটি। ভোরের আলো থানার অন্তর্গত এক জাগায় এসে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় ভোরের আলো থানার পুলিশ। অপরদিকে, ডাম্পারটিকে উদ্ধারের জন্য ফুলবাড়ি থেকে ক্রেন নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় উদ্ধার করা হয় ডাম্পারটিকে। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। ডাম্পারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ক্যানালের জলে পড়ে গেলেও চালক সুস্থ অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে আসেন। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

# তৃণমূল প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ির সামনে উদ্ধার তাজা বোমা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার,৯ জুন ঃ নিউজ এশিয়া নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য নাজিম উদ্দিন মন্ডলের বাড়ির সামন থেকে উদ্ধার হল তাজা বোমা। তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধাদিয়াল এলাকায়। এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য বিজেপির দুষ্কৃতরা এই কাজ করেছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

# জলপাইগুড়ি তে সিনেমা দেখতে ব্রহ্মাকুমারীর ভাই বোনেদের ভিড়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ জুন ঃ নিউজ এশিয়া আধ্যাত্মিক থ্রি ডি ছবি দেখতে ভীড় জলপাইগুড়িতে। দিনে তিন তিনটি শো করতে হচ্ছে আয়োজকদের। জলপাইগুড়ি ব্রহ্মা কুমারি সেন্টারের পক্ষ থেকে আধ্যাত্মিক সিনেমা দ্য লাইট দেখানো হচ্ছে। রবিবার ছুটির দিন জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৬০০ জন ব্রহ্মা কুমারী সেন্টারের ভাই বোনেরা দ্য লাইট উপভোগ করলেন। জীবনে কি ভাবে সুস্থ ও সুন্দর করে তোলা যায় সেই বার্তায় দেওয়া হয়েছে সিনেমার মধ্যে।

# হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, পরপর ৬-৭জন সশস্ত্র ডাকাত রাণীগঞ্জের একটি সোনার দোকানে

দুরন্ত বার্তা, রাণীগঞ্জ, ৯জুন ঃ হাতে আগ্নেয়াস্ত্র, পরপর ৬-৭জন সশস্ত্র ডাকাত রাণীগঞ্জের একটি সোনার দোকানে ঢুকে লুঠপাট চালায়।এদের অনেকেই মাথায় হেলমেট পরেছিল। পুলিশের সাথে গুলি বিনিময়ের পরেও দুটি বাইক নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। কিন্তু এরা কারা? সুত্র মারফত জানা যাচ্ছে এরা ঝা।খন্ডের ধানবাদের কুখ্যাত এক ডাকাত দলের কাজ। দিনেদুপুরে এরা এই ধরনের অপরাধের কারনে খনি অঞ্চলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছ।ায়েছে। রাণীগঞ্জ থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছে এই ডাকাতদলটি? সুত্র মারফত জানা যাচ্ছে নিমচার জঙ্গলে এই ডাকাতদলটি আত্মগোপন করেও থাকতে পারে। সোনার দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্তে রাণীগঞ্জ থানার পুলিশ।

সোনার দোকানে ভয়াবহ ডাকাতি রুখতে চলল পুলিশের লাগাতার গুলির লড়াই। রানীগঞ্জের ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে দিনে দুপুরে সেনকো গোল্ড এ ঘটে এই চাঞ্চল্যকর ডাকাতির ঘটনা। এদিন দুপুর ১২ঃ১৫ নাগাদ ৮ সদস্যের ডাকাত দল অত্যাধুনিক কার্বাইননসহ সব আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সোনার দোকানের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তা রক্ষিদের বন্দুক কেড়ে নিয়ে দোকানের ভেতরে ঢুকে দোকানের মধ্যে থাকা সমস্ত কর্মী ও ক্রেতাদের বন্দুকের নিশানাই রেখে ১০-১৫ মিনিট ধরে লুটপাট চালায়। এই ডাকাতির ঘটনা বুঝতে পেরে বাইরে থাকা পুলিশ ডাকাত দলের কয়েকজনের উদ্দেশ্যেই গুলি ছুঁড়তে থাকলে পাল্টা ডাকার দলের পক্ষ থেকেও লাগাতার গুলি ছোড়া হয়। এই ঘটনায় দীর্ঘক্ষণ ধরে এলাকার আশেপাশে গুলির লড়াই চলতে থাকে। পুলিশ দ্রুত সক্রিয় হয়ে ডাকাতদের উদ্দেশ্যে গুলি করতে থাকায় ডাকাত দলের একজন এই ঘটনায় আহত হয়। যদিও দ্রুতগতিতে তারা বাইক নিয়ে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনায় দোকানের মধ্যে থাকা বেশ কিছু সোনার গহনা ডাকার দল লুট করে নিয়ে গেলেও একটা থলি ভর্তি সোনার গহনা তারা নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলেই এই মুহূর্তে জানা গেছে তবে ডাকাত দল মুহূর্তে ঘটনার স্থল ছেড়ে পালিয়ে যাওয়াই কাউকেই এখনো পর্যন্ত ধরা যায়নি। জানা গেছে হিন্দি ভাষাভাষী ২২,২৫ বছরের ৮ জন যুবক হঠাৎ করেই ঢুকে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটায়। এই ঘটনার পর নিরাপত্তা রক্ষির আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় ডাকাত দল। যদিও মুহূর্তে এই ডাকাতির খবর ছড়িয়ে পড়ায় আশেপাশের হাজারো মানুষ এ মুহূর্তে জড়ো হয়েছে রানীগঞ্জের তার বাংলা অঞ্চলে। পুলিশ সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহের জন্য এখন ওই সোনার দোকানের মালিকের সাথে কথা বলে সমস্ত ঘটনা জেনে নিচ্ছেন। এই ঘটনার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ খতিযে .দেখে এই ডাকাত দলের কাউকে ধরপাকড় করা যায় কিনা এ বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ। জানা গেছে পুলিশের পিসি পার্টির নজরদারি সক্রিয় থাকায় ডাকাত দল এই ডাকাতির ঘটনার সময় ব্যাপকভাবে বেগ পেয়েছে। তবে দিনে দুপুরে এ ধরনের ডাকাতির ঘটনায় ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে রানীগঞ্জের বাজার এলাকায়।

# মেঘনাদ সাহা সভাকক্ষে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সমিতির সভা

দুরন্ত বার্তা কলকাতা, ৯ জুন ঃগত ৮ই জুন ২০২৪ শনিবার বিকেল সাড়ে চারটায. রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ সংলগ্ন মেঘনাদ সাহা সভাকক্ষে ইন্ডিযান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন প্রকাশিত সায়েন্স এন্ড কালচার এর বিজ্ঞান পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের একটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয। অনুষ্ঠানটি যৌথ ভাবে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিসক সমিতি, ইন্ডিযান সায়েন্স নিউজ এসোসিযেশন এবং গভর্নমেঃট আয়ুর্বেদ ডক্টরস্ এসোসিযেশনের উদ্যোগে আযোজিত হয। বিগত ২৬-২৭ নভেম্বর ২০২৩ কোলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ভাষা ভবনে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিসক সমিতি ও গভর্নমেঃ ট আয়ুর্বেদ ডক্টরস্ এসোসিযেশনের উদ্যোগে জাতীয় স্তরে আযোজিত সেমিনার লাইফস্টাইল ডিসঅর্ডার এন্ড আয়ুর্বেদ এর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষযবস্তু সম্মিলিত গবেষণা পত্র নিযে. ইন্ডিযান সায়েন্স নিউজ এসোসিযেশন তাঁদের পত্রিকা 'সায়েন্স এন্ড কালচার' এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। এই বিশেষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয .মেঘনাদ সাহা সভাকক্ষে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিসক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ নীলরতন মহাপাত্র স্বাগত ভাষণ পেশ করেন। স্বাগত ভাষণে ডাঃ মহাপাত্র সেমিনারের প্রেক্ষাপট এবং সমিতির কার্যকলাপের ব্যাখা করেন। ইন্ডিযান সায়েন্স নিউজ এসোসিযেশনের যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক মানস চক্রবর্তী তাঁদের সংস্থার ঐতিহ্য ও কর্মকাণ্ডের বিশদ ব্যাখ্যা করেন। সেমিনারের বিজ্ঞান বিষযক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক তুহিন কান্তি বিশ্বাস সেমিনারের বিজ্ঞান বিষযক আলোচনার বিষযবস্তু আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে সম্মানীয .অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেঃট্রাল আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ডাঃ জি বাবু এবং এনথ্রোপলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিযার অধিকর্তা অধ্যাপক বাল্লামুদি ভি শর্মা। দুজনেই বর্তমান সমযে .আয়ুর্বেদের আধুনিক গবেষণার প্রযোজনীযতা এবং প্রাসঙ্গিকতা নিযে. আলোচনা করেন। সায়েন্স এন্ড কালচারের মুখ্য সম্পাদক অধ্যাপক শুভেঃদু মন্ডল পত্রিকার পরম্পরা এবং এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশনার গুরুত্ব বিষযে .ব্যাখ্যা করেন। এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশ করেন মূল সেমিনার কমিটির চেযারম্যান অধ্যাপক অবিচল চট্টোপাধ্যায। সেমিনার কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শুভ্রচঃদন মুখোপাধ্যায. সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর বিজ্ঞান বিষযক আলোচনার আযোজন করা হয। আলোচক ছিলেন ইম্ফলে অবস্থিত ইন্সটিটিউট অফ বাযো রিসোর্স এন্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেঃট এর অধিকর্তা অধ্যাপক পুলক কুমার মুখার্জী। তিনি আয়ুর্বেদের বর্তমান গবেষণার অবস্থান এবং আগামী দিনের দিকনির্দেশনা নিযে. আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইন্ডিযান সায়েন্স নিউজ এসোসিযেশনের যুগ্ম সম্পাদক ডাঃ অমিত কৃষ্ণ দে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ডাঃ পিউ হাঁসদা সাঁওতালি ভাষায রবীঃদ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং দেবযানী সামন্তের নির্দেশনায .পরিবেশিত হয .ভারতনট্যম নাচের মাধ্যমে মর্ম বিষযক চিকিসার প্রযোগ। অনুষ্ঠানে প্রায .২৫০ জন প্রতিনিধি এবং অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

# ধর্ষণের অভিযোগে ১৪ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ নার্সিহোম কর্মীর

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ৯ জুন ঃ এক্স রে ঘরে ঢুকিয়ে আদিবাসী গৃহবধুকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় আদিবাসী সমাজে বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে সাহাবুল মণ্ডল নামে এক্স রে বিভাগের কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে মুরারই থানার পুলিশ। রবিবার রামপুরহাট মহকুমা আদালত তাকে ১৪ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ন মুখোপাধ্যায় জানান, রামপুরহাটের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গোবিন্দ শিকদার ঘটনার তদন্ত করবেন।

এদিকে, জেলা সহকারী সভাধিপতি স্বর্ণলতা সোরেন পুলিশের কাছে নার্সিংহোমে ভর্তি রোগীর নিরাপত্তা থেকে অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করেছেন। রামপুরহাট স্বাস্থ্য জেলার সহ মুখ্য জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক অমিতাভ সাহা জানান, যে কোনও মহিলার স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মহিলা সহযোগী বা তাঁর বাড়ির লোকের উপস্থিত থাকার কথা। যদি না থাকে নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। যদিও নার্সিংহোমের মালিক তথা মুরারই ২ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি জাবের শেখ জানান, আমি অভিযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। আমার কাছে সাহাবুল ঘটনার কথা অস্বীকার করে। গত দশ বছর ধরে মুরারই ১ ব্লকের বাজারে ৫০ বেডের নার্সিংহোম চালাচ্ছেন জাবের শেখ। গত বুধবার পাইকর এলাকার একটি গ্রাম থেকে পরিবারের সঙ্গে পেটে ব্যথার জন্য চিকিৎসকের নির্দেশ মতো মুরারইয়ের নার্সিংহোমে আসেন বছর আটত্রিশের আদিবাসী বধূ। শনিবার রাতে তাঁর অপারেশন হয়। অপারেশনের আগেই নার্সিংহোমে সাহাবুলকে দেখতে পেয়ে তিনি তাঁর ভাইকে বিষয়টি জানান। আদিবাসী গৃহবধূর অভিযোগ, এক্স রে করার নামে তাঁকে নগ্ন করে ধর্ষণ করা হয়। ঘরের সব আলো বন্ধ করে মোবাইল জ্বালিয়ে ক্ষতস্থানে মেশিন বসানোর নাম করে ধর্ষণ করা হয়েছে। তবে দুদিন আগে ঘটনা ঘটলেও তিনি চুপ করে থাকার কারণ হিসাবে জানান, ধর্ষণের কথা জানাজানি হলে চিকিৎসক অপারেশন করতে না পারেন, সেই আতঙ্কে বলিনি। তবে ফের শনিবার অপারেশনের সময় সাহাবুলকে দেখেই আঁতকে ওঠেন বধূ। তখনই তিনি ধর্ষণের কথা জানান।

# হিংসা নয় শান্তির বার্তা জামালপুরের উপপ্রধানের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৯ জুনঃ লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ উঠে আসছে। শাসক বিরোধী উভয় দলই পরস্পরের প্রতি হিংসার অভিযোগ তুলেছে। এই রকম পরিস্থিতিতে শান্তির বার্তা দিলেন পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লক তৃণমূল জয়হিঃদ বাহিনীর সভাপতি তথা জামালপুর ১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব।রবিবার জামালপুর এক পঞ্চাযেতের বত্রিস বিঘা, সেলিমাবাদ, জানকুলি ও মিলপাড়া এলাকায় বিজয মিছিলে অংশ নেন পাঞ্জাব। অহিংসার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি এবারের ভোটে তৃণমূলের জয. উল্লেখযোগ্য করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি।

তিনি জানিয়েছেন তিনি বা তার দল বিশেষ করে তাদের দলনেত্রী কখনও চান না রাজ্যের কোথাও কোন হিংসা হোক। তাই দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে হিংসার পরিবর্তে শান্তির বার্তা দিলেন তিনি। তৃণমূলের বিজয় উসব পালন করতে রাজনৈতিক হিংসায় রক্ত ঝরার পরিবর্তে মুমূর্ষু রোগিদের বাঁচাতে রক্তদানের উদ্যোগ নিতে চলেছেন তিনি। সাত দিন ব্যাপি ব্লক জুড়ে মেগা রক্তদান শিবিরের আয়জনের উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি বৃক্ষরোপনের উদ্যোগ নিতে চলেছেন তিনি। পাঞ্জাব বাবু জানিয়েছেন, তার অঞ্চলে দল ৪৪৬৬ টি ভোটে জিতেছে। তাই ৪৪৬৬ টি বৃক্ষ রোপন করবেন তার অঞ্চলের মধ্যে। তাতে তার দলের এই জয় যেমন তার কাছে স্মরণীয় উঠবে তেমনি পরিবেশ রক্ষার সহায়ক হবে। খুব শীঘ্রই এই দুটি কর্মসূচী শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য এর আগেও, জামালপুরে বিভিন্ন ধরনের স্বতন্ত্র কর্মসূচি করে প্রশংসা কু।য়েছেন তিনি।

# রাস্তা ও পানীয় জলের সংকট কেকমাছড়া, আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

আমবাসা, ৯ জুন ঃ রাস্তা ও পানীয় জলের সংকটে ভুগছে ধলাই জেলার আমবাসা ব্লকের কেকমাছড়া গ্রাম। খবর নেই প্রধান ও এলাকার ওয়ার্ড মেম্বারের। জানা গিয়েছে, ওই পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ড দীর্ঘ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পরিণত। গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটের সময় প্রধান সহ ওয়ার্ড মেম্বার গিয়েছিলেন ভোট চাইতে। তার পর আর এলাকায় তাঁরা গিয়ে পা রাখেননি। কেকমাছড়া ৫ নং ওয়ার্ডে ৩০ থেকে ৩৫ পরিবারের বসবাস। ইট সোলিং দিয়ে বহু বছর আগে রাস্তা নির্মাণ করা হলেও তার পর আর এর উন্নয়ন হয়নি। ড্রেন সহ রাস্তা ধীরে ধীরে ভেঙে গেছে। এই ভাঙা রাস্তা দিয়েই চলাচল করছেন এলাকার লোকজন। বহুবার পঞ্চায়েতের প্রধান দিপালী নাথ ভৌমিক ও ওয়ার্ড মেম্বার স্বপন চক্রবর্তীকে জানালেও তাঁরা কর্ণপাতই করছেন না। এমন-কি ওয়ার্ডটিতে গিয়ে একবারও পরিদর্শন করেননি। পাশাপাশি এলাকায় পানীয় জলের তীব্র সংকট রয়েছে। জল জীবন মিশন থেকে তিন বছর আগে পানীয় জলের সংকট নিরসনের জন্য জলের উৎস তৈরি করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটাও অধরাই রয়ে গেছে। বেশ কিছু জায়গায় কাজ করে পালিয়ে যান ঠিকাদার। যার ফলে পাইপলাইন তৈরি হলেও জল দেখেননি এলাকার লোকজন। অবশেষে বাধ্য হয়ে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন এলাকাবাসীরা। তাঁরা জানান, এলাকার প্রধান ও ওয়ার্ড মেম্বার স্বপন চক্রবর্তীকে তাঁরা এক দিনও এলাকায় দেখেননি। এলাকার রাস্তা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে দীর্ঘ দুবছর ধরে। একই অবস্থা ড্রেনেরও। পানীয় জলের জন্য সরকার ব্যবস্থা করলেও এখন পর্যন্ত জল পাননি এলাকার লোকজন। যার ফলে বহুবার পঞ্চায়েতের প্রধান ও ওয়ার্ড মেম্বার সহ আধিকারিকদের জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এলাকাবাসীরা জানান, কিছুদিনের মধ্যে যদি এলাকায় সমস্যাগুলি সমাধান না হয় আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন।

# বিজয় মিছিলে জামালপুরে ব্লক সভাপতি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৯ জুনঃ লোকসভায় ভাল ফল করার জন্য রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজয .মিছিল আয়োজিত হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরেও বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে চলছে বিজয. মিছিল। জামালপুর ১ অঞ্চল একটি বিশেষ অঞ্চল। এই অঞ্চলটির নেতৃত্ব দেন জামালপুরের তরুণ তুর্কি নেতা সাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব। আর এই অঞ্চল থেকেই নির্বাচিত পঞ্চাযেত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ, জেলা পরিষদের সদস্য। জামালপুর ১ অঞ্চলের বত্রিশবিঘা গ্রামটি আবার ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চাযেত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খানের গ্রাম। রবিবার সেই গ্রামে বিজয .মিছিল বের করা হয়। যে মিছিলে মানুষের বাঁধ ভাঙ্গা উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মত। দলের কর্মী ও সমর্থকদের সাথে বিজয় মিছিলে অংশ নেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি,পঞ্চাযেত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক,প্রধান ডলি নন্দী, উপ প্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল, জেলা পরিষদের সদস্য কল্পনা সাঁতরা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বিজয় মিছিলে নিজের নাতিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। নিজের গ্রাম থেকে ১৩৫২ ভোটে প্রার্থীকে জিতিয়েছেন ব্লক সভাপতি। বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গোটা গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন তৃণমূল কর্মীরা। বিজয় মিছিলে লক্ষ্মীর ভান্ডারের আদলে মাটির ভাঁর নিয়ে উৎসাহী তৃণমূল কর্মীদের দেখা যায়। লক্ষ্মীর ভান্ডার যে এবারে তৃণমূলের ভোটে বিরাট প্রভাব ফেলেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, এই জয় তার ব্লকের মা মাটি মানুষের জয়, তার দলীয় কর্মী সমর্থকদের জয়। তাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসলেই তার ব্লকে তৃণমূল এতটা ভাল ফল করেছে।

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আহাসান মিঞা, পিতা মৃত আব্দুল জব্বার , সং পোস্ট লক্ষ্মীপুর, থানা গাজোল, জেলা মালদা, শেখপাড়া মানিকোড়, সমবায় কৃষি উন্নয়ন লিঃ, এ কিছু টাকা গচ্ছিত রাখিয়া গত ১০.০২.২০২৪ তারিখে পরলোকে গমন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাহার উত্তরা অধিকারী হইতেছেন।

১. শানোয়ারা খাতুন - স্ত্রী
২. ওয়াহিদা মুস্তারিন - কন্যা
৩. সাইফুল ইসলাম - পুত্র
৪. নাজমুল ইসলাম - পুত্র

এ ব্যাপারে কাহারো কোন দাবি বা আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ১৫ দিনের মধ্যে শেখপাড়া মানিকোড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির লিঃ-এ যোগাযোগ করিতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিন পর আর কোন দাবি দেওয়া বা আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

# বলিউডের সংগীত জগতে আত্মপ্রকাশ করল শ্রীতমা

দুরন্ত বার্তা,মালদা, ৯ জুন ঃ বলিউড সিনেমায় সংগীত জগতে আত্মপ্রকাশ করল মালদার উদয়মান সংগীত শিল্পী শ্রীতমা ঝা। ইতিমধ্যেই বলিউডের একটা সিনেমায় টাইটেল সং রিলিজ হয়েছে শ্রীতমার। আত্মপ্রকাশ এই হৈচৈ ফেলে দিয়েছে শ্রীতমার সুরেলা কন্ঠ । সম্প্রতি বলিউডে আত্মপ্রকাশ হতে চলেছে কমেডি ফিল্ম ক্যাম্প ডিসেন্ট নামে একটি সিনেমা। এই সিনেমার টাইটেলসং ও প্লে ব্যাক সিঙ্গার হিসেবে গান গেয়েছেন শ্রীতমা। সম্প্রতি বলিউডে এই সিনেমার পোস্টার সং লঞ্চ হয়েছে। ক্যাম্প ডিসেন্ট , একটি বলিউড কমেডি মুভি। এই ছবিতে দেশের সেরা কৌতুক প্রতিভা ব্রজেন্দ্র কালা, রাজপাল যাদব, হেমন্ত পান্ডে, এবং সারা খান অভিনয় করেছেন। খুব শীঘ্রই মুক্তি পেতে চলেছে ।গত ২২ মে, ২০২৪-এ ফ্রান্সে কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের সময় ভারত প্যাভিলিয়নে ছবিটির পোস্টার উন্মোচন করা হয় । ছবিতে কৃষ্ণা সিং বিষ্ট, মহেশের মতো প্রতিভাবান অভিনেতাও রয়েছেন। বিক্রম বক্স, হেমানি ভার্মা, এবং সুমিত অরোরা প্রযোজিত এই বই এ কমেডি ও নাটকের সমন্বয়ে ' ডিসেন্ট ' নারীদের সম্মানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে । মালদা জেলার ধরমপুর এর মেয়ে এবং বাঙ্গীটোলার ভাগ্নি এই শ্রীতমার। বাবা সুদীপ কুমার যা ও মা, রুপা ঝা দীর্ঘদিন থেকেই দিল্লির বাসিন্দা। দিল্লিতে সংগীত শিক্ষা হয় শ্রীতমার। শ্রীতমা ঝা, যিনি প্রাচীন কলা কেন্দ্র, চণ্ডীগড় থেকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ডিগ্রী অর্জন করেছেন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিরোমনি এবং ইন্দ্র কালা সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়, খয়রাগড়, ছত্তিশগড় থেকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে এমএ করে প্লেব্যাক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এই সিনেমার গায়িকা। শ্রীতমার এই বলিউড জগতের সংগীতের শিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশে খুশির হাওয়া মালদার বাঙ্গিটোলা ও ধরমপুর গ্রামের মানুষজন।

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপাট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ১ম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

**বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ**

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের (ব্যাঙ্ক) নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিকিউরিটিজের বিরুদ্ধে ঋণ/ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।

সম্মত ঋণের শর্তানুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, নিচের লোন অ্যাকাউন্টগুলো বকেয়া অবস্থায় রয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ, যার মাধ্যমে, ব্যাঙ্ক অঙ্গীকারের আবেদন করেছিল এবং নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করেছিল, যা ব্যর্থ হয়, ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতায় থাকবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছে এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই ঋণগ্রহীতা হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা আদায়ের জন্য **১৭ জুন ২০২৪** তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি / নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের এও অবহিত করা হয় যে, যদি কোনো সময়ে, স্টক মার্কেটে অস্থিরতার কারণে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি তৈরির কারণে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায়, তাহলে ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জামানত একের মধ্যে বিক্রি করবে (১) ক্যালেন্ডার দিন, এই বিষয়ে আর কোন বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিকিউরিটিজ থেকে আয়ের সমন্বয়ের পরে।

| ক্রম. নং. | লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর | ঋণগ্রহীতার নাম | ৫ই জুন ২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ | বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | XXXX৭৮৪৭ | অমিতাভ দত্ত | ১,২৫৭.১৯ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ২ | XXXX০০১৯ | দীপক বিশ্বাস | ২,১৯,৮৮৪.৮৭ | ২২-০৫-২০২৪ |
| ৩ | XXXX৫৭০৮ | অশোক কুমার তোলাসারিয়া | ৫৬,৮৭৯.৪১ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ৪ | XXXX৯৮৪১ | অমিত বাঙ্গাল | ১,৩৩,৫৯৪.৯০ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ৫ | XXXX৮০০১ | করুণানিধি ঘোষ | ৭,৬৯০.১০ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ৬ | XXXX৫৭২১ | কাঞ্চন বসু | ৫,২৮,০৫০.০১ | ০৫-০৬-২০২৪ |
| ৭ | XXXX৩৮৩৪ | সোমা ন্যান্সি সেভিয়েল | ৬৬,২৫৩.০১ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ৮ | XXXX৯৭৯২ | স্বপন কুমার চ্যাটার্জী | ১,৪৩,৩২৯.৬২ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ৯ | XXXX৩৫৫৭ | টার্কি মহম্মদ | ৪৮,৭৪৬.৯৮ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ১০ | XXXX৬৪৪৫ | সুভেন্দু মিশ্র | ২,২৮৫.৪১ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ১১ | XXXX৮৩৬২ | রঞ্জন সেন | ২,৬১,৬৭৮.৭৬ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ১২ | XXXX৫৩৫৪ | মনোরমা গুপ্ত | ১৯,৭৯,৫৮৩.৮২ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ১৩ | XXXX১৪৩৪ | অরুন কুমার বিশ্বকর্মা | ৯৬,১২৬.৯২ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ১৪ | XXXX৭৭৯৭ | অরুন কুমার বিশ্বকর্মা | ১,৫৬,১৯৯.৬৩ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ১৫ | XXXX৮৮৩৯ | আশিস কুমার নাগ | ২,৭৫,২০৬.৭৯ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ১৬ | XXXX৭০৮৪ | বিপ্লব কুমার মিশ্র | ৪৬,৬৫১.৮২ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ১৭ | XXXX১২৪৪ | দেবাশিস বেরা | ৮,৪৯,১৪৩.৪৪ | ২২-০৫-২০২৪ |
| ১৮ | XXXX৫৯৮৩ | সুদীপ সত্য গাঙ্গুলি | ২,৯৬,৬৩৬.৫৬ | ০৬-০৬-২০২৪ |
| ১৯ | XXXX৬২২১ | শ্যামলি বোস | ২১,০৫৩.৮৩ | ২২-০৫-২০২৪ |

তারিখঃ ১০ই জুন ২০২৪ স্বা/-
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **E.E.(WS)/BPS, KMC** invites e-tender online percentage two bid system for following works :

**(1) NIT No. : KMC/WS/BNSBPS/24-25/03/1st Call**

Name of work : **Supply & delivery, installation & commissioning of 3 Pole AC Power Contactor of operational current 550 Ampere, supply Voltage 415 V, auxiliary control contact for VT Pump-Motor Panel at Bansdroni BPS**; Estimated Amount : ₹ **2,95,150.28**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **7 Days.**

**(2) NIT No. : KMC/WS/PPBPS/24-25/01/1st Call**

Name of work : **Installation, fitting and fixing of split type air conditioning machines for HT and LT Panel Room at Prafullapark BPS**; Estimated Amount : ₹ **1,89,875.96**; Earnest Money : ₹ **4,000.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date of submission of bid : **22.06.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; Tender will be opened on : **25.06.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available on and from **12.06.2024 - 2 pm (For Sl. No. 1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-V, KMC** invites online item/ percentage rate tenders in two bid system for the following works :

**(1) NIT No. : V/043/04/PUMP/2024-2025**

Name of the work : **Deployment of Pumps at different vulnerable water logging points within Borough-V, during the Monsoon**; Estimated Cost : **Actual Basis**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **153 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.06.2024 - 11 am**; Date and time of opening of Bid : **20.06.2024 - 11 am;**

**(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br.-V/044/52/2023-2024/D**

Name of the work : **Thorough repairing of footpath at Nil Madhab Sen Ln. in between M.G. Rd. to Nil Madhab Sen Ln. in Ward No. 44**; Estimated Cost : ₹ **2,36,360.35 (Incl. GST & Cess)**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **22.06.2024 - 11 am**; Date and time of opening of Bid : **24.06.2024 - 11 am**; The bid forms and other details are available on and from **08.06.2024 - 5 pm (For Sl. No. 1) and 11.06.2024 - 5 pm (For Sl. No. 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **D.G. (M)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate in two bid system for following works :

**(1) NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-36R/2023-24**

Name of the work : **Contractual operation of Drum Mix Plant (Mechanical) occasionally at night shift under Asphaltum Goragacha**; Estimated Cost : ₹ **4,82,820/-**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **180 Days**; Last date and time of submission of bid : **22.06.2024 - 1 pm**; Bid opening date for technical proposal : **24.06.2024 - 2 pm;**

**(2) NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/M-40/2023-24**

Name of the work : **Continuation of contractual operationj of Department Payloader under Asphaltum Goragacha**; Estimated Cost : ₹ **4,93,430/-**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **240 Days**; Last date and time of submission of bid : **22.06.2024 upto 12 noon;** Bid opening date for technical proposal : **24.06.2024 - 1 pm;**

**(3) NIT No. : KMC/DG(M)/ASP/GG/C05/2023-24**

Name of the work : **Engagement of labour for cleaning below Bin Boxes, Conveyor belt (gathering silinger, loc), mixing drum of plant and allied works at Asphaltum Goragacha under Road's (M) Department**; Estimated Cost : ₹ **4,47,120/-**; Earnest Money : ₹ **9,000.00**; Period of completion : **180 Days**; Last date and time of submission of bid : **22.06.2024 upto 12 noon**; Bid opening date for technical proposal : **24.06.2024 - 1 pm;**

**(4) NIT No. : KMC/ASPH/TRKPALMER-014/2023-24**

Name of the work : **Improvement of Road surface of Ananda Neogi Lane from 636 Rabindra Sarani to Ramkrishna Lane crossing in Ward No. 007, Br.-1 under Roads Mechanical Department**; Estimated Cost : ₹ **2,94,138.77**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of submission of bid : **24.06.2024 at 1 pm;**

**(5) NIT No. : KMC/ASPH/TRKPALMER-015/2023-24**

Name of the work : **Improvement of Road surface of Kaliprasad Chakraborty Street from premises No. 8 to Baghbazar Street crossing in Ward No. 007, Br.-1 under Roads Mechanical Department**; Estimated Cost : ₹ **4,97,068.12**; Earnest Money : ₹ **10,000.00**; Period of completion : **15 Days** ; Last date and time of submission of bid : **25.06.2024 at 1 pm (For Sl. No. 5)**; The bid forms and other details are available on and from **13.06.2024 - 5 pm (For Sl. No. 1), 12.06.2024 - 5 pm (For Sl. No. 2), 13.06.2024 - 5 pm (For Sl. No. 3) 15.06.2024 - 1 pm (For Sl. No. 4) and 18.06.2024 - 1 pm (For Sl. No. 5)** from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 5).** 24/24-25

## ফ্যাশন- রূপচর্চা

# সানস্ক্রিন ব্যবহার করছেন, মেনে চলুন এই নিয়ম গুলি

কাঠফাটা রোদে ঘরের ভেতরে থাকাই দায়। বাইরে বের হলে তো কথাই নেই। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ত্বকের যত্নে হাজারটা জিনিস ব্যবহার করলেও সানস্ক্রিন যদি না দেন, তাহলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকে এর প্রভাব নিজেই লক্ষ করতে পারবেন। দিনের বেলায় বাইরে বের হওয়ার আগে মেকআপ করুন বা না করুন, সানস্ক্রিন অবশ্যই ব্যবহার করা চাই। তবে সানস্ক্রিন কেনা কিংবা ব্যবহার করার আগে কোন ত্বকে কেমন সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন, কীভাবে ব্যবহার করবেন, ব্যবহারের কতক্ষণ পর রোদে বের হবেন ইত্যাদি বিষয় জানা থাকলে ভালো।

**ত্বক অনুযায়ী সানস্ক্রিন**

দিনের বেলায় অফিস, পার্টি অথবা ঘুরতে যাওয়ার সময় হালকা বা ভারী মেকআপ যাই করুন না কেন, মেকআপের আগে অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে, জানিয়েছেন রূপবিশেষজ্ঞ রাহিমা সুলতানা। তিনি বলেন, দিনের বেলায় মেকআপ ছাড়া তো বটেই, মেকআপের আগেও সানস্ক্রিন ব্যবহার করে নিলে ত্বক থাকবে সুরক্ষিত। তিনি আরও জানান, সানস্ক্রিন ব্যবহারের পর ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে তারপর মেকআপ শুরু করতে হবে।

বাজারে এখন নানা ব্র্যান্ডের, নানা ধরনের, নানা ফর্মুলার সানস্ক্রিন পাওয়া যায়। কোন ত্বকের জন্য কেমন সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে, জানতে চাইলে বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ বিউটি কেয়ারের রূপবিশেষজ্ঞ শারমিন কচি জানান, ত্বকের ধরন অনুযায়ী সানস্ক্রিন ব্যবহার করলেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া সম্ভব। সাধারণত ত্বকের ধরনকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। স্বাভাবিক, তৈলাক্ত, সংবেদনশীল ও শুস্ক। তিনি বলেন, কেনার সময় এমন সানস্ক্রিন কিনতে হবে, যেন সব ধরনের ত্বকে আর্দ্রতা পাওয়া যায়। অনেকেই বলেন যে সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে ত্বক বেশি ঘেমে যায়। সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে ঘাম যদি বেশি হয়, বিশেষত যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত, তাঁরা ক্রিমজাতীয় সানস্ক্রিন ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। শারমিন কচি জানান, যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত, তাঁরা ক্রিম বেজড সানস্ক্রিনের পরিবর্তে ম্যাট, জেল অথবা স্প্রেজাতীয় সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে পারেন। এতে করে ত্বক সহনশীল থাকবে, ঘামও কম হবে। ঘামের সমস্যা যদি অতিরিক্ত হয়, তাহলে ওয়াটারপ্রুফ সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে পারেন।

সমুদ্রে অথবা সুইমিং পুলে নামার আগে ওয়াটারপ্রুফ সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে। নয়তো জল ও ঘামের সঙ্গে সানস্ক্রিন উঠে যাবে। তেলতেলে ত্বক হলে জেল বা জলভিত্তিক সানস্ক্রিন আর ত্বক শুস্ক হলে তেলভিত্তিক সানস্ক্রিন ভালো কাজ করবে।

**মনে রাখা ভালো**

সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টার ভেতর রোদে বের হলে অবশ্যই ত্বকে সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন।

সানস্ক্রিন যেন চোখের সংস্পর্শে না আসে, সেদিকে লক্ষ রাখুন।

সানস্ক্রিন ব্যবহারের পর বাইরে থেকে ফিরে ত্বক অবশ্যই ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন।

সানস্ক্রিন ব্যবহার করার তিন থেকে চার ঘণ্টা পর ধুয়ে ফেলুন। আবার লাগান। না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

## বাড়ির ছাদে বাগান

**দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ জুনঃ** বাড়ির ছাদে বাগান! রয়েছে রকমারি ফুল ও ফলের গাছ। শিলিগুড়ির হাকিম পাড়ার নিবাসী, বাপি সাহার বাড়ির উপরে রয়েছে বাগান। সেই বাগানে রয়েছে রকমারি ফল ও ফুলের গাছ। রয়েছে আম গাছ, পেয়ারা গাছ, ডালিম গাছ, জামরুল গাছ, এছাড়া রকমারি ফুলের গাছ। খুব সুন্দর করে একার হাতেই তিনি সাজিয়েছেন এই বাগান। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। এই বাগানে উল্লেখযোগ্য জাপানের আম গাছ, এছাড়া আরো বিভিন্ন দেশের কিছু গাছ রয়েছে। অসাধারণভাবে তিনি সাজিয়েছেন এই বাগান। সকাল থেকেই গাছের পরিচর্যা শুরু করে দেন। গাছের প্রতি রয়েছে তার অগাধ ভালোবাসা। এই বিষয়টি নিয়ে জানান তিনি গাছপালা খুব ভালোবাসেন। ছোট থেকেই গাছের প্রতি তার ভালোবাসা, সে কারণে বাড়ির উপর বাগান বানিয়ে ফেলেছেন। তিনি গাছের পরিচর্যা করতে খুব ভালবাসেন, এও ২০১৩ সালে তিনি তার বাড়ির ছাদে এই বাগান বানিয়েছেন। অর্থাৎ তার বাগানের বয়স ১০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। তিনি জানান রোজ সকালে উঠে গাছের পরিচর্যার কাজ শুরু করেন।

## যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে পাথারকান্দির ভাঙা বাঁধ সংস্কারের কাজ

**পাথারকান্দি (অসম), ৯ জুন ঃ** সম্প্রতি বন্যা কবলিত পাথারকান্দি এসে রাজ্যের জলসম্পদ দফতরের মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, খুব শীঘ্র ভাঙা নদীবাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু হবে। সে অনুযায়ী দুদিন থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পাথারকান্দি থানাধীন বিলবাড়ির ভাঙা বাঁধ সংস্কারের কাজ চলছে। পক্ষকাল আগে ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে অবিরাম টানা বৃষ্টিতে লঙ্গাই নদীর জলস্তর বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পাথারকান্দির মোট পাঁচটি স্থানে বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট চলে গিয়েছিল জলের তলায়। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অসংখ্য ফিশারি, লক্ষাধিক বিঘা কৃষিজমির। বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের অনুরোধে ভাঙা বাঁধ পরিদর্শনে সরেজমিনে ছুটে আসেন রাজ্যের জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। স্বচক্ষে ভাঙা বাঁধ পরিদর্শন করে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে সেগুলি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মন্ত্রী। মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির দশদিনের মধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাঁধের কাজ শুরু হওয়ায় সন্তোষ ব্যক্ত করছেন স্থানীয় মানুষজন। এদিকে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বিভাগীয় মন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে বলেন, বিগতদিনের সরকার আর বর্তমান সরকারের মধ্যে এটাই পার্থক্য। বর্তমান বিজেপি জোট সরকার প্রতিশ্রুতির রাজনীতি করে না, বাস্তবে করে দেখায়।

## অসমবাসীর আশীর্বাদে মাতৃভূমির সেবা চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমি ঃ সর্বানন্দ

নয়াদিল্লি, ৯ জুন ঃ অসমবাসীর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে মাতৃভূমির সেবা চালিয়ে যেতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আজ রবিবার নরেন্দ্র মোদীর ঐতিহাসিক তৃতীয় মেয়াদের সরকারে পুনরায় ক্যাবিনেট মন্ত্রী পদে শপথ নিয়ে বলেছেন সর্বানন্দ সনোয়াল। আজ সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তৃতীয় মেয়াদের সরকারে পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্তালাপে অসমের ডিব্রুগড় আসনে নির্বাচিত সর্বানন্দ সনোয়াল বলেন, 'অসম তথা ডিব্রুগড় লোকসভা কেন্দ্রের জনগণের ভালোবাসা, আমার প্রয়াত মা-বাবার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আজ মোদীজির মন্ত্রিসভায় পুনরায় শপথ নিতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। আমাকে আবার মাতৃভূমির সেবা করার অনন্য সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি মোদীজির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জনতা জনার্দনের অনুপ্রেরণা শিরোধার্য করে আমি মোদীজির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে একটি স্বনির্ভর, উন্নত ও সমৃদ্ধ ভারত গড়ার লক্ষ্যে আমার নিবেদিত সেবা চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' সর্বানন্দ বলেন, 'গত দশ বছরে দেশে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে, তার জন্য দেশের মানুষ মোদীজির প্রতি তাঁদের আস্থা প্রদর্শন করেছেন। মোদীজির নেতৃত্বে ভারত বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার আগামী দিনে ভারতকে বিশ্বের তিনটি অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে স্থান করতে বদ্ধপরিকর।' তিনি বলেন, 'এ ক্ষেত্রে আমরা নিবেদিতপ্রাণ মনোভাব নিয়ে দেশের স্বার্থে কাজ করে যেতে বদ্ধপরিকর। ভারত এখন দ্রুত শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির নতুন উচ্চতায় এগিয়ে যাবে।'

## পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মত্যু নাবালিকার

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৯ জুন ঃ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুয়া গ্রামে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক নাবালিকার। রবিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে । এই ঘটনায় গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। জানা গিয়েছে, মৃত বালিকার নাম ওয়াফিয়া খাতুন। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার জনমদোল গ্রামে। শনিবারই মেয়েটি তার মায়ের সঙ্গে দাদুর বাড়ি বিরুয়া গ্রামে ঘুরতে এসেছিল। রবিবার বিকেলে সে সকলের অলক্ষ্যে বাড়ির পাশে পুকুরে স্নান করতে যায়। স্নান করার সময় সে কোনওভাবে মাঝ পুকুরে চলে যায়। সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠতে না পেরে পুকুরের তলায় তলিয়ে যায় ওয়াফিয়া। দীর্ঘক্ষণ ধরে মেয়েটিকে না দেখতে পেয়ে বাড়ির লোকজন খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। পরে বাড়ির পাশে পুকুরের জলে তল্লাশি চালাতেই তার খোঁজ মেলে। পরিবারের লোকজন শিশুটিকে উদ্ধার করে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে জানান।

## ত্রিপুরা টিটিএএডিসি নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র ফাঁস, আটক এক

আগরতলা, ৯ জুন ঃ ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি)-এর নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে আটক করা হয়েছে এক জেরক্স দোকানের মালিককে।পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি পরিতোষ দাস জানান, গতকাল টিটিএএডিসি-র উপ-জোনাল অফিসার এবং উপ-প্রধান কর্মকর্তা নিয়োগের পরীক্ষার বোর্ড সদস্য প্রদীপ দেববর্মা একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগপত্রে তিনি জানিয়েছেন, ৯ জুন টিটিএএডিসি-র সাব-জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং উপ-প্রধান কর্মকর্তার ১১০টি শূন্য পদের জন্য পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরীক্ষার একদিন আগে পরীক্ষার উত্তরপত্র ফাঁস হয়ে যায়। উত্তরপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত সন্দেহ সুজয় ঘোষ এবং চয়ন সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন পরীক্ষার বোর্ড সদস্য প্রদীপ দেববর্মা। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পশ্চিম আগরতলা থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত চালানো হয়, জানান ওসি পরিতোষ দাস। তদন্ত-অভিযানে নেমে জনৈক চয়ন সাহাকে আটক করা হয়েছে। চয়ন সাহা অ্যাডভাইজার চৌমুহনির বাসিন্দা এবং একটি জেরক্স দোকানের মালিক। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও জানান ওসি দাস।

চয়ন সাহার প্রদত্ত বয়ানের উদ্ধৃতি দিয়ে ওসি আরও জানান, টিটিএএডিসি-র নিয়োগ পরীক্ষার বোর্ড চেয়ারম্যান দাতামোহন জামাতিয়া নাকি জেরক্স করতে তাকে প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র দিয়েছিলেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধারণা করা হচ্ছে, সেখান থেকেই ফাঁস হয়েছে প্রশ্নপত্র, বলেন পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি পরিতোষ দাস।

প্রসঙ্গত, টিটিএএডিসি-র নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র ফাঁস হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট প্রশাসন সাব-জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং উপ-প্রধান কর্মকর্তার ১১০টি শূন্য পদ পূরণের জন্য পরীক্ষা স্থগিত রেখেছে।

## গন্ডাছড়ায় বিদ্যুৎ চপলতা, বিঘ্নিত পানীয়জল সরবরাহ, ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী

**গন্ডাছড়া (ত্রিপুরা), ৯জুনঃ** গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতেও গরমের কোন খামতি নেই বললেই চলে। এর উপর চলছে বিদ্যুতের লুকোচুরি খেলা। ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। বিদ্যুতের অভাবে পানীয় জল সরবরাহও বিঘ্নিত হচ্ছে। বলা ঘটনা ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমায়। কয়েক মাস যাবত গন্ডাছড়ায় বৃষ্টির দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে বৃষ্টির অভাবে কৃষক সহ জুমিয়াদের মাঠে মার খেতে হয়েছে। সঙ্গে চলছিল প্রচন্ড রৌদ্রের প্রখরতায় দহন যন্ত্রনা। পরিশেষে গত কয়েক দিন আগে থেকে কমবেশি বৃষ্টির দেখা পাচ্ছে গন্ডাছড়া মহকুমার মানুষজন। কিছুটা হলেও হাসি ফুটতে শুরু করেছে কৃষক এবং জুমিয়াদের মুখে। কিন্তু গত কয়েকদিন মহকুমায় বৃষ্টি হলেও প্রচন্ড দাবদাহ চলছেই।

অপরদিকে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে বিদ্যুতের লুকোচুরি খেলা চলছে। গন্ডাছড়া মহকুমায় বিদ্যুতের এই লুকোচুরি খেলা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। সব জেনেশুনেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে বেসরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানি ফিডকো। অনিয়মিত বিদ্যুতের ফলে গোটা গন্ডাছড়া মহকুমায় পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বিদ্যুতের অভাবে গোটা মহকুমায় পানীয় জলের যে উৎস গুলি রয়েছে সেই উৎসগুলির মোটরগুলি চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে গোটা মহকুমায় পানীয় জলের তীব্র সংকট পরিলক্ষিত হচ্ছে।

## উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর দ্বারা উদ্ধার ৪৫ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও ০৩ জন মহিলা যাত্রীদের সামগ্রী চুরি সাথে জড়িত ২৯ জন অভিযোগকারীকে আটক

**মালিগাঁও, ৯ জুন ঃ** ১৭ মে থেকে ৩১ মে, ২০২৪ তারিখের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিজেদের জোনের মধ্যে নিয়মিত তল্লাশি অভিযানের সময় মানব পাচারকারীর সাথে জড়িত থাকাএবং যাত্রীদের সামগ্রী চুরি করার অভিযোগে ৩২ জন ব্যক্তিকে আটক করে। বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে এই তল্লাশি অভিযানের সময় রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী বিভিন্ন স্থান থেকে ৪৫ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও ০৩ জন মহিলা সহ মোট ৪৮ জনকে সফলভাবে উদ্ধার করে এবং ০৩ জন মানব পাচারকারীকে আটক করে। একইভাবে, যাত্রীদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া প্রায় ৪,৯৫,০০০ টাকা মূল্যের মতো মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। অভিযানকারী দলটি মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ব্যাগ, নগদ টাকা ইত্যাদির মতো মূল্যবান জিনিস পত্র উদ্ধার করার পাশাপাশি এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ২৯ জন ব্যক্তিকে আটক করে। ২১ মে, ২০২৪ তারিখে সংঘটিত একটি ঘটনায় আরপিএফকিষানগঞ্জ (কেএনই) এবং এসআইবিকিষানগঞ্জ (কেআইআর)-এর যৌথ একটি দল নিয়মিত তল্লাশি অভিযানের সময় কিষানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন থেকে ০৩ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে। এছাড়াও তারা উদ্ধার অভিযানের সময় ০২ জন মানব পাচারকারীকে আটক করে এবং পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আইন অনুযায়ী উদ্ধারকৃত ছেলেগুলি সহ ধৃত ব্যক্তিদের ওসিজিআরপি কিষানগঞ্জের হাতে তুলে দেয়। একইভাবে ১৬ মে, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আরপিএফজলপাইগুড়ি রোড (জেপিই) এবং আলিপুরদুয়ার (এপিডিজে)-এর একটি যৌথ দল জলপাইগুড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১৫৬৫৮ ডাউন (ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস) থেকে ০১ টি হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে উদ্ধার করে। যৌথ দলটি এই ঘটনা সম্পর্কে ০১ জন সন্দেহভাজন মানব পাচারকারীকে আটক করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়। পরে জলপাইগুড়ি রোড আউটপোস্টের আরপিএফ পোস্টের দ্বারা উপযুক্ত সত্যতা যাচাই করে উদ্ধারকৃত মেয়েটিকে তার সম্পর্কীয় ভ্রাতৃর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

১৯ মে, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় নিউ জলপাইগুড়ির (এনজেপি) আরপিএফ ও জিআরপি টিম এনজেপি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ০২ জন ব্যক্তিকে আটক করে এবং তাদের কাছ থেকে প্রায় ৭৫,০০০ টাকা মূল্যের ০৫টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে, যা ট্রেন যাত্রীদের কাছ থেকে চুরি করা হয়েছিল। ১৭ মে, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় কাটিহারের আরপিএফ, জিআরপি ও সিপিডিএস-এর যৌথ দল নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় ০৫ জন ব্যক্তিকে আটক করে এবং রেল যাত্রীদের কাছ থেকে চুরি করা প্রায় ৫০,০০০ টাকা মূল্যের ০৫টি মোবাইল ফোন তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে। পরে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উভয় ঘটনার উদ্ধারকৃত মূল্যবান সামগ্রী সহ ধৃত ব্যক্তিদের নিউ জলপাইগুড়ি ও কাটিহারের জিআরপি আউটপোস্টের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ রেলযাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কাজের পাশাপাশি রেল ব্যবহারকারীদের দিকনির্দেশ এবং সাহায্য প্রদানের জন্য সবসময় প্রস্তুত।

ট্রেনে যাত্রা করার সময় কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে রেল যাত্রীরা ১৩৯ (টোল-ফ্রি) নম্বরে কল করতে পারেন।

## বিএসএফের গুলিতে হত বাংলাদেশি পাচারকারী

বিশালগড় (ত্রিপুরা), ৯ জুন ঃ সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত কলমচৌড়া বিওপির কাছে টহলদারী বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর জওয়ানদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে এক বাংলাদেশি পাচারকারী। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ঘটনার বিবরণ দিয়ে বিএসএফ জানিয়েছে, আজ ৯ জুন সকাল আনুমানিক সাড়ে সাতটা নাগাদ কলমচৌড়া বিওপির কাছে ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রায় ১৫০ গজ ভিতরে টহলরত বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের জওয়ানরা সশস্ত্র একটি বিশাল পাচারকারী দল ভারতের পণ্য সামগ্রী আন্তর্জাতিক সীমান্তের ওপারে নিয়ে যাওয়ার করার চেষ্টা করছিল। বিএসএফ তাদের বাধা দিলে চোরাকারবারীরা ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজীব কুমার নামের এক জওয়ানের দিকে তেড়ে আসে। পাচারকারী দলটি আক্রমণাত্মক হয়ে এক বিএসএফ জওয়ানকে ঘিরে তাঁর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তখন সরকারি সম্পত্তি এবং আত্মরক্ষায় এক রাউন্ড পিএজি গুলি চালান জওয়ান। পিএজি গুলি চালানোয় চোরাকারবারিরা মোটেই ভীত হয়নি। বরং তারা আরও ভয়ংকর হয়ে জওয়ান রাজীব কুমারকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। তখন বিএসএফ জওয়ান রাজীব কুমার তাঁর ইনসাস রাইফেল থেকে এক রাউন্ড গুলি চালাতে বাধ্য হন। মৃত চোরাকারবারিকে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মিরপুরের ওয়ার্ড নম্বর ৫-এর বাসিন্দা জনৈক চিরু মিয়াঁর বছর ৩৫-এর ছেলে আনোয়ার হোসেন বলে শনাক্ত করা হয়েছে। সীমান্ত এলাকা থেকে বিএসএফ বিপুল পরিমাণের চিনি, ছুরি এবং কাঠের তক্তা উদ্ধার করেছে।

## রানিগঞ্জ দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য নামী স্বর্ণবিপণিতে, চলল গুলি

**আসানসোল, ৯ জুন ঃ** দিনেদুপুরে ডাকাতির চেষ্টা রানিগঞ্জের নামী স্বর্ণবিপণিতে। রবিবার দুপুরে রানিগঞ্জের শো-রুমের সামনে এসে গুলি চালায় একদল দুষ্কৃতী। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই রীতিমতো গুলিযুদ্ধ শুরু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সাতজন দুষ্কৃতী ছিল, সকলেই গুলি চালাতে চালাতে পালিয়ে গিয়েছে। তাদের হাতে ছিল একটি ব্যাগ। কী কী খোয়া গিয়েছে, তা জানা যায়নি এখনও। তবে পুলিশের পালটা গুলিতে একজন আহত হয়েছেন। সে দুষ্কৃতী দলের বলেই জানা যাচ্ছে। এলাকায় পড়ে প্রচুর গুলির খোল। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার দুপুরে রানিগঞ্জের নামী স্বর্ণবিপণিতে ডাকাতির চেষ্টা হয়। দুষ্কৃতীরা সদলবলে হামলা চালায়। দোকানের নিরাপত্তারক্ষী বাধা দিলে তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়। তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পৌঁছয় আসানসোল কমিশনারেটের পুলিশের কাছে। ডিসি ধ্রুব দাস জানিয়েছেন, পুলিশ দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। দোকানের কর্মীদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, দোকানে ঢুকেই দুষ্কৃতীরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখায় নিরাপত্তারক্ষীদের। তাঁদের হাতে থাকা রাইফেল কেড়ে নিয়ে শুরু হয় লুটপাট। তার পর লুটের গয়না ব্যাগে ভরার সময়ে পুলিশ গিয়ে পৌঁছয়। পুলিশকে দেখে গুলি চালায় ডাকাতদলের সাতজন। দুপক্ষের গুলিযুদ্ধের মাঝে পড়ে আহত হয় ডাকাতদলের একজন। তা সত্ত্বেও তাকে নিয়ে বাইক চড়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পুলিশ দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার করেছে।

**Name Change**
I, (Old Name) MD MAJARUL SEKH S/o- BASED SK, Residing at, Vill- Indrahat, Post- Purandapur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742171, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD MAJARUL SEKH To MAJARUL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MAJARUL SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, MAJARUL SK and MD MAJARUL SEKH both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) MD BASED S/o- FARING, Residing at, Vill- Indrahat, Post- Purandapur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742171, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD BASED To BASED SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BASED SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, BASED SK and MD BASED both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) OLIULLA SK S/o- ASKAR SK, Residing at, Vill- Benipur, Post- Benipur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742137, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from OLIULLA SK To ALIULLA SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ALIULLA SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, ALIULLA SK and OLIULLA SK both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) OSILA BIBI W/o- ASKAR SK, Residing at, Vill- Benipur, Post- Benipur, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742137, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from OSILA BIBI To TAHIDA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TAHIDA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, TAHIDA BIBI and OSILA BIBI both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) NAKIMUDDIN SEIKH S/o- HAYATULLA SK, Residing at, Vill- Nutungram, Post- Nutungram, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742137, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NAKIMUDDIN SEIKH To NAKIM SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NAKIM SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, NAKIM SK and NAKIMUDDIN SEIKH both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) MD ABDUS SALAM S/o- HAJI SAMSUDDIN, Residing at, Vill- Bakharpur, Post- Bakharpur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD ABDUS SALAM To ABDUS SALAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUS SALAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, ABDUS SALAM and MD ABDUS SALAM both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) DIPAK KUMAR MANDAL S/o- DILIP MANDAL, Residing at, Vill- Murutia Mathpara, Post- Baliadanga, Ps- Murutia, Dist- Nadia, Pin- 741152, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DIPAK KUMAR MANDAL To DIPAK MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DIPAK MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, DIPAK MONDAL and DIPAK KUMAR MANDAL both are Same and one identical person.

**Name Change**
I PREM AGARWAL, S/O YOG PRAKASH, R/O 20,SARAT CHATTERJEE ROAD, 3RD FLOOR,PS- LAKE TOWN, NORTH 24 PARGANAS, 700089, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PREM KUMAR AGARWAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/06/2024,THAT PREM AGARWAL AND PREM KUMAR AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I VIRENDRA LAL RAMBAHADUR CHAUDHARY,S/O RAM BAHADUR CHAUDHARY, R/O H/NO-58, BL NO -13, PO-KANKINARA, BARRACKPORE, 743126, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIRENDRA LAL CHAUDHARY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/06/2024,THAT VIRENDRA LAL RAMBAHADUR CHAUDHARY AND VIRENDRA LAL CHAUDHARY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I SK RAFIUL ISLAM,S/O RAFIUL ISLAM SEKH, R/O METEKHAL MOLLAR CHOWK POLDHAR,PO BHAGABATIPUR, HOOGHLY RURAL-712701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAFIUL ISLAM SEKH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT SRIRAMPUR, HOOGHLY ON 15/05/2024, THAT SK RAFIUL ISLAM AND RAFIUL ISLAM SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I SK JAHIRUL ISLAM, S/O SEKH NURUL ISLAM, R/O METEKHAL MOLLAR CHOWK POLDHAR, PO BHAGABATIPUR, HOOGHLY RURAL-712701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHERUL ISLAM SEKH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT SRIRAMPUR,HOOGHLY ON 15/05/2024,THAT SK JAHIRUL ISLAM AND JAHERUL ISLAM SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**
I, TINKU DAS, W/O Asish Das, resident of Nabagram Middle Road, 8 Lane, P.O. Panchpota, P.S. Sonarpur now Narendrapur, Kolkata 700152, West Bengal, shall henceforth be known as TINKU DAS SAMADDAR as declared before the First Class Judicial Magistrate, Alipore Court, South 24 Parganas, W.B-700027, vide affidavit no 34224 dated 07.06.2024, TINKU DAS and TINKU DAS SAMADDAR both are same and identical person.

**Name Change**
I RUMANA BEGAM, W/O JAHERUL ISLAM SEKH, R/O METEKHAL MOLLAR CHOWK POLDHAR, PO BHAGABATIPUR, HOOGHLY RURAL-712701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUMMANA BEGAM SEKH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/06/2024, THAT RUMANA BEGAM AND RUMMANA BEGAM SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

## মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পুরীর সৈকতে সুদর্শনের বালুশিল্প

পুরী, ৯ জুন ঃ তৃতীয়বারের জন্য দিল্লির মসনদে বসতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। রবিবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন মোদী। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান নিয়ে দিল্লি জুড়ে সাজো সাজো রব।সেই উপলক্ষ্যে এবার বালুশিল্পের মাধ্যমে দিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানালেন বালুশিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক। পুরীর সমুদ্র সৈকতে বালি দিয়ে মোদীর মূর্তি গড়েছেন তিনি। বিকশিত ভারতের থিমে তৈরি বালুশিল্পের মূর্তিতে লেখা ''অভিনন্দন মোদী জি।'' এর আগেও একাধিকবার বিভিন্ন বিষয়ে. বালুশিল্প গড়ে তাক লাগিয়েছেন শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়েক।

## বৃষ্টিতে বানভাসি মুম্বই, জলমগ্ন একাধিক এলাকা

মুম্বই, ৯ জুন ঃ শনিবার সন্ধ্যারাতের কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে ভাসলো মুম্বই। যার জেরে জলমগ্ন মুম্বইয়ের বেশকিছু অংশ। হাঁটু অবধি জল জমে যায় .কয়েকটি রাস্তায়। ব্যাহত হয় যান চলাচল। আগামী ২-৩ দিনে বর্ষা ঢুকবে মুম্বইতে, এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। হওয়া. অফিস এও জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

## ভাবনগরে ভয়াবহ আগুন, পুড়ে ছাই ৪টি দোকান

ভাবনগর, ৯ জুন ঃ রাজকোটের গেমিং জোনের পর ফের গুজরাটে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে .গেল ৪টি দোকান। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাটের ভাবনগরের ভারতেজ গ্রামে।জানা গেছে, স্থানীয় বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া ৪টি দোকানে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দমকল বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কীভাবে আগুন লাগল খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## ভূকম্পন রাজস্থানে, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

সিকার, ৯ জুন ঃ শনিবার রাতে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজস্থান। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৯। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার রাত ১১ টা ৪৭ মিনিটে রাজস্থানের সিকারে এই কম্পন অনুভূত হয়।কম্পনের মাত্রা খুব বেশি না হলেও, আতঙ্কে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

## গান্ধীজি-বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধা জানালে মোদী

নয়াদিল্লি, ৯ জুন ঃ শপথ নেওয়ার আগে রবিবার সকালে রাজঘাটে পৌঁছে গেলেন নরেন্দ্র মোদী। সেখানে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানান তিনি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর স্মৃতিতেও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন মোদী। উল্লেখ্য, রবিবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদী। নেহরুর পর এই প্রথম কোনও রাষ্ট্রনেতা তৃতীয়বার দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছেন।

## জম্মু-কাশ্মীরে মোদীর মুখোশ পরে যোগব্যায়াম

নয়াদিল্লি, ৯ জুন ঃ রবিবার রাজধানীতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। এদিন সন্ধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। উৎসবের মেজাজে দিল্লি। দিল্লির পাশাপাশি সমগ্র দেশজুড়েই ধরা পড়ছে উন্মাদনার ছবি। এদিন বারাণসীর ঘটে গঙ্গায় দুধ ঢেলে চলে আরতি। অন্যদিকে মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জম্মু ও কাশ্মীরেও ধরা পড়েছে অন্য ধরনের ছবি। মোদীর মুখোশ পরে যোগব্যায়াম করতে দেখা গিয়েছে একদল মানুষকে। মোদীকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন তাঁরা।

## বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ অভিযান কর্মসূচি পালন করা হলো সুন্দরবনে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৯ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস চলে গেছে গত ৫ ই জুন বুধবার। কিন্তু তার রেশ এখনো চলছে সুন্দরবনে। বিশ্ব উষ্ণায়নে ভুগছে সারা বিশ্ব। আর এর হাত থেকে বাঁচতে প্রয়োজন বেশি বেশি

করে বৃক্ষ রোপণ করা। আর তাই রবিবার সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা (ছাত্র শক্তি) যৌথ ভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করলো।এদিন এই চারা গাছ রোপণের সূচনা হয় সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমার তালদি সুরাবালা শিক্ষাযত্ন ফর গার্লস স্কুল প্রাঙ্গণে। বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকশিক্ষিকা দের পাশাপাশি এই এলাকার প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সমাজ সচেতন বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে। সাইকেলে রেলির মাধ্যমে সুরাবালা শিক্ষাযাতন ফর গার্লস স্কুল এবং মোহন চাঁদ হাই স্কুলের মধ্য দিয়ে.১০ কিলোমিটার অতিক্রম করে হোমড়া পলতা হাই স্কুলে গিয়ে সচেতনতা মূলক রেলির সমাপ্তি হয়। এদিন এই বর্ণাঢ্য বৃক্ষরোপণ যাত্রায় পরিবেশ সচেতন সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে ছবি, প্লাকার্ড ছাড়াও বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত হয়। পরিবেশ সম্পর্কিত বার্তা দিতে মাইকিং করা হয়। গাছ কাটা বন্ধ করতে হবে , আরোও সবুজয়ান করতে হবে, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে কিভাবে দিনের পর দিন তাপ প্রবাহ বাড়ছে , এই উষ্ণতা কমানোর জন্য এই পরিবেশে সচেতন করতে হবে তা প্রচার করা হয়। পরবর্তী কালে এই শোভাযাত্রার সমাপ্তি স্থল হোমড়া পলতা হাই স্কুল প্রাঙ্গনে একটি আলোচনা সভা হয় পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে।এই আলোচনা সভায় কয়েকশো ছাত্রছাত্রী ছাড়া ও স্থানীয় মানুষ জন উপস্থিত ছিলেন। এদিনের বৃক্ষরোপণ অভিযান যাত্রায় ১০০ টির উপর চারা গাছ রোপন করা হয় এবং আগামী বর্ষার সময়ে ৫ শতাধিক চারা গাছ রোপন করা হবে বলে ও এদিন উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়। আগামীদিনে তাল এবং খেজুর গাছ লাগানো হবে বলে ও জানানো হয় এদিন।

# মালদহের পর এরাজ্যে আম চাষে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে হুগলি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৯ জুন ঃ মালদহের পর এরাজ্যে আম চাষে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে হুগলি। ব্যান্ডেল, সুগন্ধা, চুঁচুড়া, গোটু সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় আমের বাগান রয়েছে। ফলনও হয়েছে প্রচুর। তবে গত কয়েক বছরের তুলনায় এবছর আমের ফলন কম। প্রতিবছর বাগান মালিকদের কাছ থেকে লিজ নিয়ে আম চাষ করেন চাষিরা। হুগলি থেকে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, চেন্নাই, দিল্লিসহ অন্যান্য রাজ্যে পাড়ি দেয় এই রাজ্যের আম। এবছর ফলন কম, তবে তা সত্ত্বেও যোগীরাজ্যে পাড়ি দেবে হুগলির আম। এবছর আমের ফলন কম, চাহিদা থাকলেও অন্যান্য রাজ্যে যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমের মুকুল আসার সময়ও বৃষ্টির দেখা মেলেনি। তীব্র গরমে অসময়ে ঝরে পড়েছে আমের মুকুল। তার উপর বেড়েছে ওষুধ ও শ্রমিকের খরচ। অধিকাংশ চাষি যারা বাগান লিজ নিয়ে চাষ করেছেন। তবে লাভের মুখ দেখতে পাবে না বলেই মনে করছেন। সামনেই রয়েছে

জামাইষষ্ঠী, তার আগে জামাইদের পাতে আম দিতে শাশুড়িদের বেশ খরচ করতে হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এক আম চাষি বলেন, প্রতিবারই বাগান লিজ নিয়ে চাষ করতে হয়। এবছর আমের যা ফলন তাতে চাষিরা যে টাকা খরচ করেছে, তা উঠবে না। আমের মুকুল আসার পর গাছে তিনবার স্প্রে করতে হয়। নাবী বোলের সময় আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্য মুকুল ঝরে গিয়েছে। ওষুধের দাম অত্যাধিক বেড়ে গিয়েছে। তার উপর বেড়েছে শ্রমিকের খরচ। আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকার লিজ নিয়ে চাষ করা হয়েছে। কিন্তু এবছর সেই টাকা উঠবে কিনা সেটাই এখন চিন্তার বিষয়।

ব্যবসায়ী তাপস পাল জানান, গত বছরের তুলনায় আবহাওয়ার জন্য এবছরে ফলন অনেক কম। যারা বাগান নিয়ে. চাষ করেছে তাদের অনেকের কাছে ফলন হয়নি। গাছপাকা হিমসাগর পাইকারি দরে বিক্রি হচ্ছে ৮০- ৮৫ টাকা। গটু বাজারে অন্যান্য বছর ১০০ টা গাড়ি লোড করা হয়, কিন্তু এ বছর ৮ থেকে ১০ টা করে গাড়ি লোড করা হচ্ছে। এ বছর ৮ থেকে ১০ টন করে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে এ রাজ্যের আম, অন্যান্য বছরের তুলনায় যা দশ শতাংশ। যে পরিমাণ দাম বেড়েছে তাতে মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। তবে যাই হোক ষষ্ঠীতে জামাই পাতে অল্প পরিমাণে আম দিতে পারবেন শাশুড়িরা।

## রবিতেও তিলোত্তমায় অস্বস্তিকর আবহাওয়া, জেলায় তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস

কলকাতা, ৯ জুন ঃ রাজ্যের একাধিক জেলায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছে মৌসুমী বায়ু। কিন্তু এরপর মৌসুমী অক্ষরেখা খুব একটা বেশি এগোচ্ছে না। সোমবার ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে। সঙ্গে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি জারি থাকবে। কলকাতায় নির্ধারিত সময়ের আগেই বর্ষা প্রবেশ করার সম্ভাবনা নেই। বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হতে পারে। আগামী সপ্তাহের শেষে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমী বায়ু কলকাতায় প্রবেশ করতে পারে। রবিবার দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া , উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়াতে বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। অন্যান্য জেলাগুলিতে হতে পারে বৃষ্টিপাত। সোমবারও অধিকাংশ জেলাতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকার সম্ভাবনা। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, নদিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া এবং হুগলি। অন্যান্য জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। মঙ্গলবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলিতে শুষ্ক আবহাওয়া থাকতে পারে। রবিবার থেকে আগামী বুধবার পর্যন্ত রাজ্যের একাধিক জেলায় তাপপ্রবাহ চলবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি শুরু হলেও কলকাতায় সময়ের আগে বর্ষা ঢোকার কোনও সম্ভাবনাই নেই। অর্থাৎ আরও বেশ কয়েকদিন এই অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে দিয়েই যেতে হবে শহরবাসীকে। এদিকে বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান ও পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবারের আগে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

## ফরাক্কায় ঘোষনা ছাড়াই কাজ কেন? জ্যামে ক্ষুব্ধ জনতা

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ৯ জুন ঃ কোনরকম আগাম ঘোষণা ছাড়াই ফারাক্কা ব্যারেজের রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্যাম। তীব্র গরমের এই সময়ে ভীষন কষ্টের মধ্যে নিত্য যাত্রীরা। বাস দাড়িয়ে, লরি দাড়িয়ে। আবারও সেই ২০১৯ সালের কাজ চলার সময়ের বিভীষিকা পরিস্থিতি। বয়স্ক ব্যক্তি থেকে শুরু করে ছোট ছোট শিশুদের আহাজারি। প্রশাসনের তৎপরতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

## দিল্লিতে গেলেন দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুন ঃ শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দিল্লি যাওয়ার জন্য কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌছলেন দিলীপ ঘোষ। এদিন বিমানবন্দরে তিনি বলেন, শপথ অনুষ্ঠানের যোগ দিতে আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে যাচ্ছি। এছাড়াও দিল্লির বাস ভবনে বেশকিছু মালপত্র আছে সেগুলো খালি করতে হবে।

## প্রতিদিন ২০০ মেট্রিক টন লঙ্কা যাচ্ছে বাংলাদেশে, খুশি বালুরঘাটের কৃষকরা

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৯ জুন ঃ বাংলাদেশে পাঠানো শুরু হল কাঁচালঙ্কার। দাম বাড়তে শুরু করায় খুশি জেলার লঙ্কা চাষিরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকে ব্যাপক হারে হয় লঙ্কার চাষ। ওই ব্লকের ফুলবাড়ি এলাকায় রয়েছে পাইকারি লঙ্কার বাজার। জেলা তো বটেই, ভিন জেলা থেকে পাইকাররা এসে লঙ্কা কিনে নিয়ে যায়। তবে অধিক হারে উৎপাদিত লঙ্কা সেই বাজারে এনেও মিলছিল না দাম। পাইকাররা লঙ্কার দাম রাখে প্রতি কিলো ২০ থেকে ২৫ টাকা। ফলে উৎপাদন খরচটুকু উঠছিল না চাষিদের। দাম না পেয়ে আগে নিজেদের উৎপাদিত লঙ্কা রামপুর ফুলবাড়ি ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ফেলে প্রতিবাদ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছিল চাষিরা।

তপনের কাঁচালঙ্কা বাজারে উঠতে

শুরু করেছে। আবার এই মুহূর্তে বাংলাদেশে লঙ্কার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সেই কারণে ভারত থেকে তারা লঙ্কা আমদানি করতে চেয়েছিল। তারপরেই কেন্দ্রের ছাড়পত্র মিলেছে। অবশেষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে লঙ্কা রপ্তানি শুরু করা হয়েছে ভারত থেকে। প্রতিদিন ২০০ মেট্রিক টন লঙ্কা যাচ্ছে বাংলাদেশে। এতেই একটু একটু করে দাম উঠছে। লঙ্কা চাষি আব্দুল মিঞা বলেন, এবার ভাল দাম উঠতে শুরু করেছে। প্রতি কিলো লঙ্কার দাম ৫০ থেকে ৭০ টাকা পর্যন্ত উঠছে। এভাবে বিক্রির বাজার থাকলে আমরা আরও উৎসাহ পাব এই চাষে। হিলি এক্সপোর্টাস এন্ড কাস্টম ক্লিয়ারিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র জানান, বাংলাদেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিন লঙ্কা যাচ্ছে। তাই এখন লঙ্কা চাষীদের মুখে হাসি ফুটেছে।

## উত্তরবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের

সকাল থেকে মেঘলা আকাশ। রবিবার সকাল ৭.৩০ নাগাদ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে। গ কয়েকদিনের তীব্র দাবদাহের পর এদিন সকাল থেকে বৃষ্টি হওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তি জেলাবাসীর। বৃষ্টির কারণে রবিবার ছুটির দিন বাজার করতে আসা ক্রেতা বিক্রেতারা কিছুটা হলেও সমস্যা সম্মুখীন হবেন। তবে বৃষ্টির এই চাপ তারা নিতে অভ্যস্থ। সামনেই বর্ষা তাতেও তাদের সমস্যা বাড়বে।

## বেআইনিভাবে ট্রেনে সবজি নিয়ে যাতায়াত, সবজি বিক্রেতাদের দাদাগিরির অভিযোগ, নিত্যযাত্রীদের চরম দুর্ভোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ জুন ঃ আবারো কামরূপ এক্সপ্রেস ট্রেনে সবজি বোঝাই করে নিয়ে যাতায়াত। ঘটনায় জানা যায় ধূপগুড়ি স্টেশন থেকে মহিলা ব্যবসায়ী ৭ থেকে ১০ বস্তা বোঝাই সবজি নিয়ে কামরূপ ট্রেনের জেনারেল বগিতে উঠেছিলেন তার যে সবজিগুলো কামরার বাথরুমে এমন ভাবে রেখেছিল যে বাথরুম কেউ যেতে পারছে না এমনকি এক মহিলা যাত্রীর পায়ে সেই বস্তা ফেলে দেয় তৎক্ষণাৎ সেই মহিলা প্রতিবাদ করলে ব্যবসায়ী মহিলা তেড়ে আসে এবং বচসায় জড়িয়ে পড়ে। মহিলা ব্যবসায়ী এবং ট্রেন যাত্রী ঘটনার কিছুক্ষণ পর সেই যাত্রী কমপ্লেন করে দেয় রেল দপ্তরকে তৎক্ষণাৎ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে আরপিএফ অফিসার এসে সেই মহিলার সাথে কথা বলে সবজি বস্তাগুলো সব নামিয়ে দেয় এই ঘটনায় রীতিমতো সেই জেনারেল কামরায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। নিত্যযাত্রীদের অভিযোগ আমরা টিকিট কেটে উঠার পরে এরকম হয়রানি কেন হব প্রশ্ন তুলছে রেল কামরায় থাকা যাত্রীরা অতিষ্ট হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে আরপিএফ অফিসার আসলে যাত্রিরা অভিযোগ করে বলেন মহিলা সবজি ব্যবসায়ীর

দপ্তর কেউ যে ব্যবসায়ীদের জন্য এক্সট্রা কামনা দিতে পারে এমনকি মহিলা পুরুষ বাথরুমে যেতে পারছে না। এ ধরনের ঘটনায় রেলের আচরণে ক্ষুব্ধ তারা। রেল কর্তৃপক্ষের কাছে ট্রেনের ভেতর এভাবে বেআইনিভাবে সবজি যাতায়াত বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন যাত্রীরা।

## ফের গাজা থেকে উদ্ধার ৪ পণবন্দির দেহ! নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে বন্দিদের পরিবার

৯ জুন ঃ কয়েকদিন আগেই ইজরায়েলকে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল আমেরিকা। পাশাপাশি জোর দেওয়া হয়েছে গাজায় হামাসের ডেরায় থাকা পণবন্দিদের মুক্তির বিষয়েটাও। কাছের মানুষদের ঘরে ফিরে আসার অপেক্ষা করছে পণবন্দিদের পরিবারগুলো। কিন্তু এর মাঝেই ফের গাজা থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪ জনের দেহ। গত আট মাস ধরে তাঁরা হামাস জঙ্গিদের হাতে বন্দি ছিলেন। সোমবার এমনটাই জানিয়েছে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী। ফলে আরও চাপ বাড়ছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর উপরে।

হামাস জঙ্গিদের সমূলে নিধন করতে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তেল আভিভ। উত্তর থেকে দক্ষিণ তীব্র হামলা চলছে সর্বত্র। এদিন ইজরায়েলি সেনার মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি জানিয়েছেন, দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস শহর থেকে ৪ পণবন্দির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের একসঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন আমিরাম কুপার, ইয়োরাম মেটজার ও হাইম পেরি নামে ৩ জন। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগেই হামাস একটি

ভিডিও প্রকাশ করেছিল। যেখানে ওই ৩ জন তাঁদের মুক্তি নিয়ে কাকুতিমিনতি করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাড়ি ফেরা হল না তাঁদের।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস। অপহরণ করে নিয়ে যায় প্রায় দুশোর উপর মানুষকে। তার পর তাঁদের দ্রুত মুক্তি নিয়ে সরব হয়েছে আন্তর্জাতিক মহল। গত মে মাসেই গাজার জাবালিয়া শহর সহ একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়ে ৬ জনের দেহ উদ্ধার করে আইডিএফ। সকলের দেহ ইজরায়েলে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন পণবন্দিদের লুকিয়ে রাখা থাকতে পারে এমন জায়গায় চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস। গাজা থেকে দেহ উদ্ধারের খবর পেয়েই আরও উদ্বেগ বেড়েছে পণবন্দিদের পরিবারের। তারা সকলেই ফের একবার ইজরায়েলের সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, দ্রুত যেন বন্দিদের ফেরানোর বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তাদের মুক্তি নিয়ে ইজরায়লের অন্দরেই ক্ষোভ বাড়ছে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে। এই মুহূর্তে প্রায় শতাধিক মানুষ বন্দি রয়েছেন হামাসের হাতে। অন্যদিকে, রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধ থামানো নিয়েও ক্রমাগত চাপ বাড়ানো হচ্ছে নেতানিয়াহুর উপর। বলে রাখা ভালো, গত শনিবারই হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন ইজরায়েলকে। প্রাথমিক ভাবে অন্তত ৬ মাসের জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি হামাসকেও পণবন্দিদের প্রত্যর্পণ করতে হবে। এর পর ধাপে ধাপে গাজা থেকে ইজরায়েলি সেনা সরানো কিংবা প্যালেস্তিনীয় বন্দিদেরও মুক্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদিও নেতানিয়াহু এখনও এমন কোনও সম্ভাবনা নিয়ে উৎসাহ দেখাননি। এখন তিনি কি করেন সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা বিশ্ব।

## উত্তর পূর্ব রেলে ১৪ জুন রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার কর্তৃক প্রাক-নন-ইন্টারলক এবং নন-ইন্টারলক কাজ এবং পরিদর্শনের কারণে, ট্রেনগুলি বাতিল, পুনঃশিডিউলিং, নিয়ন্ত্রণ, শর্ট টার্মিনেশন এবং ডাইভারশন হবে

গোরখপুর, ৮ জুনঃ ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে এবং অপারেশনাল স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, লখনউ জংমানকনগর এবং আইশবাগমানকনগর স্বাধীন লাইনের কাজ রেলওয়ে প্রশাসনের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, যার কারণে গোরখপুর থেকে ট্রেনের চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। আইশবাগ থেকে দিল্লি, মুম্বাই যাওয়ার সুবিধা হবে। এই লাইনের চালু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, ১৪ জুন, ২০২৪ তারিখে রেলওয়ে নিরাপত্তা কমিশনার কর্তৃক প্রাক-নন-ইন্টারলক এবং নন-ইন্টারলক কাজ এবং পরিদর্শনের কারণে, ট্রেনগুলি বাতিল, পুনঃশিডিউলিং, নিয়ন্ত্রণ, শর্ট টার্মিনেশন এবং ডাইভারশন হবে। নিম্নরূপ করা হবে। বাতিলকরণ ০৫৩২৩ চাপড়া-আনন্দ বিহার টার্মিনাল স্পেশাল ট্রেন, পূর্বে ১০ জুন, ২০২৪ তারিখে চাপরা থেকে পরিবর্তিত রুটে চালানোর জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল, বাতিল থাকবে। ২২৫৩১২২৫৩২ ছাপড়া-মথুরা-ছাপড়া এক্সপ্রেস, ১০, ১২ এবং ১৪ জুন, ২০২৪ তারিখে ছাপরা থেকে পরিবর্তিত রুটে চালানোর জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে, বাতিল থাকবে। পুনর্নির্ধারণ ২২৯২২ গোরখপুর-বান্দ্রা টার্মিনাস এক্সপ্রেস, ১১ জুন, ২০২৪-এ গোরখপুর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত, গোরখপুর থেকে ৯০ মিনিটের মধ্যে পুনরায় নির্ধারিত হবে। লক্ষ্ণৌ জং ১২৫৩৫ লখনউ জং.রাযপুর এক্সপ্রেস লখনউ ১৩ জুন, ২০২৪ থেকে চলছে। এটি ৩৯০ মিনিটে পুনঃনির্ধারণ করা হবে। লক্ষ্ণৌ জং ১৬০৯৪ লখনউ জং.চেন্নাই এক্সপ্রেস ১৩ই জুন, ২০২৪ থেকে লখনউ জং পর্যন্ত চলছে। এটি ২৮০ মিনিটে পুনঃনির্ধারণ করা হবে। ১৫০৬৫ গোরখপুর-পানভেল এক্সপ্রেস, ১৩ জুন, ২০২৪-এ গোরখপুর থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত, গোরখপুর থেকে ৫০ মিনিটের মধ্যে পুনরায় নির্ধারিত হবে এবং ১৪ জুন, ২০২৪ তারিখে, এটি গোরখপুর থেকে ১২০ মিনিটে চলবে। লক্ষ্ণৌ জং ১২০০৩ লখনউ জংনয়া দিল্লি এক্সপ্রেস ১৪ই জুন, ২০২৪ থেকে চলমান লখনউ (উত্তর রেলওয়ে) থেকে ৭০ মিনিটের মধ্যে পুনরায. নির্ধারিত হবে। লক্ষ্ণৌ জং ১৫০৫৪ লখনউ জংছাপরা এক্সপ্রেস ১৩ই জুন, ২০২৪ থেকে লখনউ জং পর্যন্ত চলছে। এখন থেকে ৬০ মিনিট পুনঃ নির্ধারণ করা হবে।নিয়ন্ত্রণ ১২১০৭ লোকমান্য তিলক টার্মিনাসসীতাপুর জং ০৮ জুন, ২০২৪-এ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে চলছে। এক্সপ্রেস রুটে ১০৫ মিনিট নিয়ন্ত্রণে চলছে। ১১১২৪ বারাউনিগোয়ালিয়র এক্সপ্রেস ১০ জুন, ২০২৪ তারিখে বারাউনি থেকে ৮০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে চলবে। ১৯৪০১ সবরমতি-লখনউ এক্সপ্রেস, ১০ জুন, ২০২৪-এ সবরমতি থেকে চালানোর জন্য নির্ধারিত, ২৭০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে চলবে। ১২ জুন, ২০২৪-এ পানভেল থেকে ১৫৬৬ পানভেল-গোরখপুর এক্সপ্রেস ৫০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে চালানো

হবে।সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি ১৫০৬৯ গোরখপুর-আইশবাগ এক্সপ্রেস ১১ থেকে ১৪ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত গোরখপুর থেকে চলা গোমতীনগর স্টেশনে তার যাত্রা শেষ করবে। এই ট্রেনটি গোমতীনগর স্টেশনে পৌঁছাবে ০৯.৫৫-এর পরিবর্তে ০৯.৫০ এ।সংশোধিত রুট পরিবর্তন ১২৫১২ কচুভেলি-গোরখপুর এক্সপ্রেস ০৯, ১১ এবং ১২, ২০২৪ তারিখে কোচুভেলি থেকে চলমান নির্ধারিত রুটের পরিবর্তে মানকনগর-লখনউ-মালহৌর পরিবর্তিত রুট দিয়ে চলবে। এই ট্রেনটি ৯ জুন, ২০২৪-এ ১৫০ মিনিট এবং ১১ জুন, ২০২৪-এ ৯০ মিনিটের জন্য চলবে। ১২৫৬৬ নিউ দিল্লি-দারভাঙ্গা এক্সপ্রেস ১১ এবং ১৩ জুন, ২০২৪-এ নতুন দিল্লি থেকে চলমান, আগের রুট মানকনগর-লখনউ-মালহৌর পরিবর্তে গাজিয়াবাদ-রোজা-সীতাপুর সিটিসীতাপুর-বুড়ওয়ালের পরিবর্তিত রুটে চলবে। ফলে এই ট্রেন কানপুর, উন্নাও, আইশবাগ এবং বাদশানগর স্টেশনে থামবে না। ১২৫৬৫ দারভাঙ্গা-নতুন দিল্লি এক্সপ্রেস, ১১ এবং ১৩ জুন, ২০২৪-এ দরভাঙ্গা থেকে চলমান, পূর্বের রুট মালহাউর-লখনউ-মানকনগরের পরিবর্তে সংশোধিত রুটে বুড়ওয়াল-সীতাপুর-সীতাপুর সিটিরোজা-গাজিয়াবাদ চলবে। ফলে এই ট্রেনটি বাদশানগর, আইশবাগ, উন্নাও এবং কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনে থামবে না। ২২৫৩৭ গোরখপুরলোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস, ২০২৪ সালের ১২ এবং ১৩ জুন গোরখপুর থেকে চলমান, পূর্বের পরিবর্তিত রুট মানকনগর-লখনউ-মালহৌর পরিবর্তে তার নির্ধারিত রুট মালহৌর-আইশবাগ-মানকনগর দিয়ে চলবে। ০২৫৬৩ বারাউনি-নয়াদিল্লি বিশেষ ট্রেনটি ১১ থেকে ১৪ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বারাউনি থেকে ছুটে চলেছে, পূর্বের বিজ্ঞাপিত পরিবর্তিত রুট মালহাউর-লখনউ-মানকনগরের পরিবর্তে পরিবর্তিত রুট বুড়ওয়াল-সীতাপুর-সীতাপুর সিটি-রোজা-গাজিয়াবাদ দিয়ে চলবে। ফলে এই ট্রেনটি আইশবাগ এবং কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনে থামবে না। ০২৫৬৯ দারভাঙ্গা-নয়া দিল্লি বিশেষ ট্রেনটি ১১ থেকে ১৪ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত দরভাঙ্গা থেকে চলমান, পূর্বের বিজ্ঞপ্তি পরিবর্তিত রুট মালহাউর-লখনউ-মানকনগরের পরিবর্তে সংশোধিত পরিবর্তিত রুট বুড়ওয়াল-সীতাপুর-সীতাপুর সিটিরোজাগাজিয়াবাদ দিয়ে চলবে। ফলে এই ট্রেনটি আইশবাগ এবং কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনে থামবে না। ০২৫৭০ নিউ দিল্লি-দারভাঙ্গা স্পেশাল ট্রেনটি ১১ থেকে ১৪ জুন, ২০২৪ এর মধ্যে নতুন দিল্লি থেকে চলমান পরিবর্তিত পরিবর্তিত রুট গাজিয়াবাদ-রোজা-সীতাপুর সিটিসীতাপুর-বুড়ওয়ালের পরিবর্তে পূর্বে ঘোষিত পরিবর্তিত রুট মানকনগর-লখনউ-মালহাউর দ্বারা চালানো হবে। . ফলে এই ট্রেন কানপুর ও আইশবাগ স্টেশনে থামবে না। ০২৫৬৪ নতুন দিল্লি থেকে ১১ থেকে ১৩ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত নতুন দিল্লি-বারউনি স্পেশাল ট্রেনটি পরিবর্তিত পরিবর্তিত রুট গাজিয়াবাদ-রোজা-সীতাপুর সিটি-সীতাপুর-বুড়ওয়ালের পরিবর্তে পূর্বের বিজ্ঞাপিত পরিবর্তিত রুট মানকনগর-লখনউ-মালহৌর মাধ্যমে চালানো হবে। . ফলে এই ট্রেন কানপুর সেন্ট্রাল এবং আইশবাগ স্টেশনে থামবে না। ১৫৭০৮ অমৃতসর-কাটিহার এক্সপ্রেস ১১ থেকে ১৩ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অমৃতসর থেকে চলমান পূর্ববর্তী পরিবর্তিত রুট মানকনগর-লখনউ-মালহৌর পরিবর্তে তার নির্ধারিত রুট মানকনগর-আইশবাগ-মালহাউর দিয়ে চলবে। ১২২২৬ দিল্লি-আজমগড় এক্সপ্রেস ১১ থেকে ১৩ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত দিল্লি থেকে চলমান পূর্ববর্তী পরিবর্তিত রুট মানকনগর-লখনউ-মালহৌর পরিবর্তে তার নির্ধারিত রুটে চলবে।

## পা কেটে বাদ দিতে হত, জানাল পন্থ

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

২০২২ সালের ডিসেম্বর। একটা গাড়ি দুর্ঘটনায় বদলে গিয়েছিল ঋষভ পন্থের জীবন। আর কোনও দিন খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। তাঁর পা কেটে বাদ দিতে হত বলেও জানিয়েছেন পন্থ। একটি সিদ্ধান্তের ফলেই পা বাদ যায়নি। মাকে অবাক করে দিতে নতুন বছরের আগের দিন বাড়ি ফিরছিলেন পন্থ। মাঝরাস্তায় গাড়ি দুর্ঘটনা হয় তাঁর। পন্থ বলেন, ''দুর্ঘটনার পর আমার ডান পা উল্টো দিকে ঘুরে গিয়েছিল ৯০ ডিগ্রি কোণ করে। আমার মনে হয়েছিল এটা ঘোরানো প্রয়োজন। এক জনকে আমি ওই দুর্ঘটনাস্থলেই বলেছিলাম আমার পা ধরতে। আমি সঙ্গে সঙ্গে

পা আবার ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। আমাকে চিকিৎসক বলেছিলেন, আমি যদি ওটা না করতাম তা হলে হয়তো পা কেটে বাদ দিতে হত।'' পন্থ জানিয়েছেন, তাঁকে চিকিৎসক বলেছিলেন তিনটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়েছেন ভারতের উইকেটরক্ষক। প্রথমটি অবশ্যই পন্থের জীবিত থাকা। ওই রকম দুর্ঘটনার পর পন্থের বেঁচে থাকাটাই অবাক কাণ্ড ছিল। গাড়িতে আগুন লেগে যাওয়ার আগের মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন তিনি। দ্বিতীয়টি, তাঁর পা ঘুরিয়ে নেওয়া। এর ফলেই পা বাদ দিতে হয়নি। তৃতীয়টি, তাঁর লিগামেন্টে কোনও অস্ত্রোপচার দরকার হয়নি। নিজে নিজেই ওই পেশিগুলি ঠিক হয়েছিল বলে জানিয়েছিলেন চিকিৎসক। ক্রাচ ছাড়া চলতে পারতেন না পন্থ। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে এক বছর রিহ্যাব করেছিলেন তিনি। তার পর দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলতে নামেন আইপিএলে। সেখানে এতটাই ভাল খেলেন যে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নেন পন্থ।

### বিশ্বকাপের মাঝেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি প্রকাশ্যে!

# রোহিত-কোহলিরা কী পাকিস্তানে খেলতে যাবেন?

**দুবাই, ৯ জুনঃ** এই মুহূর্তে সকল ক্রিকেট প্রেমীদের ফোকাস টি-২০ বিশ্বকাপে। আজ, রবিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের মাঝে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সম্ভাব্য সূচি প্রকাশ্যে। ২০২৫ সালে মোট ২০ দিন ধরে হবে আইসিসির এই মেগা টুর্নামেন্ট। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী এমনটাই জানা গিয়েছে। আইসিসির ওডিআই ক্রমতালিকায় থাকা প্রথম ৮টি টিম মিলে এই টুর্নামেন্টে খেলে। ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে জিতেছিল পাকিস্তান। তারপর থেকে দীর্ঘদিন আইসিসির এই টুর্নামেন্ট আর হয়নি। ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পুরো সূচি এখনও প্রকাশ হয়নি। তবে আপাতত যা খবর, তাতে আগামী বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এবং টুর্নামেন্ট শেষ হবে ৯ মার্চ। আইসিসি বোর্ড সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেই টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ

করবে। আইসিসির পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে পাকিস্তানে। এ বার টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার সম্ভাব্য দিনক্ষণও প্রকাশ্যে। এই পরিস্থিতিতে এ বার প্রশ্ন হল পাকিস্তানে কি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাবে ভারতীয় টিম? মেন ইন ব্লুর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য পাক সফরে যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কের জেরে দীর্ঘদিন ধরে ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ রয়েছে। এর আগে শোনা গিয়েছিল, ভারতীয় টিম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য পাক সফরে যাবে না। এর আগে শেষ এশিয়া কাপের সময়ও ঠিক একই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। পাকিস্তান ছিল এশিয়া কাপের শেষ সংস্করণের আয়োজক। কিন্তু ভারত পাকিস্তানে খেলতে যেতে রাজি হয়নি। হাইব্রিড মডেলে শ্রীলঙ্কায় সবকটি ম্যাচ খেলেছিল ভারত। এ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময়ও তেমন কিছু হয় কিনা, সকলের নজর সেদিকেই। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড ভারতীয় দলের জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছে। ভারতের সব ম্যাচ লাহোরে আয়োজন করা কথা বলেছে। এর ফলে ভারতীয় দলকে সফর করতে হবে না পাকিস্তানের মধ্যে। একই জায়গায় থেকে প্রতিযোগিতা খেলার সুযোগ পাবে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হবে রোহিত-কোহলিদের। অন্য দিকে, ওয়াঘা-আটারি সীমান্ত দিয়ে সহজে দলে খেলা দেখতে যেতে পারবেন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

## মোহনবাগানে আরও তিন বছরের চুক্তি করলেন সূর্যবংশী

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ জুনঃ** আরও তিন বছরের জন্য মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন অভিষেক সূর্যবংশী। ২০২৬-২৭ মরসুম পর্যন্ত সবুজ-মেরুন জার্সি পরে খেলবেন ২৩ বছরের মিডফিল্ডার। আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাস কোচ হওয়ার পর থেকে দলের হয়ে নিয়মিত খেলেছেন মহারাষ্ট্রের ফুটবলার। গত আইএসএলে প্রথম ম্যাচে খেলার পর টানা ১০টি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি অভিষেক। হাবাস কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর হায়দরাবাদ এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচে দলে ফিরিয়ে ছিলেন অভিষেককে। সব মিলিয়ে ১১টি ম্যাচে মোহনবাগানের প্রথম একাদশে ছিলেন অভিষেক। পরিবর্ত হিসাবে খেলেন আরও চারটি ম্যাচ। তাঁর পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট ছিলেন মোহনবাগান কোচ। তাই তরুণ ফুটবলারকে হাতছাড়া করতে চাননি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস কর্তৃপক্ষ। মরসুম শেষ হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে নতুন চুক্তি নিয়ে কথা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগানের চুক্তিতে সই করলেন তিনি। সমাজমাধ্যমে অভিষেকের সঙ্গে চুক্তির কথা জানিয়েছেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস কর্তৃপক্ষ। ঠান্ডা মাথার খেলোয়াড় হিসাবে পরিচিত অভিষেক। হাবাস অধিকাংশ ম্যাচে তাঁকে ব্যবহার করেছেন হোল্ডিং মিডফিল্ডার হিসাবে। মাঝমাঠের ফুটবলার হয়েও রক্ষণ সামলাতে পারেন। মোহনবাগানের লিগ শিল্ড জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল অভিষেকের। যদিও কৌশলগত কারণে আইএসএল ফাইনালে তাঁকে খেলাননি হাবাস।

## রোনাল্ডো-মদরিচের পুনর্মিলনের মূল্য 'হাজার গোলের সমান'

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

ইউরোর আগে প্রীতি ম্যাচে নিজেদের প্রস্তুতি সারছে দলগুলো। সে ধারাবাহিকতায় পর্তুগালে আয়োজকদের মুখোমুখি হয়েছিল ক্রোয়েশিয়া। তবে দুই দলের লড়াই ছাপিয়ে সবার চোখ ছিল এক সময়ের দুই সতীর্থ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ও লুকা মদরিচের পুনর্মিলনের দিকে। ম্যাচ শেষে দুজনের একে অপরকে জড়িয়ে ধরার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ ভাইরালও হয়েছে। মাঠে অবশ্য একে অপরের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ হয়নি তাঁদের। বেঞ্চে থাকা রোনাল্ডো যে মাঠেই নামেননি। রোনাল্ডোহীন পর্তুগালের বিপক্ষে ক্রোয়েশিয়া এদিন ম্যাচ জিতেছে ২-১ গোলে। ক্রোয়াটদের জয়ে গোল করেছেন মদরিচ। তাঁর পেনাল্টি গোলেই ম্যাচের ৮ মিনিটে এগিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। বিরতির পর পর্তুগালকে সমতায় ফেরান দিয়েগো জোতা। তবে ৫৬ মিনিটে আন্তে বুদিমিরের গোলটিই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়ে ক্রোয়েশিয়া। ম্যাচ শেষে এদিন একসঙ্গে দেখা যায় রোনাল্ডো ও মদরিচকে। রিয়াল মাদ্রিদে লম্বা সময় একসঙ্গে খেলেছেন তাঁরা। লা লিগা, চ্যাম্পিয়নস লিগসহ একাধিক ট্রফিও জিতেছেন তাঁরা। এমনকি রিয়ালের হয়ে দুজনই জিতেছেন ব্যালন ডি'অর। এই দুই তারকার পুনর্মিলন ভক্ত-সমর্থকদেরও উপহার দিয়েছে দারুণ একটি মুহূর্ত। দলবদল বিশেষজ্ঞ ও সাংবাদিক ফাব্রিজিও রোমানো তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে দুজনের ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'ম্যাচের শেষে লুকা মদরিচ ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর বিশেষ মুহূর্ত। কিংবদন্তি।' অন্য এক এক ভক্ত মদরিচ-রোনাল্ডোর ছবি

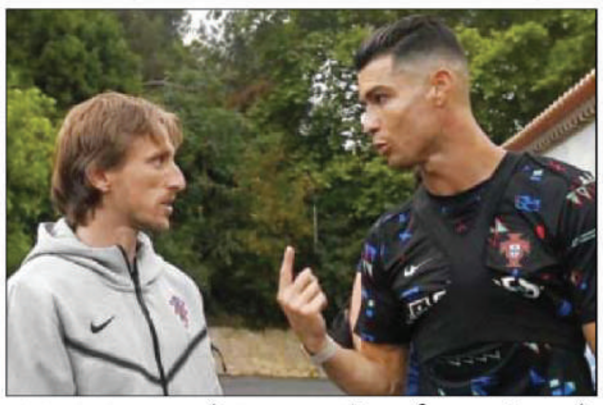

পোস্ট করে লিখেছেন, 'এককথাই আইকনিক। এই ছবির মূল্য হাজারটি গোলের সমান।' অন্য এক ভক্ত লিখেছেন, 'তাঁরা একে অপরের সঙ্গে কী কথা বলছেন? তাঁরা কি পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণা করছেন?' একই রাতে অন্য প্রীতি ম্যাচে উত্তর আয়ারল্যান্ডকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে স্পেন। ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে অবশ্য গোল খেয়ে পিছিয়েই পড়েছিল স্পেন। তবে এরপর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় স্প্যানিশরা। ৩৫ মিনিটের মধ্যেই ৪-১ গোলের লিড নেয় দে লা ফুয়েন্তের দল। পেদ্রি করেন জোড়া গোল। অন্য গোল দুটি আসে আলভারো মোরাতা এবং ফ্যাবিয়ান রুইজের কাছ থেকে। আর বিরতির পর মিকেল অয়ারজাবাল করেন স্পেনের হয়ে পঞ্চম গোলটি।

## সল্ট-বাটলারের বিধ্বংসী শুরুতেও অ্যাসেজ জেতা হল না ইংল্যান্ডের

**বার্বাডোজ, ৯ জুনঃ** চব্বিশের বিশ্বকাপে লো-স্কোরিং ম্যাচ দেখতে দেখতে চোখ সয়ে গিয়েছে। এমন সময় যদি একটা ২০০ রানের ম্যাচ হয়! সেই প্রত্যাশাই পূরণ হল। যদিও সেটা মার্কিন মুলুকের ভেনুতে হয়। ব্রিজটাউনে গ্রুপ বি-র ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দুই চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। অন্য দিকে, ইংল্যান্ড ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথের পর ক্রিকেটে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লড়াই অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড ম্যাচই। ব্রিজটাউনে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করল ইংল্যান্ড। রেকর্ড রান তাড়ায় হার দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের। জস বাটলার কি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? হারের পর সাধারণত এমন প্রশ্নই ওঠে। জিতলে হয়তো উঠত না। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। তাঁর সিদ্ধান্ত ভুল বলা যায় না। ইংল্যান্ড বোলাররা নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট নিতে থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার আগ্রাসন অবশ্য থামেনি। অজি ব্যাটাররা যেন একটাই লক্ষ্য নিয়ে নেমেছিলেন। যতক্ষণ ক্রিজে, স্ট্রাইকরেট হাই থাকা চাই। ট্রাভিস হেড, ডেভিড ওয়ার্নার, মিচেল মার্শ, মার্কাস স্টইনিসরা প্রত্যেকেই ৩০-৪০ এর ঘরেই স্কোর করেন। তাঁদের স্ট্রাইকরেট টি-টোয়েন্টিতে ফুল মার্কস পাওয়ার মতোই। শেষ অবধি নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২০১ রান করে অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ড বোলারদের মধ্যে সেরা দুই পারফর্মার বলা যেতে পারে জোফ্রা আর্চার ও লিয়াম লিভিংস্টোনকে। ১টি করে উইকেট নিলেও ইকোনমি ৭.৫০-এর মধ্যে। ইংল্যান্ডের কাছে ২০১ রানের টার্গেট অসম্ভব বলা যায় না। তাদের শুরুটাও দুর্দান্ত। আইপিএলে নিজেদের দলের হয়ে বিধ্বংসী ফর্মে ছিলেন ফিল সল্ট ও জস বাটলার। জাতীয় দলেও সেই ধারা বজায় থাকল। সল্ট ২৩ বলে ৩৭ এবং বাটলার ২৮ বলে ৪২ রান করেন। দুই ওপেনার ফিরতেই রানের গতিতে বাধা পড়ে। তিন ও চারে নামা উইল জ্যাকস ও জনি বেয়ারস্টো ভরসা দিতে না পারায় খেই হারায় ইংল্যান্ড। ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৬৫ রানেই থামে ইংল্যান্ড ইনিংস। ৩৬ রানে জয়ী অস্ট্রেলিয়া। লিগ পর্বে টানা দুটি জয়ে কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ অজি টিম।

### বিরাটের সঙ্গে তুলনায় পাক ক্রিকেটারই বলছেন

# 'কোহলির জুতোর সমানও নয় বাবর'

**নিউ ইয়র্ক, ৯ জুনঃ** সফল হলে, তুলনা আসবেই। বিশ্ব ফুটবলে লিওনেল মেসি-ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে নিয়ে এখনও তুলনা হয়। কে সেরা। সকলেই নিজের নিজের পছন্দ অনুযায়ী বেছে নেন। ক্রিকেটেও তেমনই কখনও বিরাট কোহলি-স্টিভ স্মিথ, আবার কখনও বিরাট-জো রুট। এমন অনেক তুলনাই এসেছে। ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট আলোচনায় এলে তুলনাটা হয় বিরাট কোহলি ও বাবর আজমের মধ্যে। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির সঙ্গে অনেকেই বাবর আজমকে তুলনায় টানেন। পরিসংখ্যান দিয়ে দেখান। বিরাটের সাফল্যের পাশে তা বেমানান হলেও এমনটা করে থাকেন। এ বার বিরাট বনাম বাবর বিতর্কে কড়া মন্তব্য পাকিস্তান ক্রিকেটারেরই! নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ ছিল ভারত-পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মঞ্চে আরও একবার বিরাট কোহলি ও বাবর আজম মুখোমুখি হয়। বিশ্বকাপে জয় দিয়ে শুরু করেছে ভারত। যদিও প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে রান পাননি বিরাট কোহলি। অন্যদিকে, বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক তথা প্রথম বার বিশ্বকাপ খেলতে নামা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হেরেছে পাকিস্তান। যা নিয়ে প্রবল সমালোচনায় পড়েছেন বাবর আজমরা। সেই ম্যাচে বাবর রান

পেলেও টেস্টের মতো ব্যাটিং করেছেন। সেট হয়েও তাঁর আউট হওয়াটাই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট বলে মনে করছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার। বিরাটের সঙ্গে বাবরের তুলনায় পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়া বলছেন, ''বাবর যেই একটা সেঞ্চুরি করে, পরদিন থেকেই বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনা শুরু হয়ে যায়। সোজা কথা হল, বিরাটের জুতোর সমানও নয় বাবর। মার্কিন বোলাররা ওকে বন্দি করে রেখেছিল। বাবর ৪০-এর ঘরে পৌঁছতেই আউট হয়ে গেল! ওর ক্রিজে থাকা উচিত ছিল, তা হলে হয়তো ম্যাচটা একপেশে ভাবে জিততে পারত পাকিস্তান।'' আজ ভারত-পাক ম্যাচের আগে কানেরিয়া বলছেন, ''ওদের জঘন্য ভাবে হারাবে ভারত। সত্যি বলতে, ভারতকে হারানোর মতো ক্ষমতা এই টিমের নেই। পাকিস্তান যখনই বিশ্বকাপের মঞ্চে খেলতে নামে, বরাবরই একটা বিষয় বলা হয়, বোলিং পারফরম্যান্সই জেতাবে। এই ভাবনা থেকেই প্রথম ম্যাচটা হেরেছে পাকিস্তান।''

## ওয়েস্ট ইন্ডিজের আকিল হোসেনের থাবায় ৩৯ রানে উড়ে গেল উগান্ডা

**জর্জটাউন, ৯ জুনঃ** উগান্ডার ওপরে যেন আছড়ে পড়ল ক্যারিবিয়ান ঝড়। প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে টি২০ বিশ্বকাপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও উগান্ডা। ক্যারিবিয়ান তারকা আকিল হোসেনের অসাধারণ বোলিংয়ের সুবাদে মাত্র ৩৯ রানে অলআউট উগান্ডা। রেকর্ড জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের। সি-গ্রুপে থাকা ক্যারিবিয়ানদের এটি দ্বিতীয় জয়। আর উগান্ডার দ্বিতীয় হার। এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুরুতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রথম ম্যাচে উগান্ডা ৫৮ রানে অলআউট হয়েছিল। নিজেদের সেই লজ্জার নজির আবারও ভাঙল উগান্ডা। টি-২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বনিম্ন রান এতদিন ছিল ৩৯। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ডাচদের সেই রেকর্ড ছিল। এ বার সেই রেকর্ডেই ভাগ বসাল উগান্ডা। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করেছিল ক্যারিবিয়ানরা। প্রথমে ব্যাটিং করে ৫ উইকেটে ১৭৩ রান তুলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ব্রেন্ডন কিং ও জনসন চার্লসের ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৪১ রান। রামজানি তুলে নেন কিংয়ের উইকেট। এরপর নিকোলাস পুরানের সঙ্গে জুটি বাঁধেন চার্লস। ১০ ওভারের দ্বিতীয় বলে মাসাবা কট অ্যান্ড বোল্ড করেন পুরানকে (২২)। এরপর নাকরানি ফেরান চার্লসকে। ৬ রানের জন্য হাফসেঞ্চুরি মিস করেন তিনি। ক্যারিবিয়ান ক্যাপ্টেন রোভম্যান পাওয়েল ২৩ রান করেন। শেরফান রাদারফোর্ড ২২ রান করেন। আর ৩০ রানে অপরাজিত থাকেন আন্দ্রে রাসেল এবং ৫ রানে নট আউট রোমারিও শেফার্ড। ২টি উইকেট নেন মাসাবা। ১টি করে উইকেট নেন রাজমানি, কসমস ও নাকরানি। ১৭৪ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই নড়বড় করতে থাকে উগান্ডা। প্রথম ওভারেও ওপেনার রজার মুকাসাকে আউট করেন আকিল হোসেন। শূন্যে ফেরেন মুকাসা। এক এক করে উইকেট হারাতে থাকে উগান্ডা। জুমা মিয়াগি (১৩) ছাড়া উগান্ডার আর কোনও ক্রিকেটার দুই অঙ্কের রান করতে পারেননি। ৪ ওভারে মাত্র ১১ রান দিয়ে ৫টি উইকেট তুলে নেন আকিল। ওপেনার রজার ছাড়া আকিলের বাকি ৪ শিকার হল- অল্পেশ রাজমানি (৫), রিয়াজত আলি (৩), দীনেশ নাকরানি (০) ও কেন্নেথ (১)। আকিল ছাড়া আলজারি জোসেফ নেন ২টি উইকেট। এবং ১টি করে উইকেট নিয়েছেন রোমারিও শেফার্ড, আন্দ্রে রাসেল ও গুডাকেশ। ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন আকিল। এটি তাঁর কেরিয়ারের সেরা বোলিং পরিসংখ্যান।

# ভিনিসিয়ুস-এনদ্রিক জাদুতে ব্রাজিলের জয়

**টেক্সাস, ৯ জুনঃ** কোপা আমেরিকার শিরোপা পুনরুদ্ধার অভিযান শুরুর আগে দুই প্রস্তুতি ম্যাচের প্রথমটিতে দারুণ জয় পেয়েছে ব্রাজিল। উত্থান-পতনের ম্যাচে ভিনিসিয়ুস-এনদ্রিক জাদুতে মেক্সিকোকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে তারা। টেক্সাসে আজ ৫৪ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। এরপর মেক্সিকো ঘুরে দাঁড়িয়ে ২-২ গোলে সমতা ফিরিয়ে আনে ম্যাচে। কিন্তু শেষ দিকে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের সহায়তায় এনদ্রিকের দারুণ এক গোলে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে দরিভাল জুনিয়রের দল। এ নিয়ে টানা তিন ম্যাচে ব্রাজিলের হয়ে গোল করেছেন রিয়াল মাদ্রিদগামী স্ট্রাইকার এনদ্রিক। ব্রাজিলের হয়ে অন্য গোল দুটি করেছেন আন্দ্রেস পাহেইরা ও গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। এই ম্যাচে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনের চেয়ে বেঞ্চের ক্ষমতা বাজিয়ে দেখাকেই পাখির চোখ করেন ব্রাজিল কোচ দরিভাল। সে লক্ষ্যে বেশ ভালোভাবেই সফল হয়েছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। টেক্সাসের এ প্রীতি ম্যাচে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো, রাফিনিয়া ও লুকাস পাকেতাদের বেঞ্চে রেখে একাদশ সাজান দরিভাল। তারকা খেলোয়াড়দের ছাড়াও ব্রাজিলের শুরুটা ছিল দারুণ। প্রথমার্ধের শুরুতেই এগিয়ে যায় তারা।

ম্যাচের ৫ মিনিটে মেক্সিকোর তিন ফুটবলারের বলয়ের ভেতর থেকে দারুণ এক পাসে আন্দ্রেস পাহেইরাকে খুঁজে নেন জিরোনার ২০ বছর বয়সী উইঙ্গার সাভিও। বল পেয়ে প্রতিপক্ষের তিন খেলোয়াড়কে বোকা বানিয়ে দুর্দান্ত এক শটে লক্ষ্যভেদ করেন পাহেইরা। শুরুতে গোল পেলেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ অবশ্য ব্রাজিলের কাছে ছিল না। সমতা ফেরাতে মরিয়া মেক্সিকোই আক্রমণে এগিয়ে ছিল। এ ছাড়া ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের সমন্বয়হীনতাও ছিল চোখে পড়ার মতোই। নিজেদের রক্ষণেও একাধিকবার বল হারায় তারা যদিও সেসব সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় মেক্সিকো। আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে ব্রাজিলের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও কাঙ্ক্ষিত গোলটি পায়নি তারা। বিরতির পর কিছুটা গুছিয়ে খেলার চেষ্টা করে ব্রাজিল। প্রথমার্ধে ম্যাচে ফেরার সুযোগ হাতছাড়া করা মেক্সিকোও চেষ্টা করে সমতা ফেরানোর। তবে ৫৪ মিনিটে গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির গোলে ব্যবধান ২-০ করে ব্রাজিল। দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও অবশ্য হাল ছাড়েনি মেক্সিকো। ছোট ছোট পাসে বারবার ব্রাজিলের অ্যাটাকিং থার্ডে হুমকি তৈরি করার চেষ্টা করে, যার ফলও পায় তারা। ৭৩ মিনিটে জুলিয়ান কুইনোনেসের গোলে ব্যবধান ২-১ করে উত্তর আমেরিকার দেশটি। গোলটির ১২ মিনিট আগে এনদ্রিক এবং ১ মিনিট পর ভিনিসিয়ুসকে বদলি হিসেবে মাঠে নামিয়ে ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে ব্রাজিল। এ দুজন মাঠে নামায় ব্রাজিলের খেলায় গতিও আসে। তবে ব্রাজিলের সমর্থকদের স্তব্ধ করে যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরায় মেক্সিকো। গোল করেন মার্তিনেজ আয়ালা। ব্রাজিল যখন জয়বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায়, তখনই জাদু দেখায় ভিনিসিয়ুস-এনদ্রিক জুটি। ভিনিসিয়ুসের অসাধারণ এক ক্রস থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন এনদ্রিক। এই গোলই ব্রাজিলকে এনে দিয়েছে দারুণ এক জয়। ১৩ জুন কোপা আমেরিকার প্রস্তুতিতে ব্রাজিল দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচটি খেলবে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166

Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com